উপন্যাস লহরী।

কুসুম কুমারী।

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০—

প্রাণের কথা।

" Are you a God ? would you create me new ?
Transform me then, and to your power I' ll yeild. "

Shaksepere.

"কুসুম ?"

"কে অঘোর ?" বলিয়া একটী নবযৌবনা সুন্দরী ত্রস্ত ভাবে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রশ্নকারী যুবকের হস্ত ধারণ করিলেন। ক্ষণেক যুবকের বদন প্রতি স্থির দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বলিলেন "এই বুঝি তোমার কাল্‌কে আসা ?"

যুবক ধীরে ধীরে খট্টোপরি যুবতীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং সেই মনোহর বদন কমলে একটী চুম্বন করিয়া বলিলেন " আস্‌তে পারিনি।"

কুসুম। কেন পারনি, অঘোর, তুমি কি জাননা যে আমি তোমায় ভালবাসি।" বেশ্যায় ভাল বাসে না বলে তারা কি ভাল বাস্‌তে জানে না?

অঘোর। সে জন্যে নয়।

কুসুম। তবে কি?

অঘোর। তুমি ত আমার অবস্থা জান, বল্‌তে কি আমার আস্‌তে বড় লজ্জা করে,—তবে. দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে হলেই আসি।

কুসুম। আমি ত টাকার প্রেয়সিনী নই, তোমার কাছে টাকা না পেলে চল্‌বে না, এমন অবস্থা ত আমার নয়!

অঘোর। তা বটে, কিন্তু আমার কেমন লজ্জা করে।

কুসুম। লজ্জা কি, এবার যদি পাশ হও, তা হ'লে আর অল্পদিন পরেই ত উকীল হবে, তখন না হয় আমায় কিছু দিও। তা হলেই ত হবে।

কুসুম মৃদু হাসিয়া অঘোরের বদন প্রতি তাকাইলেন, কিন্তু তাঁহার অধরে সে হাসি দেখা দিল না, তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "সে কপাল আমার নয়, এ পৃথিবীতে আমি একা, আমার সহায় কে আছে ভাই।"

কুসুম। ঈশ্বর আছেন, অঘোর তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করনা?

অঘোর। করি বই কি।

কুসুম। তবে,—তবে তুমি একা কেন ভাই?

যুবতী এই কথাটী বলিয়া ক্ষণেক অঘোর বাবুর বদন প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া

বলিলেন' "দেখ অঘোর তোমায় না দেখ্‌লে মন কেমন করে, কেমন দেখ্‌বার ইচ্ছে হয়, তাই তোমায় অত করে আস্‌তে বলি, তাই আমাকে কষ্ট দিয়ে কি তোমার সুখ হয়? এ জগতে বেশ্যার তুল্য হতভাগিনী আর কেউ নাই, সেই বেশ্যার জন্য কি তোমার দয়া হয় না? ভালবাসার জন্য, ভালবাসার আশায় বেশ্যা হলাম্, মনে করলাম, না জানি এতে কি সুখ আছে, কিন্তু আশা মরীচিকায় পরিণত হ'ল,—এ পাপের ঘোর প্রায়শ্চিত্ত! এমন প্রত্যক্ষ শাস্তি ঈশ্বর কাকেও দেন্ নাই!—প্রথমে মনে করলাম এক জনকে ভাল বাস্‌ব, তাকে নিয়ে সুখী হবো, কিন্তু আশায় ছলনা হলো, বাসনার পরিতৃপ্তি হলো না, অভাগিনীকে কেউ ভাল বাস্‌লে না, কাকেও ভাল বাস্‌তে প্রবৃত্তিও হল না, মনের মত লোক পেলাম না, বেশ্যাকে বঞ্চনা করাই দেখ্‌লাম পুরুষের প্রকৃতি—হতাশ হলাম। তেমন অভাগিনী যদি ভালবাসবার উপযুক্ত লোক পায়, তাকে ভালবাস্‌তে না দেওয়া কি ভাল কাজ?"

অঘোর। আমি কি তোমায় ভালবাসি না?

কুসুম। ভাল বাস্‌লে কি না দেখে থাকা যায়?

অঘোর। যার সঙ্গে রোজ দেখা হয় না, তাকে কি ভাল বাসা যায় না।

কুসুম। শোন অঘোর, বেশ্যার দুঃখের কথা আবার বলি, আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শত লোকের মন যোগাতে হয়, যে যেমন, তাকে সেই রূপে সন্তুষ্ট করতে হয়, সে কেবল অর্থের জন্য, কিন্তু তাতে কি মনের পরিতৃপ্তি আছে, ভাই তাতে কত যাতনা ভাবদেখি! যে চক্ষু-শূল তার সঙ্গে আমোদ করা যে

কি কষ্ট তা তোমায় কি বলবো, আর তুমিই বা কি বুঝ্‌বে। কিন্তু তোমায় পেয়ে সেই অসার তাপদগ্ধ প্রাণে কে যেন শীতলতা দিয়েছে, কে যেন দারুণ জ্বালা কতক নিবারণ করেছে, তাই তোমায় অত করে দেখ্‌তে চাই—তোমায় দেখ্‌তে আকুল হই—দেখ্‌লে এই মৃত প্রাণে যেন জীবনীশক্তি আসে।

কুসুমের চক্ষু সজল হইল, অঘোর বাবু বলিলেন "না কুসুম আর আমায় লজ্জা দিও না, আমি রোজ আস্‌বো।"

কুসুম। আমি ত লজ্জা দেওয়ার কথা বলিনি, আমার দুঃখের কথা বল্‌ছি।

অঘোর বাবু অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে কুসুমের বদন প্রতি তাকাইয়া রহিয়া বলিলেন "আচ্ছা কুসুম তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করি বল্‌বে?

কুসুম। কি কথা?

অঘোর। বল্‌বে বল?

কুসুম। বল্‌বো।

অঘোর। তুমি কি আমায় রেজেষ্টরি করে টাকা পাঠাও।

কুসুম। না।

অঘোর। না সে তুমি, প্রথম দুবার বুঝ্‌তে পারিনি, কিন্তু এবার তোমার হাতের লেখা দেখে বুঝেছি। আমি এ টাকা নবোনা!

এই বলিয়া ২০ টাকার এক খানি নোট ও পত্র কুসুমের হস্তে দিলেন।

কুসুম। কেন নেবেনা?

অঘোর। প্রাইভেট টুইসন্ করে আমার ত এক রকম চলে।

কুসুম। তুমি যে এক দিন বলে ছিলে যে ছেলে পড়াতে তোমার অনেক সময় নষ্ট হয়।

অঘোর। তাই বুঝি তুমি টাকা পাঠিয়ে দাও।

কুসুম। তা হলেই বা, তুমি উকিল হয়ে কি আমার টাকা শোধ কর্‌তে পার্‌বে না?

অঘোর আবার ক্ষণেক চিন্তা মগ্ন হইলেন। কুসুম তাঁহার হাত টানিয়া বলিলেন " ভাবো কি?

অঘোর। তাই ভাব্‌চি।

কুসুম। তুমি আমায় ভালবাস না।

অঘোর। কেন?

কুসুম। তোমার টাকা থাক্‌লে কি আমি নিতাম না, তবে আমার আছে তুমি নেবে না কেন? আমি বেশ্যা বলে?

অঘোর। না।

কুসুম। আবার না! তোমার যদি বিবাহ হতো আর তোমার স্ত্রীর হাতে যদি টাকা থাক্‌তো, তা হলে তোমার দরকারে কি নিতে না?

অঘোর। তা নিতাম বই কি?

কুসুম। কেন নিতে? নিতে সে তোমার স্ত্রী বলে, সে তোমায় ভালবাসে বলে, আর আমি বেশ্যা, আমি ত ভাল-বাস্‌তে জানিনা, আমার কাছে নেবে কেন?

কুসুমের চক্ষু সজল হইল, তিনি অশ্রুসংযত করিতে চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু পারিলেন না, দুই এক বিন্দু জল আপনা হইতে সেই ইন্দিবর নয়ন-প্রান্ত দিয়া খসিয়া পড়িল।

অঘোর চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "কুসুম তুমি কাঁদ্‌চ?"

কুসুম এবার ভাল করিয়া কাঁদিলেন, বলিলেন "তুমি আমায় ভালবাসনা কেন?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০—

প্রাণের কান্না।

"It is thyself mine ownself's better part;
Mine eye's, clear eye, my dear heart's dearer heart,
My food, my fortune, and my sweet hope's aim,
My sole earth's heaven, and my heaven's claim."

Shakespere.

বসন্তের সন্ধ্যাকাল—দক্ষিণ-বাতাস সুরু হইয়াছে, কলিকাতার বারবিলাসিনীগণের আর কাহারও বসন্ত-বাহারের বাহার দিতে বাকি নাই, সকলেই আপন আপন মোহন সাজে সাজিয়া পুরুষের নয়ন ঝলসিতে, মন বিকলিত করিতে ক্রটী করিতেছে না। এমত সময় একটী যুবক একটী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, হস্তস্থিত ছড়িটী ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিলেন, একটী কক্ষদ্বার—ঠেসান ছিল,—ঠেলিলেন, ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল।

কক্ষটী রমণীয় ভাবে সজ্জিত, বড় বড় ছবি, বড় বড় মুকুর গৃহ-ভিত্তির শোভা সম্পাদন করিতেছিল, গৃহতল সুন্দর মখ্‌মলের কার্পেটে আচ্ছাদিত। তদুপরে স্থানে স্থানে নানাবিধ মেহগ্নি শোফা, চেয়ার, আলমারি প্রভৃতি পরিচ্ছন্ন ভাবে সজ্জিত। কক্ষটী বেশ উচ্চ ও প্রশস্ত, তাহার এক পার্শ্বে সুন্দর পিত্তলের খাটে সুন্দর শয্যা শোভা পাইতেছিল। সেই কক্ষ মধ্যে এই সকল শোভার সামগ্রী ব্যতীত আরও একটী নিরূপম শোভার বস্তু ছিল—সেটী সজীব, সেই গৃহের দক্ষিণ দিকের একটী দ্বারের সম্মুখ ভাগে একটী নিরূপম সুন্দরী মুকুর সম্মুখে কেশ রচনায় নিযুক্তা ছিলেন। সেই রমণীটীর পশ্চাদ্দেশে একটী দাসী বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিতেছিল। যুবক কর্ত্তৃক কক্ষদ্বার উন্মোচিত হইবামাত্র দাসীটী "বাবু আস্‌চেন" বলিয়া উঠিয়া গেল। যুবতী তখন তাঁহার সুদীর্ঘ বেণী রচনা করিতে ছিলেন, চিবুক নিম্নে সুন্দর ভাবে একটী কেশ-রজ্জু আবদ্ধ ছিল; তিনি বঙ্কিম গ্রীবায় যুবকের দিকে ফিরিয়া সেই মোহন অধরে মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন "কে ও, আমার উকীল বাবু যে?"

যুবক ছড়ি ও চাদর রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন "উকিল বাবু আজ্‌কাল্‌ বড় কাবু।"

কুসুম। কেন?

যুবক। কিছু হয় না ত?

কুসুম। তুমি না আমায় কি কথায় বলেছিলে যে "রোম এক দিনে তৈয়ার হয় নাই।"

"আমার এ কি রোম রাজ্যের পত্তন নাকি?" বলিয়া যুবক

উচ্চ হাস্য করিয়া খাটের উপর হইতে একটী তাকিয়া পাড়িয়া কেশবিন্যাস কারিণী যুবতীর বাম পার্শ্বে শয়ন করিলেন

যুবতী বলিলেন "বাঃ, বেশ শোবার শ্রী।"

যুবক। মন্দ কি?

যুবতী। ভাল হয়ে উপরে শোওনা।

যুবক। তা হলে তোমার মুখ খানি ত এমন দেখ্তে পাবনা।

যুবতী। তবে শোও।

যুবক মৃদু হাসিয়া কহিলেন "উকীল মানুষ, না বুঝে কি কোন কাজ করি।"

যুবতীরও অধর প্রান্তে মৃদু হাসি দেখা দিল, তিনি বলিলেন "তা বটেত।"

এমত সময়ে দাসী তামাকু সাজিয়া সট্কার নলটী যুবকের হস্তে দিল, যুবক সটকাসুন্দরীর শ্রীমুখ চুম্বণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় সুন্দরীর মনোহর রূপ বিভা অনিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলেন;—যেন কেহ নুতন বস্তু অভিনব চক্ষে দেখিতেছে। যুবকের চক্ষে যুবতীর সৌন্দর্য্য নুতন নয় বলিয়া তাঁহার সে রূপবিভা দেখিবার ইচ্ছা তত বলবতী হউক না হউক, অপরের হয় বটে; কিন্তু আজি যুবক সেই পুরাতনেও যেন নুতন সৌন্দর্য্য, নূতন শোভা দেখিতে লাগিলেন। যুবতীর পরিধেয় একখানি সুক্ষ্ম কালাপেড়ে ধুতি, বসনের এক প্রান্ত বক্ষের উপর দিয়া বাহুদ্বয়ের নিম্ন দেশ পর্য্যন্ত প্রশারিত। পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত। বসন্তানীল সেই মনোহর উন্নত বক্ষের বসনপ্রান্ত—যেন ক্রীড়াচ্ছলে, কখন বা উড়াইয়া কখন বা চাপিয়া ধরিয়া

সেই সুউন্নত বক্ষ-শোভা দ্বিগুণিত করিয়েছিল, তাহাতে আবার বসনাভ্যন্তর হইতে রূপলাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতে ছিল। যুবক ধূমপান করিতে করিতে বিভোর মনে, উদাস প্রাণে, সেই অপরূপ রূপ মাধুরী দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিতে ছিলেন।

পাঠক, বোধ হয় বলিতে হইবে না, যে ইহাদের এক জন অঘোর বাবু ও অপরা কুসুম কুমারী।

মাথা বাঁধা শেষ হইলে কুসুম উত্তম করিয়া অঙ্গ মার্জ্জনা করিলেন, এবং অন্য একখানি বসন পরিধান করিয়া অঘোরের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অঘোর বাবু সালিঙ্গনে কুসুমকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন "আচ্ছা, তুমি সিঁতের সিঁদুর দাও কেন?"

কুসুম। সধবারা কেন দেয়?

অঘোর। স্বামীর কল্যাণের জন্য।

কুসুম। আমিও তাই দি, আমার কি স্বামী নেই ঠাউরেছ নাকি?

অঘোর বাবু মৃদু হাসিয়া সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "রাস্তাময় বসন্ত-বাহার দেখে এলাম, তোমার নাই কেন?"

কুসুম। যার মনে বসন্ত বাহার দিচ্চে, তার বাহিরে বাহারে কাজ কি?—সে সব কথা যাক্, বলি বাসায় বউকে আননা কেন?

অঘোর। আপনি খেতে পাইনে তাকে খাওয়াব কি?

কুসুম। আপনার চলে ত আর তার কি চল্‌বে না?

অঘোর। খরচ ত বাড়্‌বে।

কুসুম। কি আর দু-শ পাঁচ্-শ টাকা বাড়্‌বে?

অঘোর। আমার ত বিয়েরই ইচ্ছা ছিলনা, তুমিই কেবল জোর করে বিয়ে দেওয়ালে বইত নয়। বাস্তবিক সেই পর্য্যন্ত আমার খরচ বেড়েছে, নইলে এত দিন তোমার টাকা গুলো শোধ হতে পার্‌ত।

কুসুম। আমার কিসের টাকা।

অঘোর। সে কি, এদিক ওদিকে প্রায় ৩ হাজার টাকা হবে।

কুসুম। তা হোগ, তাকে আন্‌তেই হবে।

অঘোর। পূজার এদিকে ত নয়।

কুসুম। হলেই বা।

অঘোর। তার আবার সব বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে।

কুসুম। তোমার ঐ কেমন সব কথা।

কুসুমের বদনে যেন অল্প অভিমানের চিহ্ন দেখা দিল। অঘোর বাবু বলিলেন "রাগ কর্‌লে নাকি?"

কুসুম। কেন কর্‌ব না।

অঘোর। আচ্ছা তাকে আন্‌লে তোমার সুখ কি?

কুসুম। তোমায় দেখে আমার যে সুখ,—তাকে দেখেও সেই সুখ হবে।

অঘোর। তোমার ভালবাসা আমি বুঝ্‌তে পারলাম না।

কুসুম। অঘোর, বেশ্যার আবার ভালবাসা কি?

অঘোর। তোমার আছে।

কুসুম। তবে আছে—কিন্তু তুমি ত আমায় ভালবাস না।

অঘোর। বাসিনে?

কুসুম। ভালবাস্‌লে আর আমার কথা শুন্‌তে না।

অঘোর। কি কথা।

কুসুম। বউকে আন্‌তে চাচ্চনা।

অঘোর। এই জন্যে!

কুসুম ধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন "কেন, এটা কি উপহাসের কথা নাকি?"

অঘোর। উপহাস কেন, তাকে না হয় আন্‌ব।

কুসুম। কবে?

অঘোর। এ মাসের এই কটা দিন পরে।

কুসুম। ঠিক্ ত?

অঘোর। ঠিক।

কুসুম। আর জান?

অঘোর। কি?

কুসুম। কাল্ যে শনিবার।

অঘোর। তার কি হবে?

কুসুম। শ্বশুর বাড়ী যাবেনা।

অঘোর। কাল্ আর যাবনা।

কুসুম। কেন?

অঘোর। অনেক পাল্কী ভাড়া লাগে।

কুসুম। তোমার না থাকে আমি দেব।

অঘোর। চিরকালই তোমার পয়সা নব?

কুসুম। নিলেইবা, আমার সবই ত তোমার। আমি তোমার নামে আমার সব উইল করেছি, তা জান।

অঘোর বাবু সবিস্ময়েয় বলিলেন "কবে?"

কুসুম। অনেক দিন।

অঘোর। কেন?

কুসুম। তবে কোম্পানীকে দোব নাকি?

অঘোর। লোকে বল্‌বে কি?

কুসুম। লোকের কথায় কি এসে যায়।—ভাব্‌ছ কি?

অঘোর। তাই ভাব্‌ছি।

কুসুম। আমি বেশ্যা, তাই বেশ্যার সম্পত্তির কথা ভাব্‌ছ?

অঘোর। না।

কুসুম। তবে কি?

অঘোর। এই এটা সেটা পাঁচ রকম।

কুসুম। এখন সে সব রাখ, বল, যে আমি মলে আমার সমস্ত সম্পত্তি তুমি ভোগ করবে।

অঘোর। সে কথায় এখন কাজ কি?

কুসুম। মানুষের মরণ্-বাঁচন্ কে বল্‌তে পারে, তুমি সে কথা না বল্‌লে আমি কখন সুখে মর্‌তে পার্‌ব না।

অঘোর। আচ্ছা তাই হবে।

কুসুম অঘোর বাবুকে প্রেম ভরে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন, তাঁহার সেই সুটানা নয়ন যুগল হইতে সবেগে বারি ধারা বহিল, কিন্তু অঘোর বাবু তাহা দেখিতেও পাইলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভালবাসার বিনিময়।

"If you like elsewhere do it by stealth";
Muffle your false love with some show of blindness"

Shakespere.

"Patient yourself Madam and pardon me"

Shakespere.

"তা হবেনা, আমি যেতে দেবনা" বলিয়া একটী স্থীরা সৌদামিনীরূপা ললনা অঘোর বাবুর হস্ত ধারণ করিলেন।

অঘোর বাবু বলিলেন "ছি গোলাপ, অমন কর্‌তে আছে, আমি এখনি আস্‌ব।"

গোলাপ অঘোর বাবুর স্ত্রী।

গোলাপ। তুমি কেন যাবে?

অঘোর। কেন যাব তাকি তুমি জাননা, আমি তার কাছে কত দূর কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ তা কতবার বল্‌ব।

গোলাপ। তার টাকা কেন ফেলে দাও না।

অঘোর। সে নেয় কই।

গোলাপ। তা হলে আর তোমার দোষ কি।

অঘোর। আমার দোষ নাই সত্য, কিন্তু সে সব কৃতজ্ঞতা কি ভুলে যাব, আমার অসময়ে সে যদি আমার সহায়তা না কর্‌ত তা হলে আজ আমার দশা কি হ'ত তা কে বল্‌তে পারে।

গোলাপ। তবে বিয়ে কর্‌লে কেন?

অঘোর। তাতে তোমার দুঃখ কি, কুসুম আমার রাখিতা নয়, আমি তার বাড়িতে দিন রাত পড়ে থাকিনে, কালে ভদ্রে কখনো যাই, তাও অতি অল্প সময়ের জন্য, এতে তোমার দুঃখ কি?

গোলাপ। আমার কেমন সহ্য হয় না।

অঘোর। কিন্তু সহ্য করা কি উচিত নয়?

গোলাপ। মন বোঝেনা।

অঘোর। দেখ গোলাপ, তুমি কুসুমকে চেন না—তার মন বড় উন্নত, তুমি বাপের বাড়ীতে থাক্‌লে আমি কোন শনিবারে সেখানে না গেলে সে কত রাগ কর্‌তো, তোমায় প্রথমবার তাড়াতাড়ি করে আনাবার কারণই সে। আমার তখন আয় অতি সামান্য ছিল, কিন্তু আমার অকুলান ভার তার উপরই ছিল। দেখ, এখনও যদি কোন দিন সেখানে অধিকক্ষণ থাকি তা হলে সে কত কৌশলে, কত ছলে, আমায় উঠিয়ে দেয়, অধিকক্ষণ থাক্‌লে রাগ করে। কেন করে গোলাপ, সে পাছে তুমি দুঃখ কর বলে নয় কি? কিন্তু তার কি আমাকে একবার দেখ্‌তেও ইচ্ছে হয় না,—আমার কি মধ্যে মধ্যে তাকে একবার দেখাও উচিত নয়?

গোলাপ। তার কাজে দেখি, তোমার কথায় শুনি, কিন্তু তবু সে যে আমার জন্য কেন টান্‌বে তা ত বুঝ্‌তে পারিনা,—সে বেশ্যা হোগ আর যেই হোগ স্ত্রীলোক ত বটে, আমি যখন তোমায় এক দণ্ড তার কাছে যেতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হইনে, তখন সে যে তুমি আমার কাছে থাক্‌লে সুখী হবে, বা হয়, তাত আমার বিশ্বাস হয় না।

অঘোর। সে ত এ পর্য্যন্ত কোন অবিশ্বাসের কাজ করেনি।

গোলাপ। কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে।

অঘোর। কিছু না।

গোলাপ। তবে কেন করে?

অঘোর। তার মন।

গোলাপ। সে মন ত দেবতাদেরও নেই।

অঘোর। সে যাহোক আমি এখন আসি।

গোলাপ। তা আর আমি কি বল্‌বো।

অঘোর। সে এ সব শুন্‌লে কি একটুও দুঃখিত হবে না।

গোলাপ। তা হলেই বা, তা বলে কে এমন চাঁদ পানা মুখ করে আপনার স্বামী তাকে ছেড়ে দেবে।

অঘোর। আমি ছাড়্‌তে বল্‌ছি, না সে কথা হচ্চে।

গোলাপ। তা নয় ত কি, আর তার বাড়ী যাওয়া কি ভাল কাজ। আমার বাপের বাড়ীর কত লোক কত কথা বলে, আমার আর বুঝি দুঃখ হয় না।

গোলাপ বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

অঘোর। গোলাপ কাঁদ চ?

গোলাপ। কাঁদ্‌বনা, তার বাড়ী যাওয়া কেন?

অঘোর। তুমি না বুঝ্‌লে আমি কি করে বোঝাব।

গোলাপ। বোঝা-বুঝি কি; তার যদি এত টান তা হলে সে কেন এখানে এসে তোমায় দেখে যায় না।

অঘোর। এখানে আসাটা কি ভাল?

গোলাপ। তার আবার ভাল মন্দ কি।

অঘোর। আচ্ছা ভাই যা হয় হবে, আজ আসি।

গোলাপ। আজ বুঝি না গেলেই নয়।

অঘোর। অনেক করে যেতে বলেছে, না গেলে ভাল দেখায় না।

গোলাপ। কিন্তু আর কোন শালি যেতে দেবে। এবার গেলে কিন্তু খুনো খুনি হবে।

অঘোর বাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ধীর পাদ বিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

গোলাপ ভ্রূকুটী সহকারে মনে মনে বলিলেন "রাঁড়ের আবার যত্ন, এ দড়া দড়ি ছিঁড়ে না গেলেই নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শেষ সাক্ষাৎ।

"————Welceme, he said,
Oh, long expected to my dear embrace !"

Dryden.

রাত্রি প্রায় আটটা এমত সময়ে অঘোর বাবু কুসুমের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, কুসুম তখন বিমর্ষ ভাবে একটী সয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন।

অঘোর বাবু বলিলেন "কুসুম অমন করে শুয়ে কেন ?"

কুসুমের অধর প্রান্তে মৃদু হাসি দেখা দিল, কিন্তু সে হাসিতে যেন মাধুর্য্য নাই, সে প্রাণহারিণী মোহিনী শক্তি নাই, যেন বিন্দু মাত্র মোহন ভঙ্গি নাই, তাহা যেন কেমন এক ধারা। বলিলেন " কই কিছু নয়, ব'স।"

অঘোর বাবুর আপনা আপনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, তিনি কুসুমের শিয়র দেশে উপবেশন করিয়া তাঁহার দুই গণ্ডে দুইটী হস্ত প্রদান করিয়া সেই বিষাদ মাখা গোলাপী অধর চুম্বন করিয়া বলিলেন " কোন অসুখ করেনি ?"

গোলাপ প্রেম ভরে কহিলেন " না ! "

অঘোর বাবু অনেকক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে সেই সুন্দর অথচ বিষণ্ণ প্রফুল্ল অথচ ম্লান, বিকশিত অথচ শুষ্ক বদন প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে বলিলেন " বলনা কি হয়েছে।"

কুসুম। কিছুনা।

অঘোর। কিছুনা!

কুসুম। না।

কুসুম এক দৃষ্টে এতক্ষণ অঘোরের বদন প্রতি তাকাইয়া ছিলেন, এখন ফিরিলেন। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল, কিন্তু পড়িল না, তাহা অতি কষ্টে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। কুসুম অল্পক্ষণ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, সেই সময়ে দুই এক বিন্দু করিয়া চক্ষু দিয়া অজস্র ধারে বহিল, কিন্তু পাছে অঘোর দেখিতে পায় বা জানিতে পারে বলিয়া কুসুম তৎক্ষণাৎ সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, দাসীকে তামাক দিতে বলিয়া হারমোনিয়ামে সুর দিতে দিতে বলিলেন "বাঁয়াটা নাও।"

অঘোর বাবু বাঁয়া লইলেন, তখন সেই মনোমোহিনীর কণ্ঠ হইতে অপ্সরা বিনিন্দিত মধুর স্বরে এই গানটী বিনিসৃত হইল।

নয়নে নয়নে অতীব যতনে।
রাখি আশা, মন আশা, ভাল বাসি যেই জনে।
বিধি তায় চিরবাদী, তাই কাঁদি নিরবধি,
আশাহীন মনহীন বিকল পরাণে,
কাঁদি তবু থাকি ভাল, ভাবি সেত আছে ভাল
ভাল দেখি থাকি ভাল, পাই সুখ মনে।
আমি কার কে আমার ধাঁধাত গেলনা আর
স্বধু ভালবাসা সার উদাস পরাণে।

অঘোর। এ যে নূতন গান।

কুসুম। বড় পুরনো।

অঘোর। আমিত শুনিনি ?

কুসুম। শুনেছ, মনে নেই।

অঘোর বাবু তখন আবার গানটীকে মনে মনে আবৃত্তি করিলেন, গান শুনিবার সময় তাঁহার মন বড় উদাস হইয়াছিল, তিনি গানের কলিতে কলিতে কুসুমের চিত্র দেখিতে পাইতে ছিলেন, বস্তুতঃ প্রকৃতই গান শুনিবার কালে তাঁহার বড়ই অন্যমনস্ক জন্মিয়াছিল, সেই নিবিষ্টতায় দুই একবার তাঁহার তাল ভুল হইয়াছিল, কিন্তু তাহা গায়ীকা বা বাদক কাহারও কাণে লাগে নাই।

কুসুম হারমোনিয়াম ছাড়িয়া ব্যস্ত ভাবে অঘোর বাবুর নিকট আসিলেন, তাঁহার বক্ষে আপন মস্তকটী রক্ষিত করিয়া

ক্ষণেক বিস্ফারিত লোচনে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, যেন দেখিয়া আশা মিটে না, তাহাতে আবার থাকিয়া থাকিয়া অশ্রুনীর উছলিয়া উঠে; কিন্তু অঘোর বাবু তাহা দেখিতে পাইলেন না।

অঘোর বাবু বলিলেন "মদ খাবে?"

কুসুম। খাব।

অঘোর বাবু কুসুমকে মদ দিলেন, আপনিও দুই এক গ্লাস পান করিলেন।

কুসুম অঘোর বাবুকে বলিলেন "আর কেন রাত্ হয়েছে যাও, আমারও ঘুম পাচ্চে।"

অঘোর। ঘুম পায় নাই, আমাকে ওঠাবার চেষ্টা।

কুসুম অনেক কষ্টে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "না।"

অঘোর। তবে আসি।

কুসুম। এস।

অঘোর বাবু গাত্রোত্থান করিলেন, কিন্তু তাঁহার বদন প্রতি কুসুমের স্থির দৃষ্টি স্থিরসংলগ্ন রহিল। তিনি অনিমেষ লোচনে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

অঘোর বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "পাগলের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছ কেন?"

কুসুম বড় কষ্টে একটু হাসি হাসিয়া কহিলেন "দেখ্‌ব না।"

অঘোর বাবু পরিহাস করিয়া কহিলেন "তবে সাম্‌নে আরও খানিক ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি দেখ।"

কুসুম। হাঁ থাক।

অঘোর বাবু হাসিতে হাসিতে সত্য সত্যই ক্ষণেক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কুসুম পলকহীন নেত্রে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।

অঘোর বাবু কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইলেন। ক্রমে তাঁহার পদশব্দ অন্তর্হিত হইল। তখন কুসুম উদাস প্রাণে উপাধানে বদন ন্যস্ত করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। অঘোর বাবুর ফটো টীকে লইয়া অনেকক্ষণ তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, সেটীকে বক্ষে ধারণ করিলেন, চুম্বন করিলেন, তাহার পরে উঠিয়া নিবিষ্ট মনে কি লিখিতে বসিলেন, অনেক বার চক্ষু জলে প্লাবিত হইল, কাগজ ভিজিয়া গেল, কুসুম আবার লিখিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সকলের শেষ।

Thine is the adventure, thine the victory,
Well has thy fortune turned, the die for thee.

Dryden.

পর দিবস প্রাতঃকালে অঘোর বাবু গাত্রোত্থান করিয়াছেন মাত্র এমন সময়ে কুসুম কুমারীর দাসী আসিয়া তাঁহার হস্তে এক খানি পত্র দিল। মের লেখা।

গোলাপ পত্র খানি দেখিয়া মনে মনে চটিল, বলিল "আজ আবার যেতে বলেছে নাকি ?"

অঘোর বাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পত্রখানি পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার নয়ন যুগল দিয়া বেগভরে বারি পতিত হইতে লাগিল, তিনি সকল ভুলিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়া ফেলিলেন।

গোলাপ তখনও কোন ভাবার্থ বুঝেন নাই, সোৎসুক ভাবে বলিলেন "কি হয়েছে ?"

অঘোর বাবু তাঁহার কোন উত্তর না দিয়া পত্র খানি তাঁহার হস্তে দিলেন। গোলাপ সুন্দরী কম্পিত কলেবরে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন, পত্র খানি এই রূপ—

প্রাণাধিক অঘোর !

যদ্যপি ঘটনাময়ী নারী জীবন থাকে, তবে তাহা বেশ্যার। এই ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়া আজি অবধি যে কত ঘটনা, কত স্রোত, কত উত্তাল তরঙ্গ বহিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা হয় না,—লোকে সকলের যাতনা, সকলের দুঃখ বুঝে, কিন্তু বেশ্যায় বুঝেনা, তবে সে কথা বলিয়া কাজ কি ? লোকে বলে বেশ্যা ভাল বাসেনা, ভালবাসিতে জানেনা। আমিও পূর্ব্বে তাহাই ভাবিতাম, কিন্তু হাটাৎ তাহার পরিবর্ত্তন হইল, আমি আবার নূতন ঘটনা স্রোতে ভাসিলাম, তাইবলি বেশ্যা বুঝি মনের মত লোক পায়না বলিয়া ভালবাসেনা। সে যাহাই হউক সে কথায় কাজ নাই, এ সময়ে আর হৃদয়ে সে কথা পাড়িব না। তোমায় একটী কথা বলিতে আজি এই পত্র খানি লিখিলাম। অঘোর কিছু

মনে করিওনা ভাই, আজি জন্মের মত তোমার নিকট বিদায় লইতেছি। আমি মনে মনে বুঝিয়াছি যে তুমি তোমার স্ত্রীকে পাইয়া সুখী হইয়াছ, আমি বস্তুতই সে জন্য বড় সুখী, আর তুমি বিবাহ করিয়া সুখী হইবে বলিয়াই তোমাকে বিবাহ করিতে তত জেদ করিয়া ছিলাম। তোমার অতুল ভালবাসা একটী বেশ্যায় বর্ত্তিবে, ইহা আমি ভাল বুঝিনাই—আমার তৃপ্তি ও তোমার পরিতৃপ্তি ত এক বস্তু নয়, তাই তোমায় বিবাহ করিতে অত জেদ করিতাম।

প্রণয় দুই জনের প্রতি হয় না, তাই আজি আমি বিদায় লইলাম, তোমার সুখ দেখিয়া মরিতেছি ইহাই আমার অনন্ত সুখ। ঈশ্বরের নিকট এই আসন্ন সময়ে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন তোমাদের উভয়কে দীর্ঘজীবী করেন, তোমরা উভয়ে যেন অনন্ত প্রণয় সাগরে ভাসিতে থাক। আমি থাকিলে পাছে কখনও তোমাদের মানসিক বিকলতা হয়, সেই জন্য আমি চলিলাম, অন্য কোন কারণে নয়। আর আমিওত দুর্ব্বলা রমণী, যদি কখন মনে হিংসা হয়, তোমাদের সুখ মুহূর্ত্তের জন্যও ক্লেশ দায়ক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সে দুঃখ কি রাখিতে স্থান আছে?

তুমি যখন এ পত্র পাইবে, তখন আমি নাই জানিবে। রাত্রি একটার সময় এই পত্র খানি দাসীকে কল্য প্রাতে তোমায় দিতে বলিয়া গৃহের অর্গল বন্ধ করিলাম, জলন্ত বিষের বাটি সুধা বলিয়া পান করিলাম। যদ্যপি অন্যায় করিয়া থাকি ক্ষমা করিও, তোমা ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট আমার ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নাই। আর শেষ কথা আমার বিষয় সম্পত্তি সমস্তই

তোমার, তোমার বলিয়া গ্রহণ করিয়া এই অভাগিনীর প্রেতা-ত্মাকে সুখী করিও। ভগ্নী গোলাপ সুন্দরী আমার গহনা গুলি গ্রহণ করিলে, আমি নিশ্চয় জানি যে আমার প্রেতাত্মা নিতান্ত আহ্লাদিত হইবে।

তোমার চিরহিতাকাঙ্ক্ষিণী
অভাগিনী "কুসম।"

গোলাপ সজল নয়নে পত্র খানি পাঠান্তর একটী দীঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমি সয়তানী। কুসুম তোমার তুল্য স্বদয় রমণী মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ। কিন্তু বড় দুঃখ যে তোমায় ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতে শিখি নাই।"

স্বামীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "এখনি সেখানে যাও দেখ যদি এখনও জীবিতা থাকে।"

অঘোর বাবু গমনোদ্যত হইলে আবার বলিলেন "যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে আমাকে নিয়ে যেও।"

অঘোর বাবু তাহাতে সম্মত হইয়া চলিয়া গেলেন,—যাইয়া দেখেন গৃহের অর্গল বন্ধ, অনেক ডাকিলেন কোন উত্তর নাই, কত কাতর স্বরে ডাকিলেন, উত্তর নাই। তখন সজোরে দ্বারে পদাঘাত করিলেন, কাষ্ঠের দরজা সে বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, খুলিয়া গেল, তিনি সয্যা পার্শ্বে যাইয়া দেখিলেন কুসুম যেন নিদ্রিতা, সেই কোমল অধর প্রান্তে যেন হাসির রেখা রহি-

য়াছে। তাহাতে যেন কত শান্তি কত সুদ্ধি, কত পবিত্রতা,—কিন্তু সকলই শেষ হইয়াছে। তিনি অনেকক্ষণ শাশ্রু লোচনে সেই প্রাণ শূন্য কায়ার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই মায়া-ময়ী সংসার যেন অসার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চক্ষে যেন পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল।

সমাপ্ত।

চন্দ্রপ্রভা।

প্রথম খণ্ড।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

চেক্ত বরদার প্রান্তভাগস্থিত সভাসিংহের দুর্গ মধ্যস্থ একটী কক্ষ মধ্যে একটী পরম রূপবতী রমণী কর কপোলিত হইয়া বসিয়া আছেন। রমণীটীর বয়ঃক্রম আনুমানিক পঞ্চত্রিংশ বৎসরের মধ্যে। যদিও যৌবনের মধুময়ী লালিত্য তাঁহার সর্বাঙ্গে উছলিয়া উঠিতেছিল না, যদিও সেই মধুর বসন্তের সিত ছটায় নিশিথিনীর গাঢ় আবরণ মন্দ মন্দ অনুভূত হইতেছিল, তথাপি তাহার শোভার অভাব ছিল না। যদিও বক্ষভাব আপন পূর্ণোচ্ছ্বাসের মোহন শোভা সম্পাদন করিতেছিল না, তথাপি তাহাতে শোভার অভাব ছিল না। নাসা কর্ণ চক্ষু ওষ্ঠ প্রভৃতির সমাবেশ—তাঁহার অতুল সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। কিন্তু এত শোভার সামগ্রী সত্ত্বেও যেন আজি রমণীর সৌন্দর্য্য

নাই; সমস্ত সৌন্দর্য্যের—শোভা নাই, তেজ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, যেন তাহাতে কোন তস্কর কালিমা রাশি লেপিয়া দিয়াছে। রমণী চেতবরদার অধীশ্বর সভাসিংহের স্ত্রী, নাম সরলাসুন্দরী।

সরলা বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া আবার তদবস্থভাবে চিন্তা নিমগ্না হইলেন। যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী, যিনি স্বামী প্রণয়ের অধিকারিণী, যিনি পৌরজন কর্তৃক সম্মানিতা, একমাত্র প্রাণাধার দুহিতা কর্ত্তৃক পূজিতা, এ জগতে কি তাঁহার কোন দুঃখ আছে? কিন্তু কই এ সংসারের ত সে নিয়ম নয়, সুখে দুঃখ বিমিশ্রণ এক অদ্ভুত কৌশলে সম্পাদিত হইয়া থাকে, সে দুঃখের নিকট হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই, সে সুখ আপনা হইতে দুঃখ ডাকিয়া আনে। হাসিতে হাসিতে আপনা হইতে কাঁদিয়া ফেলে। এ জগতে চির সুখ কাহার আছে?

এই সময়ে সহসা সেই গৃহ মধ্যে সভাসিংহ প্রবেশ করিয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া কহিলেন "সরলা তুমি কাদ্‌চো?"

সরলা আত্ম সংযত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলেন, চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, "না" কিন্তু চক্ষু মানিল না, তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ব্যর্থ হইল, তিনি আকুল নয়নে কাঁদিলেন।

সভাসিংহের অচলহৃদয় টলিল, নয়ন ছল ছল করিল। তিনি তখন ধনুক ফেলিলেন, শরাশন দূরে নিক্ষেপ করিলেন, কোশস্থিত রত্ন খচিত ভীম করবালী নীরিহ ভাবে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিল। তিনি রমণীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "সরলা, সরলা।"—রমণী তখনও রোদন পরায়না।

সভাসিংহ সেই স্ফুরিত গোলাপী অধর চুম্বন করিয়া কহিলেন "যে হৃদয় নর শোনিত প্রবাহ দর্শনে টলেনা, শত্রু

আর্ত্তনাদে গলে না, তাহাও রমণী ক্রন্দনে কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু তোমার ন্যায় বীরনারীর কি স্বামীকে যুদ্ধ যাত্রার সময় কাঁদান উচিত ?"

সরলা। আজ ত নুতন নয়, এ জীবনে কত রণ দেখেছি, কত্ত আজ প্রাণ যেমন কর্‌ছে এমন ত আর কখন করেনি।

সভা। সরলা, মন কি সকল সময় সমান থাকে ?

সরলা। থাকেনা, কিন্তু এমন হয় না, বল্‌তে কি রহিম খাঁকে আমার বিশ্বাস হয় না।

সভা। সরলা, রহিম খাঁর সাহায্য আমি কেন নিয়েছি তাকি জান না ? ভারতে যবন আধিপত্য আর সহ্য হয় না, কণ্টক দ্বারা কণ্টক উন্মোচন করাই আমার অভিপ্রায়।

সরলা। সত্য, কিন্তু রহিম খাঁকে বিশ্বাস কি ? সে স্বজাতিয়ের রক্তপাত করিয়া সাধ করিয়া অধীনতার লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ হইতে চায়, তাহাকে বিশ্বাস কি ?

সভা। কার্য্য সিদ্ধিই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সরলা। তুমি সফল মনোরথ হও ইহা কাহার না ইচ্ছা, কিন্তু—

সভা। বল প্রিয়ে, বল, বল।

সরলা। মুখে আসে বলিতে পারিনা, আজ প্রতিক্ষণ যেন মহামায়ার ভ্রূকুটী ভঙ্গি দেখিতেছি—সতী তোমার পাপ প্রস্তাবে সম্মত হলনা বলে, কেন তাঁর বক্ষচ্ছেদন কর্‌লে, কেন মহামায়ার বিরাগ ভাজন হলে ? কেন সতীর দারুণ অভিসম্পাতের ভাগী হলে ?

সভা। আমি ঘোর অন্যায় করেছি, পশু অপেক্ষাও হেয় ব্যবহার করেছি, কিন্তু অনুতাপেরও ত ত্রুটী হয় নাই।

সরলা। অনুশোচনায় যে সে গুরুতর অপরাধের প্রায়-শ্চিত্ত আছে তা ত বোধ হয় না, মা মহামায়া ক্ষমা করুন, রক্ষা-করুন, কিন্তু বল্‌তে কি দেবীর দৈববাণীতে আমার বড় ভয় হয়েছে, তোমাকে আমার বিশ্বাস হয় না, কখন কি কর্‌তে কি কবে, এক ঘোর সর্ব্বনাশ কর্‌বে।

সভাসিংহ প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "সরলা, সে ভয় নাই— সেবার কি ভয়ঙ্কর উদ্বেগে যে সে কাজ করে ছিলাম তা বল্‌তে পারিনা। প্রিয়ে বলিতে কি সেই নৃশংস আচরণের দিন যখন দেবীকে প্রণাম করিতে যাই, তখন দেখি মহামায়ার বক্ষ রুধির ধারায় প্লাবিত, পয়োধর বিচ্ছিন্ন—সে ভীমাকৃতি মনে হইলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে—দেবী দৈববাণীতে বলিলেন—আর যদি কখন কুলস্ত্রীর মর্ম্মে ব্যথা দাও, এরূপ পশু ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমাকেও সতীর অভিসম্পাত মত দারুণ বক্ষ যাতনায় অস্থির হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে,—সবংশে নির্ব্বংশ হইবে, আমার আর ক্ষমা পাইবে না! ভবিষ্যতে সাবধান!"

এই পুরাতন কথাও আজি সরলার যেন নূতন বলিয়া বোধ হইল, হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, দারুণ তাপে কোমল মতী রমণীর কোমল হৃদয় গলিয়া গেল, চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "সতী মৃত্যু যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া কি ঘোর অভিসম্পাতই না করিয়াছেন, দেখিও নাথ যেন সে অভিশাপ ফলে না, দেখিও যেন সকল ভুলিও না, আমায় অকুল পাথারে ডুবাইও না। পরস্ত্রীর প্রতি লোভ করিও না। এ সংসারে তোমা-বই আর আমাদের কেহ নাই।"

সভা। সরলা, সে বিষয় আর তোমায় বলিতে হইবে না, সেই দিন হইতে আমার চক্ষু ফুটিয়াছে—সতীর মর্য্যাদা বুঝিয়াছি।

সরলা। ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন আর কি বলিব।

সভাসিংহ সেই বিষণ্ণ বদনী সরলার কোমল গণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন "চল প্রাণাধিকা চন্দ্রাকে দেখিতে যাই।"

উভয়েই চন্দ্রপ্রভার কক্ষে গেলেন, সভাসিংহ অনেক কষ্টে প্রাণাধিকা কন্যা চন্দ্রপ্রভাকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নূতনলোক।

বেলা অবসান প্রায়—সূর্য্যের স্তিমিত কিরণ বিশাল দামোদরের বিস্তৃত বক্ষে ক্রিড়া করিতেছে, শ্রাবণের প্রবল ধারায় নদীবক্ষ স্ফীত ও বিস্তৃত হইয়া আপন প্রখর প্রকোপে কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে, সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য, তাহাতে পূর্ব্ব দিবস প্রবল ঝটিকা হওয়ায় নদীর উভয় কূলস্থ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ছিন্ন ভিন্ন ভাবে ইতস্ততঃ নিপতিত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর ভাব আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। এমত সময়ে সভাসিংহ সসৈন্যে দামোদর তীরবর্ত্তী হইলেন, তখনই অসংখ্য তরণী সমূহ তাঁহার অগণীত সৈন্য মণ্ডলীকে পরপারে লইয়া যাইতে লাগিল। সভাসিংহ প্রফুল্ল চিত্তে রহিম খাঁয়ের সহিত ক্ষণেক সেই হর্ষোৎফুল্ল

সৈনিক দিগের প্রতি তাকাইয়া উভয়ে গাঢ় চিন্তা নিবিষ্ট হইলেন। উভয়ের আবার কি কথোপকথন হইল, পরক্ষণেই আবার উভয়েই হৃষ্টচিত্তে নদীবেলায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

উভয়ে পাদচরণ করিতেছেন, এমত সময়ে সভাসিংহ বিবসনা কর্দ্দমাক্ত কলেবরা একটী সযৌবনা সুন্দরীকে মৃতপ্রায় তীরবর্ত্তিনী দেখিয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব দিনের প্রবল ঝটিকায় যে তিনি জলমগ্না হইয়াছেন তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি অনেকক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে যুবতীর প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, বুঝিলেন, প্রাণবায়ু তখনও বহির্গত হয় নাই, অনেক সেব সুশ্রূষায় অনেকক্ষণ পরে যুবতীর জ্ঞানের সঞ্চার হইল, তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন।

যুবতী চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, তিনি একটী শিবিরাভ্যন্তরে রমণীয় শয্যায় শায়িত—মনে কি ভাবের উদয় হইল বলিতে পারি না—শিহরিয়া উঠিলেন। সভাসিংহ শিয়র দেশে উপবিষ্ট রহিয়া সুশ্রূসায় নিরত ছিলেন, বলিলেন "ভয় কি মা।"

যুবতী আশ্বাস বাক্যে অনেক সুস্থ হইলেন, কিন্তু তখন কথা কহিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং অগত্যা নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। তাঁহার সেই বিশাল বিস্তৃত চক্ষু যেন অবিরত কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল, সভাসিংহ বুঝিলেন যে তাঁহার সহিত যাঁহারা ছিলেন যুবতী তাঁহাদিগকেই খুঁজিতেছেন।

যুবতী অল্প সবল হইলে সভাসিংহ বলিলেন "আপনার সহিত কে ছিল?"

যুবতী। স্বামী। তিনি কোথায়?

সভা। তাঁহার এখনও কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

যুবতীর চক্ষু বহিয়া প্রবলবেগে বারি ধারা বহিল।

সভা। কাঁদিবেন না। আপনার শরীর এখনও বড় দুর্ব্বল।

যুবতী। আমাকে কেন বাঁচাইলেন?

সভা। তাঁহার সংবাদও সত্বর পাওয়া যাইবে।

যুবতী "আর——" এই কথাটী বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন. তাঁহার আর কথা বাহির হইল না। চক্ষু দিয়া আরও প্রবলতর অশ্রুস্রোত বহিল।

সভা। আর কেহ সঙ্গে ছিলেন?

যুবতী। না।

সভা। বাড়ী কোথায়?

যুবতী। কোথাও না, জমীদারের উৎপীড়নে দেশত্যাগী হইয়াছিলাম— পথে এই—

যুবতী বসনাঞ্চল দ্বারা বামকরে চক্ষের জল মুছিলেন, আর কথা ফুটিল না।

সভা। আপনার নাম কি?

যুবতী। সুগন্ধা।

সভা। আপনাদের আর কেহ নাই?

যুবতী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "না।"

সভা। আপনারা কোন জাতি।

যুবতী। ব্রাহ্মণ।

সভা। আপনার কোন ভয় নাই, আপনাকে আমি কন্যা নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিব। যেমন করিয়া পারি, আপনার স্বামীর সন্ধান করিব। আপনি আমার বাটীতে যান, আমার কন্যার নিকট থাকিবেন।

যুবতী সভা সিংহের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাহার পর দিবসই তাঁহাকে শিবিকা করিয়া চেত বরদায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

সুগন্ধা ও চন্দ্রপ্রভা।

চন্দ্রপ্রভা এখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র! কিন্তু এখনও অবিবাহিতা। চন্দ্রপ্রভা দুর্গ পার্শ্বস্থ একটী নির্জ্জন শিবমন্দিরে প্রত্যহ শিব পূজা করিতেন। বয়স্থারা বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, "ওলো চন্দ্রা, তোর হর পূজে বর মিল্‌বে ভাল।"

প্রায় পক্ষাতীত হইল চন্দ্রপ্রভা সুগন্ধাকে পাইয়াছেন। তিনি এই অল্প সময় মধ্যেই সুগন্ধা গত প্রাণা হইয়াছেন। সুগন্ধাকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না, সুগন্ধা এক দণ্ড কাছে না থাকিলে অস্থির হইয়া উঠেন।

আজি সেই নির্জ্জন শিবালয়ে উভয়ে উপস্থিত, উভয়েরই যৌবনকাল উপস্থিত, তবে চন্দ্রপ্রভার অঙ্গায়তনে মদন আপন রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী, সুগন্ধার দেহে তাঁহার দৃঢ়ীভূত রাজ্য বিস্তার প্রত্যক্ষ হইতেছে। সুগন্ধা সুন্দরী বটে,—সে সৌন্দর্য্য, চক্ষু ভরিয়া দেখিবার বস্তু বটে, কিন্তু চন্দ্রপ্রভার তুলনায় তাহা অতি সামান্য! অতি তুচ্ছ!

চন্দ্রপ্রভার রূপ বর্ণনার অবতারণা বিড়ম্বনামাত্র। যে রূপের মোহিনী চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে গেলে জ্ঞান থাকে না; সে চিত্রের সুষমা লেখনী মুখে বিবৃত করার প্রয়াস বড়ই অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং আমরা পাঠককে সে সৌন্দর্য্যের আভাস দিতে পারিলাম না। পাঠক তাহার কল্পনা করিতেও চেষ্টা করিবেন না।

চন্দ্রপ্রভা ও সুগন্ধার বড়ই সখিত্ব হইয়াছে। সুগন্ধাকে সকলেই ভালবাসে, বিশেষতঃ চন্দ্রপ্রভা।

চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, "আয় ভাই ফুল তুলি।"

সুগন্ধা। তুমি তোল, আমি তুল্‌ব না।

চন্দ্র। কেন?

সুগন্ধা। মিছে নষ্ট কর্‌ব কেন? যে দিন ঠাকুর জামাই হবে সে দিন ফুলের হাট বসাব।

চন্দ্র। আপনাকে দিয়ে নাকি?

সুগন্ধা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি আমি দুজনে থাকলে হাট বই কি?"

চন্দ্রপ্রভা হাসিয়া বলিলেন, "তুলি আয় না ভাই, কি জানি যদি সয়াই এসে পড়ে।"

সুগন্ধার চক্ষু সজল হইল।

চন্দ্র। তুই ভাই ভারি অকল্যাণ করিস্। কান্না কি, নিশ্চয়ই তাঁকে পাওয়া যাবে।

সুগন্ধা। মনে ত হয় না।

চন্দ্র। আমার খুব মনে হয়।

সুগন্ধা। ঈশ্বর করুন তাই হোক্।

চন্দ্রপ্রভা ফুল তুলিতে তুলিতে মৃদুস্বরে গাহিলেন,—

"বরষা সলিল মেখে, কাঁদিছ কুসুম কেন।
এখনি হাসিবে শশী, কেন লো বিষাদে হেন?
কেঁদনা কেঁদনা সই, বিনয়ে তোমারে কই
আসিয়ে প্রাণের অলি যতনে তুষিবে যেন।"

সুগন্ধা হাসিয়া কহিলেন "তোমারও আস্‌বে।"

চন্দ্র। আমার ত হয়নি।

সুগন্ধা। হবে ত।

চন্দ্র। তখন আস্‌বে বই কি?

সুগন্ধা। আমি বে-দখল কর্‌ব—রাগ্‌বে না ত?

চন্দ্রপ্রভা হাসিয়া কহিলেন, "কিছু না।"

এমত সময়ে সুগন্ধার দৃষ্টি মন্দির সম্মুখস্থ সরোবরের দিকে পড়িল, দেখিলেন দুইটী যুবক। দুইটীই সুন্দর, দুইটীই পরিপাটী। যুবক দ্বয় তখনও সুগন্ধা ও চন্দ্র প্রভাকে দেখিতে পান নাই। সুগন্ধা বয়ো জ্যেষ্ঠ যুবকটীর প্রতি ক্ষণেক নির্নিমেষ লোচনে তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, পদতল কেমন এক প্রকার ঝনুঝুনু করিয়া উঠিল, শরীর অবস ও অসাড় হইল। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, "কি?"

সুগন্ধার চটকা ভাঙ্গিল, ত্রস্তভাবে মুখ ফিরাইলেন, কহিলেন, "কিছু না,—পুকুর ধারে ওঁরা কে?"

তখন চন্দ্রপ্রভা যুবক দ্বয়কে দেখিলেন, তিনি এতক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখেন নাই, এমত সময়ে সুবেশ ধারী কনিষ্ঠ যুবকটীর চক্ষু চন্দ্রপ্রভার প্রতি পড়িল। তিনি ন্যায়ান্যায় ভুলিলেন, পরের দেবমন্দির সম্মুখস্থ অপরিচিত যুবতীকে দেখিয়া লজ্জিত

হইলেন না, এক দৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। চন্দ্রপ্রভার নয়ন নামিল; কিন্তু কথা সরিল না। যুবতী আর একবার যুবকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, চক্ষু কথা মানিল না। উভয় সখীতে তখন ধীর পাদ বিক্ষেপে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা সরিল না। উভয়েই যেন স্তম্ভিত। উভয়েই যেন বজ্রাহত!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরিবর্ত্তন।

সুগন্ধার মনোভাব অচিরে পরিবর্ত্তিত হইল, সে ক্ষণিক ভাবান্তরের কারণ কেহই উপলব্ধি করিতে পারিল না। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা তিনি এখন আরও প্রফুল্লা, তাঁহার শুষ্ক দেহতরু যেন সহসা সেই দিন হইতে মুঞ্জরিতে আরম্ভ করিল। সুগন্ধার হাসি খুসি বাড়িল। সুগন্ধার ভাবান্তর দেখিয়া চন্দ্রপ্রভা কতকটা বিস্মিত হইলেন, প্রাণসমা সুগন্ধার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেইদিন হইতে চন্দ্রপ্রভা আপন হৃদয় হারাইলেন, শান্তি বিসর্জ্জন দিলেন, যৌবনের প্রবলতর প্রথম অনুরাগ তাঁহার হৃদয় মধ্যে প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করিল, তিনি আপনা ভুলিলেন, আহার নিদ্রা পরিহার করিলেন. তদ্দর্শনে তাঁহার স্নেহময়ী জননী বিস্মিত হইলেন, কিন্তু সুগন্ধা গোপনে অধর টিপিয়া মৃদু হাসি হাসিলেন।

সন্ধ্যাকাল, আকাশ বেশ পরিচ্ছন্ন, প্রকৃতি শোভা অসীম, এমত সময়ে দুর্গ শিখরে চন্দ্রপ্রভা ও সুগন্ধা বিচরণ করিতেছিলেন, কিন্তু কাহারও মুখে কথা নাই, উভয়েই যেন আকাশে কত কি দেখিতেছেন, কিন্তু সেই বনবিহঙ্গিনীদিগের হৃদয় ভাব যদ্যপি কেহ বুঝিতেন তাহা হইলে তখনই সে ধারণা বিদূরিত হইত।

সুগন্ধা বলিলেন "সই হয়েছে কি?"

চন্দ্র। কই, কিছুইত নয়।

সুগন্ধা। নয় বই কি, সেই দিন থেকে তুমি যেন আর সে তুমি নও।

চন্দ্রপ্রভার বিষাদ মাখা অধর যুগলে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, তিনি কহিলেন, "ও আবার কি কথা।"

সুগন্ধা। সত্য কথা।

চন্দ্র। আমি ত কিছুই জানি না।

সুগন্ধা। তুমি জান না, কিন্তু সকলে কাণাকাণি করে। মা সে দিন তোমার কথা জিজ্ঞসা কর্‌ছিলেন।

চন্দ্রপ্রভা সোৎসুক ভাবে বলিলেন, "কি কথা?"

সুগন্ধা। তুমি দিন রাত মন মারা হয়ে কেন থাক তাই।

চন্দ্র। আমার মনের কি কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে বলে টের পাওয়া যায়?

সুগন্ধা। টের পাওয়া যায় না ত আমরা কি জ্যোতিষ শিখেছি।

চন্দ্রপ্রভা নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

সুগন্ধা। আমায় কেন বল না?

চন্দ্র। কি বল্‌ব?

সুগন্ধা। শিখিয়ে দেবো?—মরি মরি পেটে ক্ষিধে মুখে লাজে আর কলজ কি। তুমি বল না বল আমি কিন্তু সব্ জানি।

চন্দ্র। কি জান?

সুগন্ধা। বল্‌বো?

চন্দ্র। বলনা।

সুগন্ধা। মন মজেছে আর কি; তা কারো রয়ে মজে, তোমার একেবারে মজেছে।

চন্দ্র। তোমার যেমন কথা।

সুগন্ধা। আমার ঠিক কথা। সেই গৌরটীতে নয়?

চন্দ্র। গৌর আবার কি?

সুগন্ধা। দুটী বইত নয়—একটীর গৌর বরণ্, আর একটীর শ্যাম বরণ্।

চন্দ্রপ্রভা আবার নীরব হইলেন।

সুগন্ধা। কথা নেই যে?

চন্দ্র। আচ্ছা, তারা কে?

সুগন্ধা। আমার সব কথাই যদি মিছে তবে আর তাদের পরিচয়ে কাজ কি?

চন্দ্র। তবু।

সুগন্ধা। ওইত রোগের গোড়া।

চন্দ্র। বল না?

সুগন্ধা। তুমি আগে বল?

চন্দ্র। কি বল্‌বো?

সুগন্ধা। প্রাণ বেচেছ কি না।

চন্দ্র। বেচ্‌লে ত দাম নিতাম।

সুগন্ধা। তা বটে, তুমি বিলিয়েচ।

চন্দ্রপ্রভা নীরব হইয়া রহিলেন।

সুগন্ধা হাসিয়া বলিলেন "তবে কি এ মৌনীর কারণ সম্মতি লক্ষণং বলিয়া বুঝিব।"

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হাসিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

সুগন্ধা। তবে বলি?

চন্দ্র। বল।

সুগন্ধা। পাত্র ভাল।

চন্দ্র। কে?

সুগন্ধা। এক রাজা, আর মন্ত্রী—

চন্দ্র। কোথাকার?

সুগন্ধা। বিষ্ণুপুরের মহারাজা রঘুনাথ সিংহ।

চন্দ্রপ্রভার আর কথা বাহির হইল না, বাতাহত কদলী পত্রবৎ কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে পতিতা হইয়া মুর্চ্ছিতা হইলেন। সুগন্ধা কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা ও মোহাপনোদনে যথাবিহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০—

কারণ।

অনেকক্ষণ পরে চন্দ্রপ্রভার জ্ঞান সমাগত হইল। চন্দ্রপ্রভা ক্ষণেক সুগন্ধার বদন প্রতি স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় বহিয়া অবিরল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। চন্দ্রপ্রভাকে রোদন পরায়না দেখিয়া সুগন্ধারও চক্ষে জল আসিল সুগন্ধা চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "সই কেন কাঁদ?"

চন্দ্র। কেন কাঁদি?—সে অনেক কথা।

সুগন্ধা। কি, আমায় বল না।

চন্দ্র। বলে ফল নেই, আমি নিজেই না হয় কষ্ট পাই—তোমায় বলে কেন ক্লেশের ভাগিনী করবো।

সুগন্ধা। চন্দ্রা—সই বলো, আমার মাথাখাও বল।

চন্দ্র। সই, কেন তাঁকে দেখেছিলাম, কেন তাঁকে প্রাণ সমর্পণ করলাম।

সুগন্ধা। কেন, তায় দোষ কি, তিনি ত অবিবাহিত।

চন্দ্র। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ত আমার বিবাহ হবে না।

সুগন্ধা। কেন?

চন্দ্রপ্রভা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধা হইলেন। সুগন্ধা বলিলেন "আমায় বল, আমি তার উপায় করবো।"

চন্দ্র। পারবে না, সে তোমার সাধ্যাতীত।

সগন্ধা। আমি নিশ্চয় পারবো।

চন্দ্র। আর একবার মহারাজ চেত্ত বরদায় মৃগয়ায় এসে-ছিলেন, মা তাঁকে দেখে আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেবার কথা বাবার কাছে উত্থাপন করেন। বাবা বল্‌লেন, তা কখন হবে না, তা আমি প্রাণ থাকতে দেব না।

সুগন্ধা। কেন?

চন্দ্র। বাবা কাকার সঙ্গে মহারাজের ভগ্নীর বিবাহের প্রস্তাব করেন, তাহাতে মহারাজের বাপ অনেক উপহাস করে বলেছিলেন, সামান্য জমিদার হয়ে বিষ্ণুপুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করতে চায় এ বড় কম সাহসের কথা নয়। সেই পর্য্যন্ত বাবার রাগ।

সুগন্ধা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "বড় বিষম কথা বটে।"

চন্দ্রপ্রভা চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "তাই বলি, কেন তাঁকে দেখ্‌লাম, কেন না বুঝে তাঁকে প্রাণ দিলাম।"

সুগন্ধা। না বুঝে দিয়েছ, কিন্তু এখন ত বুঝ্‌তে পেরেছ, প্রাণ ফিরিয়ে নাও না কেন?

চন্দ্র। তা পারি কই।

সুগন্ধা। তবে সই ওকথা বল কেন? প্রাণ কি কারও মানা শুনে।

চন্দ্র। আমার কপাল মন্দ তাই এমন হল।

সুগন্ধা। ভাল মন্দ এখনি কিসে জান্‌লে?

চন্দ্র। আবার কি করে জান্‌তে হয়?

সুগন্ধা। তুমি মহারাজকে ভাল বেসেছ শুনলেও কি তোমার বাপ তাঁর সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন না?

চন্দ্র। না সই তুমি তাঁর প্রতীজ্ঞা যান না, তিনি একবার যা বলেন, কখন তার অন্যথা হয় না।

সুগন্ধা। আমি মাকে বল্‌ব ?

চন্দ্র। না।

সুগন্ধা। কেন ?

চন্দ্র। মিছে কেন তাঁকে কষ্ট, আর আমাকে লজ্জা দেবে।

সুগন্ধা। তবে উপায় ?

চন্দ্র। মরণ আর কি।

সুগন্ধা। তুমি মর্‌বে ?

চন্দ্র। মনের এত কষ্ট সহ্য কর্‌তে পারবো ?

সুগন্ধা। ইস্, আমি তোমায় মর্‌তে দেবো ?

চন্দ্র। প্রাণ ত কারও হাত ধরা নয়।

সুগন্ধা। উপায় হবেই হবে, ঈশ্বর কখনও তোমায় এত কষ্ট দেবেন না।

চন্দ্র। আমি ত হতাশ হয়েছি।

সুগন্ধা। সাধনার সিদ্ধি আছেই আছে।

চন্দ্রপ্রভা সে কথার কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু আপনা হইতে একটী দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইল।

সুগন্ধা বলিলেন "চল সই ছাতে যাই, এখন ও সকল ভাবনার সময় নয়, তোমার শরীর বড় অসুস্থ।"

চন্দ্রপ্রভা পুনরপি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "চল।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

বেলা অবসান প্রায়, এমত সময়ে বৰ্দ্ধমানের রাজপ্রাসাদের ত্রিতলের একটী কক্ষে একটী পঞ্চবিংশতি বর্ষিয় সুন্দর যুবা পুরুষ প্রবেশ করিলেন, যুবার মুখ ভাব গম্ভীর অথচ বিষাদ ব্যঞ্জক। দেখিলেই বোধ হয়, তিনি মৰ্ম্ম পীড়ার দারুণ বিষময় চক্রে নিষ্পেষিত হইতেছেন। সেই প্রফুল্ল সহাস্য অধর বিশুষ্ক, সুটানা নয়ন যুগল বিষাদময়—রমণীয় চিবুক যেন রক্ত-হীন, নয়ন নিম্নে যেন দুশ্চিন্তার গাঢ় মসিলেখা পরিদৃশ্যমান। যুবক যুদ্ধ সজ্জায় সুসজ্জিত। তিনি যে গৃহে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে একটী হৈম খট্টোপরি একটী সপ্তদশ বর্ষীয়া সুন্দরী নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া কি ভাবিতে ছিলেন। যুবক সমাগত হইবামাত্র তিনি গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুত পদে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন, ক্ষণেক সজল নয়নে তাঁহার বদন প্রতি তাকাইয়া থাকিয়া বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "নাথ, একি বেশ!"

যুবক। পিতা শত্রুব্যূহমধ্যে পতিত, আমি সেই ব্যূহ ভেদ করিতে যাইতেছি, ঈশ্বর করুন যেন পাষণ্ড সভাসিংহের দর্প চূর্ণ হয়, প্রিয়ে এসময়ে একবার হাসি মুখে বিদায় দাও।

যুবতী গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "মঙ্গলা মঙ্গল করুন, কিন্তু দাসীর একটী ভিক্ষা আছে।"

যুবক। জগত রায়ের অদেয় তোমায় কি আছে?

জগৎ রায় বৰ্দ্ধমানের যুবরাজ।

যুবতী। যদি থাকে?

জগৎ। এখনি দিব।

যুবতী। "সঙ্গে যুদ্ধে যাইব।

জগৎ। যুদ্ধ যদি কুসুম নিভ কোমল হইত তাহা হইলে যাইতে কখনও আপত্তি করিতাম না।

যুবতী সগর্ব্বে কহিলেন, "কবে দাসীকে কুসুম ভূষায় দেখিয়াছ? আমি ধাতুময় অলঙ্কারে কঠিন প্রস্তরের সমাবেশ দেখিতে ভালবাসি, আজি না হয় তাহাতে শোণিতের তরল বাহার দেখিব।

জগৎ রায় কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন "মনোরমে, আমি তোমার রণনিপুণতা দেখি নাই,—তোমায় যুদ্ধে লইয়া যাইতে সাহস হয় না।"

যুবতীর নাম মনোরমা। মনোরমা আবার বলিলেন, "ক্ষত্রিয়াণী কবে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, রাজ্য-রক্ষায় অসমর্থা?"

জগৎ। সত্য, কিন্তু পুরুষ থাকিতে রমণীর কি যুদ্ধে যাওয়া কর্ত্তব্য?—মনোরমে, আর বিলম্ব করিতে পারি না, আমায় বিদায় দাও।

মনোরমা আর কোন কথা কহিলেন না, যুবরাজ প্রেমভরে যুবতীকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই মনোহর ওষ্ঠ যুগলে একটী প্রগাঢ় চুম্বন করিয়া বিদায় হইলেন।

মনোরমা মনে মনে কহিলেন, "মা সর্ব্বমঙ্গলা, মঙ্গল কর মা।" কিন্তু চক্ষু মানিল না, স্খলিত শিশির সম্পাতের ন্যায় দুই চক্ষু বহিয়া মুক্তাহার ঝরিতে লাগিল, যুবতী অনেক চেষ্টাতেও তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০—

নানা কথা।

তখন মহা সংগ্রাম চলিতে ছিল, কত শত অশ্ব, কতশত হস্তি, কত শত যোদ্ধা কালের করাল কবলে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণরাম রায় অসীম সাহস সহকারে যুদ্ধ করিতেছেন,—এদিকে বীরোন্মত্ত সভাসিংহ, তদীয় ভ্রাতা হিমাত সিংহ ও রহিম খাঁ বীরদর্পে যেন মেদিনী গ্রাস করিতে উদ্যত; এমত সময়ে যুবরাজ জগৎ রায় সদর্পে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। বৰ্দ্ধমানাধিপতির সৈন্যগণের জয়োল্লাস, ক্ষণতরে পাঠান প্রবর রহিম খাঁ ও সভাসিংহের যুদ্ধ কৌশল দর্শনে ক্ষান্ত ছিল; যুবরাজ দর্শনে আবার তাহারা মহা উৎসাহ সহকারে বীরদর্পে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু নিয়তির গতি অখণ্ডনীয়, সহসা রাজা সভাসিংহের কৃপণাঘাতে মহারাজা কৃষ্ণরাম রায় ধরাশায়ী হইলেন, ক্ষণ পরে তাঁহার প্রাণবায়ু অনন্ত আকাশে মিশাইল, যুবরাজ তদ্দর্শনে ভগ্নোৎসাহ হইলেন, তাঁহার সৈন্যগণ নিরুদ্যম হইল, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া জগৎ রায় রণ ভঙ্গ দিয়া পলাইলেন।

যুবরাজ জগৎ রায় যখন অশ্বারোহণে পলাইতেছিলেন, তখন বিপক্ষের জয়োল্লাস তাঁহার হৃদয়ে যেন শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইতে ছিল। তিনি একবার পশ্চাৎ ফিরিলেন, দেখিলেন, শত্রুরা দ্রুতপদে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, তখন তিনি রাজকুলাঙ্গনা দিগের দশায় কি

হইবে তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইলেন, মনে মনে বলিলেন "হায় মনোরমে কেন তোমায় সঙ্গে আনি নাই।" আবার তখনি প্রাণসমা ভগ্নী রাজ কুমারীর বদন মাধুরী তাঁহার মানস পটে সমুদিত হইল, বলিলেন, "কি আমি জীবিত থাকিতে ভগিনীর দুর্দ্দশা দেখিব, স্ত্রীর লাঞ্ছনা সহ্য করিব, কখন না।" এই কথা বলিয়া অশ্বের গতি থামাইলেন, এমত সময়ে একটী সুন্দর অশ্বারোহণে একটী যোদ্ধৃপুরুষ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন " যুবরাজ থামিলেন যে ?

যুব। পুরবাসীগণকে উদ্ধার করিতে।

যোদ্ধৃ। তাহার এ সময় নয়।

যুব। কেন ?

যোদ্ধৃ। এখন রাজবাটী শত্রু হস্তে পতিত, আপনি কেন জীবন হারাইবেন।

যুব। তাহারা শত্রু হস্তে লাঞ্ছিত হইবে, তাহাই কি সহ্য করিতে হইবে ?

যোদ্ধৃ। আপনি একক তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবেন ?

যুব। প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

যোদ্ধৃ। ইহা উত্তম যুক্তি নয়, আপনি তাঁহাদিগের জন্য ভীত হইবেন না, ক্ষত্রীয় রমণীরা আর কিছু না পারুক, আত্ম রক্ষায় অক্ষম হইবে না।

যুব। আপনি কে ?

যোদ্ধৃ। আপনার মিত্র—কিন্তু এখন পরিচয় দিব না, জিজ্ঞাসাও করিবেন না।

যুব। এখন কি করিতে বলেন?

যোদ্ধ্। আপনি কোথায় যাইতেছিলেন?

যুব। ঢাকায়, সুবেদার এব্রাহিম খাঁর নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতে।

যোদ্ধ্। সেই উত্তম যুক্তি—শত্রু নাশ করুন, পরে নিশ্চয়ই আত্মীয় মিলন হইবে, এসময়ে তাঁহাদিগকে হৃদয় হইতে অপসারিত করুন। আর বিলম্ব করিবেন না। যাহাতে কুলগৌরব থাকে, তাহার চেষ্টা করুন।

যোদ্ধ্ পুরুষ আর কোন কথা না বলিয়া সহসা নিবীড় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবরাজ ক্ষণেক সেই সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত যোদ্ধ্পুরুষটীর কথা ভাবিলেন, মনে মনে বলিলেন, "আহা কথার স্বরটী কি মিষ্ট, যেন কঠোর ব্রতাবলম্বী যুদ্ধ ব্যবসায়ীর মত নয়।"

যুবরাজ আবার তখনি সে কথা ভুলিলেন, রুমালে চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন, "হায়, আমি কি হতভাগ্য, পিতার শব সৎকার করিতে পাইলাম না, আত্মীয় স্বজন, অধিক কি অসহায়া রমণীগণকেও ঘোর বিপদ সাগরে ভাসাইয়া প্রাণ ভয়ে পলাইতেছি" তাঁহার চক্ষু আরক্ত হইল, বজ্রমুষ্টিতে কোষস্থিত অসি নিষ্কোষিত করিয়া কহিলেন, "প্রাণ! প্রাণ ত তুচ্ছ পদার্থ, তবে কি আমি প্রাণ ভয়ে ভীত নহি—না না, কখন না, মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন, প্রতিহিংসাই আজ হইতে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। যে রাজধানী, যে স্বর্গ শ্রেষ্ঠ স্বদেশ ত্যাগ করিতে প্রাণ কাঁদিতেছে, হৃদয় বিকল হইতেছে, আজি ভিখারীর ন্যায় যাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম, যদি

কখন সেই দেশ আবার আমার হয়,যদি মাতৃ ভূমি, আবার অধম সন্তানকে তাঁহার কোমল ক্রোড়ে স্থান দেন, তবেই জীবন সার্থক হইবে,নতুবা এই শানিত অসিতে ইহা বিসর্জ্জন দিব।” এই বলিয়া তিনি অসি কোষ বদ্ধ করিয়া দ্রুত অশ্ব সঞ্চালন করিলেন,যাইবার কালে একবার সেই বনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুখের আশা।

বিষ্ণুপুরের এক প্রান্তভাগে এক দিবস দিবাবসানে মহারাজ রঘুনাথ সিংহ ও তাঁহার সখা রজনীকান্ত মৃদু পাদচারণে বিচরণ করিতে ছিলেন, সে স্থানটী বড়ই নির্জ্জন, তাহাতে আবার প্রকৃতি সতীর অতুল শোভায় সুশোভিত। উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ ভাবে পাদ চারণের পর মহারাজ কহিলেন, “সে সভাসিংহের কন্যা ব্যতীত আর কেহ নয়, অপরা তাহার কোন সখী হইবে।”

রজনী। তাহা নিশ্চয়।

মহা। আহা, একবার মাত্র নয়নে নয়নে মিলন হইয়াছিল, মরি মরি সে মিলন কত মধুর, কত সুখকর। ইচ্ছা করে, কেবল দিবা নিশি সেই নয়নে নয়ন মিলাইয়া রাখি।

রজনী। সে জন্য চিন্তা কেন, ইচ্ছা হয় তাহাকে বিবাহ করুন।

মহা। রজনী—সে যদি আমায় না ভালবাসিতে পারে, সে যদি আমার ন্যায় আর কাহাকেও আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকে, তবে কেন তাহাকে বিবাহ করিয়া আত্মসুখ হারাইব, আর তাহারও সমস্ত সুখ নষ্ট করিব।

তাঁহাদের এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে একটী যুবক তাঁহাদের কিঞ্চিৎ দূরে যেন বিশ্রাম করিতে উপবেশন করিয়া কক্ষমধ্য হইতে কতক গুলি চিত্রপট বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। যুবকটীর বয়ঃক্রম অনূ্যন ষোড়শ বৎসর, বদনে গুম্ফ বা শ্মশ্রুর রেখা মাত্র নাই, কিন্তু তাহা বড়ই সুললিত, বড়ই সুদৃশ্য, বড়ই সুন্দর!

মহারাজ কৌতূহল প্রযুক্ত যুবকটীর নিকট আসিয়া বলিলেন "তোমার বাড়ী কোথায়?"

যুবক। ইন্দাস।

মহা। কোথায় গিয়াছিলে?

যুবক। চেত বরদা।

মহা। কেন?

যুবক। আমি পটুয়ার কার্য্য করি, রাজকুমারীর একটী প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার এক সখী তাহা ক্রয় করিতে দিলেন না।

মহা। কেন?

যুবক। বলিলেন যে একমাস পূর্ব্বে রাজকুমারীর প্রতিমূর্ত্তি এই রূপ ছিল বটে, কিন্তু এখন আর সেরূপ নাই।

মহা। কেন?

যুবক। মহারাজ, রাজার ঘরের কথা আমি কিরূপ জানিব,

তবে শুনিলাম যে এক দিন সন্ধ্যার সময় শিব মন্দির হইতে আসিয়া পর্য্যন্ত ঐ রূপ হইয়াছে। আর সে সৌন্দর্য্য নাই, সে জ্যোতি নাই, সে লাবণ্য নাই, সে হাসিভরা মুখ নাই—চক্ষু সজল,—বদন বিরস। লোকে বড় ভয় পাইয়াছে, তাঁহার জীবন সংশয় প্রায়। জনরব যে, কাকে দেখে অবধি তাঁর এই দশা।

মহা। কাকে দেখে তা জান?

যুবক। আমি কি করে জান্‌ব মহারাজ!

মহা। রাজকুমারী কেন তাঁকে বিবাহ করেন না।

যুবক। সে আবার অনেক কথা।

মহা। কি?

যুবক। শুনিলাম রাজকুমারীর খুল্লতাত নাকি সেই লোকটীর ভগ্নীকে বিবাহ কর্‌তে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা দেন নাই, সেই জন্য তিনিও নাকি তাঁর সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দেবেন না। সেই শুনেই ত তিনি মৃতপ্রায় হয়েছেন, অধিক কি বিষপানে বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ কর্‌তেও প্রস্তুত। আত্মীয় স্বজন সশঙ্কিত হয়েছেন।

কথা শুনিতে শুনিতে মহারাজের বিশাল লোচনদ্বয় সজল হইল, তিনি একবার রজনীকান্তের দিকে তাকাইলেন। রজনীকান্ত মস্তক অবনত করিলেন। তখন রজনীকান্ত অনিমেষলোচনে সেই যুবকটীর বদন প্রতি তাকাইয়া ছিলেন, কত কি ভাবিতে ছিলেন, কিন্তু সে ভাবনা মহারাজ সম্বন্ধে নয়—এক এক বার চক্ষে জল আসিতে ছিল, তিনি অনেক কষ্টে তাহা দমন করিতেছিলেন, থাকিয়া থাকিয়া যেন কাহার

স্বর শুনিতেছি—দূরাগত প্রিয় জনের স্বর শুনিতেছি ভাবিয়া চমকিয়া উঠিতেছিলেন।

মহারাজ বলিলেন, "রাজকুমারীর চিত্র তোমার নিকট আছে ?"

"হাঁ আছে" বলিয়া যুবক একটী চিত্রপট মহারাজের হস্তে দিলেন।

মহারাজ অনেক ক্ষণ অনিমেষলোচনে কেবল সেই দিকেই তাকাইয়া রহিলেন, যেন এ পৃথিবীতে তাঁহার আর অস্তিত্ব নাই, যেন কোন সুখের রাজ্যে কোন সুখময় অপূর্ব্ব পদার্থ সন্দর্শন করিয়া জীবন মন পরিতৃপ্ত করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেই নয়নযুগল বহিয়া তপ্ত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, হৃদয় মধ্যে মহা তরঙ্গের বিশাল আন্দোলন হইতে লাগিল। তিনি সেই অপরিচিত যুবকের সম্মুখে আত্মসংযম করিতে অশেষ চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, আকুল ভাবে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, "এখানি আমি লইলাম।"

যুবক করযোড়ে কহিল "আমার সৌভাগ্য।"

মহারাজ আপন গলদেশ হইতে বহুমূল্য হিরণ্ময় হার খুলিয়া বলিলেন, "ইহাও ইহার উপযুক্ত মূল্য নয়।"

যুবক তাহা গ্রহণ করিয়া কহিল "মহারাজ, আমার একটী ভিক্ষা আছে।"

মহা। বল।

যুবক। আমরা পটুয়া—আপনার যদ্যপি এক খানি চিত্রপট দেন, তাহা হইলে সেইরূপ প্রস্তুত করিয় অনেক বেচিতে পারি এবং তাহাতে যথেষ্ট অর্থাগম হয়।

মহারাজ তাহাই দিতে স্বীকৃত হইয়া যুবককে সঙ্গে করিয়া প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সভাসিংহ।

যুবরাজ জগৎ রায় ঢাকার সুবেদারের শরণাপন্ন হইলেন, তিনি যশোহরের ফৌজদারকে তাঁহার সহিত বিদ্রোহ নিবারণার্থ পাঠাইলেন।

এদিকে রণবিজয়ী সভাসিংহ বর্দ্ধমানের রাজপারিবারিক মহিলাদিগের মধ্যে যাঁহাকে পাইলেন, তাঁহাকেই বন্দিনী করিয়া স্বয়ং বীরদর্পে হুগলী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার আদেশ মত রহিম খাঁ মুর্শিদাবাদ এবং হিমতসিংহ নদীয়া লুণ্ঠন করিতে যাত্রা করিলেন। সভাসিংহের বীরত্ব ও অত্যাচারে সকলে ত্রস্ত ও ভীত হইয়া, প্রাণপণ যত্নে আপনাপন মানমর্য্যাদা প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হুগলীর সন্নিকটে নবাব সেনার সহিত সভাসিংহের ঘোরতর যুদ্ধ হইল, কিন্তু সভ্যসিংহের বীরত্বের নিকট নবাব সেনা টিকিল না, সমুদ্রে তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া গেল। ফৌজদার পশ্চাৎপদ হইয়া হুগলীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাই শেষ নহে, সভাসিংহ সহজে ছাড়িলেন না, দুর্গ আক্রমণ করিলেন, তখন ফৌজদার সসৈন্যে দুর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, দুর্গ বিপক্ষ সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল।

উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগল সেনা চুঁচুড়াস্থ ওলন্দাজ-দিগের সাহায্যে আবার হুগলী দখল করিলেন, তখন বীরপ্রবর সভাসিংহ হুগলীর সন্নিহিত সপ্তগ্রামে আপন শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

সভাসিংহ ক্রমে ক্রমে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া উঠিলেন, চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সকল লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন, তাঁহার উগ্রভাব ক্রমশ ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইয়া উঠিল। এই আশু বিপদ হইতে আত্ম রক্ষার্থ ইংরাজেরা কলিকাতা হইতে, ফরাসীরা চন্দন নগর হইতে এবং ওলন্দাজেরা চুঁচুড়া হইতে আপনাপন স্থান সকল দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য নবাবের নিকট আবেদন করিলেন। নবাব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এই সুযোগে ইংরাজেরা মহা ব্যগ্রতা সহ অতি সত্বরে আপনাদের চিরবাঞ্ছিত অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ "ফোর্টউইলিয়ম" নামক দুর্গ নির্ম্মিত হইল। উপঢৌকন স্বরূপ চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াও যে কার্য্য সিদ্ধ করিতে কৃতকার্য্য হন নাই, আজি এই আশু বিপদ পাতে বিনা উপঢৌকনে অনায়াসে সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইলেন, ইংরাজের রাজলক্ষ্মী দূর হইতে অধর টিপিয়া হাসিলেন!

দশম পরিচ্ছেদ।

যোদ্ধৃপুরুষ।

সন্ধ্যার সময় যুবরাজ জগৎরায় অশ্বারোহণে চিন্তামগ্ন চিত্তে ভাগিরথীর উপকুলস্থ পথে একাকী পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময়ে সেই যোদ্ধৃবেশী যুবাপুরুষ—অর্থাৎ যাঁহার সহিত বৰ্দ্ধমা-নেরসমরের পর দেখা হয়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। যুবরাজ তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক নিভৃত কন্দরে যেন আনন্দ উথলিয়া উঠিল।

যোদ্ধৃপুরুষের সেই পূৰ্ব্ব বেশ, তাহাতে বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, সেই প্রশস্ত বক্ষে লৌহ সাঁজোয়া ঝকিতেছে। বদন মণ্ডল আচ্ছাদিত, মস্তকে শিরস্ত্রাণ, সেই সুন্দর অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ়াবস্থায় তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল।

যোদ্ধৃপুরুষ কহিলেন "কোন বিশেষ কার্য্যে আপনার নিকট আসিলাম।"

যুব। সুখের কথা, আদেশ করুন।

যোদ্ধৃ। সভাসিংহ আপনার ভগ্নীকে বন্দিনী করিয়াছেন।

যুব। আর—

যুবরাজের আর কথা ফুটিল না, চক্ষু সজল হইল। যোদ্ধৃ-পুরুষ বলিলেন "আপনার স্ত্রীর কথা বলিতেছেন?"

যুব। তাঁহার কোন সংবাদ জানেন?

যোদ্ধৃ। যুদ্ধের পর যে তিনি কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহ জানে না।

যুবরাজ সজল চক্ষে কহিলেন "তবে আর আমার মনোরমা নাই, মনোরমা—মনোরমা—"

যুবরাজ জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইতে ছিলেন এমত সময়ে তাঁহার সঙ্গী তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন "মহারাজ করেন কি?"

যুবরাজ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন "মনোরমা, যদি তোমায় না পাই তাহা হইলে এ প্রাণ আর রাখিব না, তোমা বিহনে আমি বাঁচিব না।" কোষস্থিত অসি বজ্র মুষ্টিতে ধরিয়া কহিলেন "সভাসিংহ, এই অসিতে তোমার পাপের প্রায়চিত্ত করিব, এই অসি তোমার রক্তে সন্তর্পণ করিবে, তাহার পর এ পাপ প্রাণ ত্যাগ করিব—মনোরমা—প্রাণাধিক মনোরমা, তোমা বিহনে আমি বাঁচিব না, প্রাণ শূন্য কায়া, নীর শূন্য মীন, বৃক্ষশূন্য পুষ্প—কখন থাকে না—কখন থাকে না।"

যোদ্ধৃ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ দাম্পত্য প্রণয় কি তাহা জানি না, সে যাহাই হউক আপনার মনোরমা কি বড় গুণবতী ছিলেন।"

যুব। ভাই—মনোরমার গুণের কথা কহিতেছ? সে গুণের কি সীমা ছিল, সে অনন্ত প্রণয়ের কি অবধি ছিল? মনোরমার কি তুলনা আছে!

যোদ্ধৃ। মহারাজ শুনিতে পাই সকলেই নাকি আপনাপন স্ত্রীকে অপূর্ব্ব গুণশালিনী দেখে। তবে কি এটা অন্ধ বিশ্বাস?

যুব। না ভাই তা নয়—অনেকের মনোমত স্ত্রী থাকিতে পারে, কিন্তু সে সকল স্ত্রীতে আর মনোরমাতে অনেক ভেদ।—লম্পটের অল্প প্রণয় সম্পন্না স্ত্রী ভাল লাগিতে পারে,

ভীরুর ভীরু স্ত্রী ভাল লাগে, কৃপণ কৃপণী ভাল বাসে, কামুকের কামবসা রমণী ভালবাসার পাত্রী; আপনাপন স্বভাবানুযায়ী স্ত্রী সকলে ভালবাসে, কিন্তু বীর পুরুষের, বীর হৃদয়ের, জ্ঞানীর, রসিকের, প্রেমিকের, যে কিরূপ স্ত্রী হওয়া আবশ্যক তাহা বুঝেন কি? সে রূপ লোকের মনোমত স্ত্রী কত তপস্যার ফল তাহা ভাবুন দেখি। আমার মনোরমা সেই স্ত্রী। আত্মশ্লাঘা করিলাম, মনে করিবেন না।

যোদ্ধৃ। মহারাজ তবে হতাশ হইবেন না, আপনার স্ত্রী যদি এত গুণান্বিতা হন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত মিলন অসম্ভব নহে।

যুব। কিন্তু এখন সময় মন্দ, কি হইবে কি জানি, নলরাজা সকল হারাইয়া স্ত্রীর সুখে সুখী ছিলেন, কিন্তু গ্রহ বৈগুণ্যে তাহা হইতেও বঞ্চিত হন।

যোদ্ধৃ। আবার ত মিলন হইয়াছিল।

যুব। গ্রহ শান্তিতে।

যোদ্ধৃ। আপনার গ্রহ কি চিরস্থায়ী?

যুবরাজ নীরব হইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।

যোদ্ধৃপুরুষ কহিলেন "কিছু মনে করিবেন না,—এক মনোরমার কথায় আমার কথাটা চাপা পড়িল না?"

যুবরাজ রুমালে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন "কি করিতে হইবে বলুন?"

যোদ্ধৃ। উদ্ধার।

যুব। চেষ্টা ত হইতেছে।

যোদ্ধৃ। সমরে?

যুব। আর উপায় কি ?

যোদ্ধৃ। যদি কৌশলে হয়।

যুবরাজের চক্ষু যেন আনন্দে হাসিয়া উঠিল, বলিলেন "হইবে ?"

যোদ্ধৃ। কেন হইবে না।

যুব। কখন ?

যোদ্ধৃ। এখনি, আমার সহিত আসুন।

যোদ্ধৃ পুরুষ অশ্ববক্ষে পদশ্চালনা করিলেন, অশ্ব ছুটিল, যুবরাজ জগৎরায় আশান্বিত চিত্তে কত কি ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কল্পনা।

পূর্ণিমা রজনী—রাত্রি প্রায় দশটা, এমত সময়ে সরস্বতীর তীরবর্ত্তী একটী নির্জ্জন স্থানে সন্নিবিষ্ট একটী শিবির মধ্যে একটী চতুর্দ্দশ বর্ষিয়া যুবতী কর কপোলিত হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি ভাবিতে ছিলেন, শিবিরের এক পার্শ্ব আলিঙ্গন করিয়া নাচিতে নাচিতে কলস্বনে পুণ্যপ্রবাহিণী সরস্বতী যেন সহস্র বাহু তুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া নাচিয়া প্রবাহিতা। দূরে কোথাও ঘন বৃক্ষাবলি, কোথাও আকাশ স্পর্শি তালবৃক্ষ, কোথাও শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মনোহর ধরাপৃষ্ঠ, সেই স্থানের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্যের নিরূপম শোভা পরিজ্ঞাত করিতে ছিল,। বৃক্ষে বৃক্ষে শাখায় শাখায় অসংখ্য জোনাকি মোহন রূপের উজ্জ্বল বিভায় সেই সেই স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে ছিল। কিন্তু প্রকৃতির এই অতুল সৌন্দর্য্য সেই নিরূপম রূপশালিনী রমণীর বিন্দু মাত্র মানসিক শান্তি প্রদান করিতে পারিতে ছিল না, সে হৃদয়ে তাহা ক্ষণেকও স্থান পাইতে ছিল না।

এখন যেখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ত্রিশ বিঘা রেলওয়ে ষ্টেশন, সেই স্থান হইতে সরস্বতীর তীর দেশ পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বস্থ বহুদূর ব্যাপি বিশাল ধরণী বক্ষ আচ্ছাদিত করিয়া সভাসিংহের অমিত তেজা সৈন্য দল আপনাপন শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। এবং যেখানে পুণ্য সলিলা সরস্বতীর উপর রেলওয়ে সেতু বিরাজ মান সেই স্থানের একটী নির্জ্জন স্থানে বর্দ্ধমানের রাজকুমারীকে কতিপয় প্রহরা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। বলিতে কি যুবতীর অপরূপ রূপ বিভা সভাসিংহের নয়ন ঝলসিয়া ছিল, তাঁহার রূপ লাবণ্যে সভাসিংহ আসক্ত হইলেন। যে সভাসিংহের অজেয় হৃদয় শত শত প্রবল শত্রুর সহিত ঘোরতর মহাসংগ্রামে পতিত হইয়া অস্থির হয় নাই, সে হৃদয় রাজনন্দিনীর মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে আকুল ও অবস হইয়া পড়িল। এখন সভাসিংহ ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য শূণ্য হইয়া কেবল সেই অপরূপ রূপ সাগরে নিমগ্ন। রাজনন্দিনী যেন তাঁহার হৃদয়াকাশের একমাত্র তারা, নিদ্রার সুখ স্বপ্ন, জাগ্রতের জ্ঞান আশার আকিঞ্চন, অহিকের সর্ব্বস্ব। কিন্তু আশা ত মিটেনা, রাজনন্দিনী ত পিতৃহন্তার কঠোর করে আপন প্রাণ মন সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু তা বলিয়া কি সভাসিংহ

তাহা ভুলিতে পারেন? যাহার প্রবল প্রতাপে শত শত মহারথী, শতশত প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা অবনত শিরে বশ্যতা স্বীকার করিলেন, আজি কিনা একজন সামান্য রমণী তাঁহাকে উপেক্ষা করে, তাঁহার হৃদয় মধ্যস্থ প্রজ্জ্বলিত প্রেম হুতাশন নির্ব্বাপিত করিতে চায় না, ইহা কি কম দুঃখ! ইহা কি কম যাতনা!

আজি আর সভাসিংহের ধৈর্য্য থাকে না, হৃদয় মানেনা, তিনি উন্মত্ত চিত্তে, রাজকুমারীর শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন, মনে মনে বলিলেন "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

যাইবার কালে হটাৎ একবার সভাসিংহের হৃদয় টলিল, পাদদ্বয় কাঁপিল, তালু শুকাইল, ভাবিলেন "আবার কি দেবীর কোপে পড়িব, দেবী বাক্য সফল হইবে, সবংশে বিনাশ হইব।" আবার ভাবিলেন "যাহার জীবনে আশার পরিতৃপ্তি নাই, তাহার জীবনে প্রয়োজন? প্রাণে আবশ্যক?" কিন্তু তখনই আবার কন্যার পবিত্র মুখারবিন্দ তাঁহার মানস পটে সমুদিত হইল, আবার থামিলেন, আবার কি ভাবিয়া বলিলেন "আমার ফল অপরে ভোগ করিবে বিধাতার এমন বিধি নয়।"

এতক্ষণে সকল বাধা বিপত্তি গেল, সভাসিংহ আশান্বিত চিত্তে আপন অভিলষিত স্থানে চলিলেন। সৈন্য শিবির হইতে রাজনন্দিনীকে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বলপ্রকাশের অভিলাষ—আজি সভাসিংহ তাহাও করিতে প্রস্তুত শত্রুপক্ষীয় নারী হরণ ও তাহাদিগের প্রতি বলপ্রকাশ করিতে ভগবান মনু মত দিয়াছেন, তবে এ শাস্ত্রিক মতের পোষকতা করিতে আজি সভাসিংহ কেন পশ্চাৎপদ হইবেন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কথোপকথন।

সভাসিংহ রাজকুমারীর শিবিরে আসিয়া দেখিলেন, তখনও তিনি গাঢ় চিন্তায় নিমগ্না, কিন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্র তিনি, চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আপনার কি আশা মিটেনা অত্যাচারের শেষ হয় না ?"

সভা। আমি ত কোন অত্যাচার করি নাই।

রাজকুমারী। পিতৃহত্যা, ভ্রাতা আত্মীয় স্বজন নির্ব্বাসন, বাকি কি ?

সভা। সে সকল রাজধর্ম্ম, কিন্তু তোমার প্রতি কি করিয়াছি ?

রাজকুমারী। বন্দিনী করিয়াছেন, হৃদয়ে তপ্ত লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়াছেন, আর কি করিবেন ?

সভা। সে সকল ভুলিয়া আমার প্রতি সদয় হও, আমি দিবা নিশি হৃদয়ে যে অসহ্য যাতনাকে পোষণ করিতেছি তাহার নিবৃত্তি কর। যদ্যপি তোমাকে না পাই তাহা হইলে আমার ধন যশ মান সম্পত্তি প্রতিপত্তি প্রভৃতি সমস্তই অসার হইবে। আমি একের বিহনে জগতের সকল সুখ হইতে বঞ্চিত হইব।

রাজকুমারী। আমি আপনার দুহিতা অপেক্ষাও বয়ো কনিষ্ঠা হইব, আমাকে এ সকল কথা বলিতে লজ্জা করে না ?

সভা। আমাকে লজ্জা দিও না, আমি তোমার জন্য উন্মত্ত

হইয়াছি, জ্ঞান হারাইয়াছি। আমাকে বিবাহ কর, আমার সকল জ্বালা নিবারণ কর।

রাজকুমারী। আপনি রাজা ধর্ম্মাধিকরণ হইয়া কি করিয়া আমাকে পিতৃহন্তার পাণিগ্রহণ করিতে বলেন তাহা বুঝিতে পারি না।

সভা। আমি অনেক সহ্য করিয়াছি কিন্তু আর পারি না, আজ আমার শেষ অনুনয়—রাজকুমারী, পায়ে ধরি আমার প্রতি প্রসন্না হও।

রাজকুমারী ত্রস্তভাবে নত জানু সভাসিংহের নিকট হইতে সরিয়া যাইয়া বলিলেন, "আপনি আবার পিতৃস্বরূপ, আমায় ত্যাগ করুন।"

সভা। আমি বধির,—তোমার অমৃতস্রাবী প্রণয়বাক্য ভিন্ন আর কিছুই আমার কর্ণস্পর্শ করে না।

রাজকুমারীর চক্ষু সজল ও অল্প রোষ কষায়িত হইল, বলিলেন, "ইহা আপনার মত লোকের উপযুক্ত কথ বটে!"

সভা। সে সকল বিচারের এ সময় নয়, আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

রাজকুমারী দম্ভ ও রোষ সহ কহিলেন, "আমি হইব না।

সভা। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া উত্তর দাও।

রাজকুমারী। ইহার বিবেচনা নাই।

সভা। ভাল হইবে না।

রাজকুমারী। যাহা করিবার তাহা করিয়াছেন, আর করিবেন?

সভা। সম্মতিতে কার্য্য সিদ্ধ না হইলে অসম্মতিতে সে কার্য্য সাধিত হইবে।

রাজকুমারীর মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, বক্ষ দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, জড়িতস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! আমায় ভাবিতে সময় দিন।"

সভা। কতক্ষণ?

রাজ। এক সপ্তাহ।

সভা। এক দণ্ডও না।

রাজ। ইহা কি উচিত কার্য্য?

সভা। যে তোমার ও বিধুবদন দেখিয়াছে, ঐ বদন সরসীর ফুল্ল নলিনী নয়ন দেখিয়াছে, তাহার নিকট আবার উচিত অনুচিত কি?

রাজ। সহায়হীনা অবলা বন্দিনীর প্রতি এরূপ পাশব ব্যবহারের কথা এই নূতন শুনিলাম, ক্ষত্র বংশে এমন কুলাঙ্গারের জন্ম হয় তাহাতে জানিতাম না।

সভাসিংহ হাসিয়া বলিলেন "প্রিয়ে ও মুখের তিরস্কার, বহু তপস্যার ফল,—একবার তোমায় বক্ষে ধরি এস।"

রাজকুমারী সরিয়া যাইয়া বলিলেন "সাবধান, এমন পাপ করিবেন না, আপনার সর্ব্বনাশ হইবে।"

সভাসিংহের হৃদয় কাঁপিল, রাজকুমারীর চক্ষের ভাব দেখিয়া হৃদয় টলিল, আবার ক্ষণেক পরে আত্মসম্বরণ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে রাজকুমারীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন আর উপায় নাই, সভাসিংহ সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, রাজকুমারী সজল চক্ষে মনে মনে বলিলেন "এত দিনে

সকল আশা নিষ্ফল হইল, এত করিয়াও আমার উদ্ধার সাধন হইল না।"

রাজকুমারী অনেকক্ষণ সেই পাশব প্রকৃতি সভাসিংহের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর উপায় নাই দেখিয়া, বসনাভ্যন্তর হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সভাসিংহের বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন, সভাসিংহের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে ধরাসায়ী হইলেন।

রাজকুমারী বলিলেন—"এই তোর উপযুক্ত প্রতিফল।"

সভাসিংহ অসহ্য যাতনায় অস্থির হইয়া বলিলেন "সয়তানি তুমিও নিশ্চয় ইহার প্রতিফল পাইবে।"

রাজ। কার সাধ্য ক্ষত্র কুলনারীর অঙ্গ স্পর্শ করে, এই দ্যাখ আমার সকল যন্ত্রণার অবসান করিলাম।"

এই বলিয়া সেই শাণিত ছুরিকা সজোরে আপন বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন,—অকালে ইহ সংসার একটী অপরূপ শোভার সামগ্রী হারাইল!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিষাদ।

রাজকুমারী আপন বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়াছেন মাত্র, এমত সময়ে যুবরাজ জগৎ রায় এবং সেই যোদ্ধৃ পুরুষটী তথায় উপস্থিত হইলেন।

যুবরাজকে দেখিয়া রাজকুমারীর সেই দারুণ মৃত্যু যাতনাও যেন অনেক নিবৃত্তি পাইল, তাঁহার সেই মনোহর ওষ্ঠ যুগলে মৃদু হাসি দেখা দিল, এই অন্তিম সময়ে ভ্রাতার সহিত সহসা মিলনে সে চক্ষে অশ্রুধারা বহিল না, সতী আপন সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে, ক্ষত্রকুলনারীর উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছে, ভ্রাতার নিকট অবনত শিরে কথা কহিবার উপায় রাখিয়াছে, ইহাই তাঁহার আনন্দ, এ আনন্দ, এ অতুল আনন্দ, তাঁহার হৃদয়ে ধরিতে ছিল না।

কিন্তু যুবরাজ আত্মসংযম করিতে পারিলেন না, ভগ্নীর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, তিনি সজল চক্ষে বলিলেন "এমন কাজ কেন করিলে, কেন আমায় এ নিদারুণ শোক দিলে ?"

রাজ। আমি উচিত কাজই করিয়াছি—ক্ষত্রকুলনারী স্বর্গীয় মহারাজের কন্যা, আপনার ভ্রাতা হইয়া পিতৃহন্তাকে বিবাহ করিব ?

যুবরাজ আহত সুভাসিংহের প্রতি একবার সক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

সভাসিংহ সদম্ভে কহিলেন "আজ কি সভাসিংহের কেহ নাই, শক্রর সম্মুখে এই ভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হইল।"

সে কথায় কেহ কোন উত্তর দিলেন না। যোদ্ধ পুরুষ রাজকুমারীকে সরোদনে কহিলেন "আজ তোমাকে উদ্ধারকরিব তাহা ত জান, তবে কেন এ কার্য্য করিলে ? আমার সকল উদ্যম, সকল যত্ন, সকল ক্লেশ, কেন ব্যর্থ করিলে ?"

রাজ। সত্য, কিন্তু আর সময় ছিল না, পশু বল প্রকাশে উদ্যত হইয়াছিল।—একটু জল দিতে পারেন ?

যুবরাজ তৎক্ষণাৎ স্বর্ণপাত্র পূর্ণ পানীয় তাঁহার অধরে ধরিলেন, যোদ্ধৃপুরুষ সভাসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি জল খাইবেন ?"

সভাসিংহ ভ্রূকুটী ভঙ্গি করিয়া কহিলেন "শত্রুর দয়ায় প্রাণ ধরিব। এক মুহূর্ত্তের জন্য !——সহস্র জন্ম হইলেও নয়।" মনে মনে বলিলেন "হা ঈশ্বর আমার বন্দী ভাবে মৃত্যু দিলে, আমি কি মূর্খ, এখানে কেন অধিক প্রহরী রাখি নাই।" সভাসিংহ আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন "আমার প্রহরীরা কোথায় ?"

যোদ্ধৃ। বদ্ধাবস্থায় বৃক্ষমূলে।

সভাসিংহ মনে মনে বলিলেন "আমিও তাই ভাবিয়াছিলাম" প্রকাশ্যে বলিলেন "সকলে ?"

যোদ্ধৃ। সকলে।

সভা। আপনি কে ?

যোদ্ধৃ। আপনার শত্রু।

সভা। আমার মৃত দেহের কি করিবেন ?

যোদ্ধৃ। আপনার আত্মীয়কে ডাকিয়া দিব।

সভাসিংহ নীরব হইলেন, আবার মনে মনে ভাবিলেন "এত দিনে দেবী বাক্য ফলিল।" ক্রমে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া উঠিল, দৃষ্টি লোপ পাইল, অমিততেজা বীরাগ্রগণ্য সভাসিংহ একটী কোমল করের ছুরিকাঘাতে ধরাসায়ী হইলেন, শত্রু পদতলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখনও রাজকুমারীর প্রাণবায়ু বহি-

গত হয় নাই। যুবরাজ বলিলেন "বাটীর আর সকলের কোন সংবাদ জান ?"

রাজ। কিছুনা, বউ কোথায় গেলেন তাহা জানিতেও পারিলাম না, তবে তিনি শত্রু হস্তে পড়েন নাই, ঐ মৃত পামর তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছে, কোথাও পায় নাই।

রাজকুমারের মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ে যেন সহসা দামিনী বিকাশ পাইল, বলিলেন "তবু ভাল।"

যোদ্ধ, পুরুষটী এতক্ষণ কোন কথাই কহেন নাই, তিনি কেবল এক দৃষ্টে রাজকুমারীর বদন প্রতি তাকাইয়া অঝোরে কাঁদিতে ছিলেন।

রাজকুমারী অনেক কষ্টে আবার বলিতে লাগিলেন "দাদা তেমন বউ আর হবেনা, তত মায়া, তত দয়া, তত স্নেহ, কখন দেখিনি,—আহা, আমাকে উদ্ধার কর্‌বার কত চেষ্টাই করে ছিল, বোধ হয় শত্রু আস্‌তে আর অল্প বিলম্ব হলে, আমাকে এরূপ ভাবে প্রাণ ত্যাগ করতে হ'ত না। তিনি পুণ্যবতী, তিনি ভালই আছেন।"

তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া প্রবল বেগে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, যোদ্ধ, পুরুষ আপন রুমাল দ্বারা তাঁহার চক্ষু জল মুছাইয়া দিলেন, ক্রমে ক্রমে রাজকুমারীর বাক্‌শক্তি লোপ পাইয়া আসিল, কিন্তু চক্ষু তখনও দৃষ্টি হীন হয় নাই—যুবক বলিলেন "যুবরাজ, আপনি একবার বাহিরে যাইবেন কি ?"

তিনি তাহার কোন কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেলেন। যোদ্ধ, পুরুষ তখন আপন বদনের আবরণী উন্মুক্ত করিলেন, কিন্তু রাজকুমারী তখনও তাঁহাকে ভাল করিয়া

চিনিতে পারিলেন না, বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে চাহিয়া রহিলেন, যোদ্ধৃ তখন স্বীয় উষ্ণীষ খুলিলেন। রাজকুমারী যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন, যেন কত কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, সেই চক্ষে, অধরে, বদনে যেত কত আহ্লাদের চিহ্ন দেখা দিল, যোদ্ধৃ পুরুষ আবার তৎক্ষণাৎ আপন মুখমণ্ডল অবরিত করিয়া উষ্ণীষ পরিলেন।

রাজকুমারী যোদ্ধৃ পুরুকে আপন বক্ষে টানিলেন, সেই অধরে চুম্বন করিলেন। এমত সময় যুবরাজ সেই শিবির মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। স্বীয় ভগ্নী পর পুরুষকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিতেছেন দেখিয়া তিনি কি ভাবিলেন বলিতে পারি না ; কিন্তু যুবক তৎক্ষণাৎ বলিলেন "কিছু মনে করিবেন না, যদি দিন পাই তবে আপনার মনের প্রশ্নের উত্তর দিব।"

যুবরাজ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কেন, পাঠক বলিতে পারেন কি ?

দেখিতে দেখিতে যুবকের ক্রোড়ে রাজকুমারী প্রাণত্যাগ করিলেন, যুবক অনেক ক্ষণ সেই প্রাণশূন্য কায়া ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, যুবরাজও নীরবে এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে যুবক কহিলেন "চলুন এখন রাজকুমারীর সৎকার করা যাউক।"

অনতিবিলম্বে বিচিত্র শিবিকা করিয়া তাঁহাকে ত্রিবেণীতে লইয়া যাওয়া হইল, যে শিবিকা তাঁহাকে বহন করিতে আসিয়াছিল, সেই শিবিকা তাঁহার মৃত দেহ সৎকারার্থ লইয়া গেল।

সভাসিংহের একজন প্রহরীকে মুক্ত করা হইল, সে তৎক্ষণাৎ এই নিদারুণ সংবাদ সৈন্য মধ্যে প্রচার করিল, সর্ব্বত্র মহা হুলস্থুল বাধিয়া গেল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অসংলগ্ন কথা।

সভাসিংহ যখন সপ্তগ্রামে শিবির সন্নিবেশ করিয়া তাঁহার আশা তরুমূলে বারি সিঞ্চন করিতে ছিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা হিম্মত সিংহ নদিয়া, এবং রহিম খাঁ মুর্শিদাবাদ আক্রমন করিতে গিয়াছিলেন, তাহা পাঠক অবগত আছেন। হিম্মতসিংহ ভ্রাতৃ বিয়োগ সংবাদ প্রাপ্তে রাজ্যাধিকার বাসনা ত্যাগ করিয়া নিতান্ত শোকাকুল চিত্তে তৎক্ষণাৎ স্বদেশ প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু রহিম খাঁ ফিরিলেন না।

হিম্মত সিংহ স্বদেশে আসিয়া দেখিলেন ভ্রাতৃজায়া সরলা পতিশোকে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, একমাত্র স্নেহময়ী ভ্রাতৃকন্যা চন্দ্রপ্রভাও পিতৃশোকে ম্রিয়মানা, তিনি তখন সকল ভুলিয়া কিসে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টায় নিরত হইলেন।

রহিম খাঁ অমীত তেজে বীর দর্পে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত সমস্ত পশ্চিম বাঙ্গালা অধিকার করিলেন। তাঁহার আশা লতা কতক পরিমাণে পুষ্পিত হইল দেখিয়া, তিনি আরও বীরদর্পে মাতিয়া উঠিলেন, তাঁহার প্রকৃতি আরও উগ্রস্বভাবাপন্ন হইয়া উঠিল।

এই ঘোরতর বিপদ দর্শনে দিল্লিশ্বর বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তা পরিবর্ত্তন করিলেন। এব্রাহিম খাঁর পরিবর্ত্তে আপন পৌত্র আজিজ ওসমানকে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে (১৬৯৭ খৃঃ। এব্রাহিমের অনৈক সাহসী পুত্র জবর্‌দস্ত খাঁ রাজমহলের নিকট রহিমখাঁকে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু রহিম ইহতেও একবারে নিরুদ্দম হয়েন নাই, তিনি আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সৌভাগ্য আর তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না, তিনি বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী একস্থানে ঘোরতর যুদ্ধে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত ও নিহত হইলেন। এই দৈব দুর্ব্বিপাকের সময় তাঁহার স্ত্রী ও অপরাপর আত্মীয়গণ আর উপায়ন্তর না দেখিয়া বিষ্ণুপুরের রাজার আশ্রয় গ্রহন করিলেন। আত্মীয়গণ মধ্যে দুই জনের নাম উল্লেখ যোগ্য—একজন তেলে খাঁ, অপর কালে খাঁ।

রহিম খাঁর স্ত্রী বড়ই সুন্দরী ছিলেন, তাঁহার অপরূপ রূপ লাবন্য দেখিয়া সকলে তাঁহাকে লালবাই বলিতেন। লালবাই বড়ই বুদ্ধিমতী ছিলেন। আজি সেই স্বামী হীনা লালবাই—সেই অমিততেজা, অসীম সহসী, রণ নিপুন পাঠাণ-মনমোহিনী লালবাই—আশ্রয় হীনা হইয়া বিদেশীয় রাজার স্মরণাপন্ন হইলেন। এ সংসারের ভাগ্য লিপির আমুল পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়—তাহার চঞ্চলপরিক্রমন শীল চক্রনেমী কখনও কাহাকে উর্দ্ধে তুলিয়া—শত সুর্য্যের প্রখর কিরণ জাল দেখায়; কখন বা নিম্নগামী হইয়া অনন্তপাতাল প্রদেশের প্রগাঢ় অন্ধকার দেখাইয়া হৃদয়কে ঘোর নিরাশ্বাসে দগ্ধ করে। আজি লালবাইয়ের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। এ চক্রনেমী কি আর উর্দ্ধে

উঠিবে না ? সুখে দুঃখ আসিল, কিন্তু দুঃখের পর কি আর সুখ আসিবে না ? পাঠক, এ কথার উত্তর দিতে পারেন কি ? কিন্তু আমরা বলি পতিহীনার আবার সুখ কল্পনা কি ?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাক্রমণ।

চেত বরদার দুর্গ দ্বারে আজি মহারাজ জগৎ রায়ের সৈন্য-বর্গ সম্মিলিত, আজি সভাসিংহের নিষ্ঠুর পাশব আচরণের সমুচিত প্রতিফল দিতে তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ। হিমাতসিংহ দৃঢ়-রূপে দুর্গ সংরক্ষণ করিতেন,—জগৎ রায় অশেষ চেষ্টা করিয়াও তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছেন না।

আজ পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া জগৎরায় চেত বরদার সুবিস্তৃত দুর্গ দ্বার অধিকার করিয়া আছেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই—যে আকাঙ্খায় তাঁহার জীবন দগ্ধ হইতে ছিল, আজি বুঝি তাহার সুসার হইবার উপায় হইল, সহসা যেন মেঘরাজি পরিষ্কৃত হইয়া নীলাকাশে শশধরের বিকাশ হইল।

দিবা দুই প্রহরের সময়ে অগণ্য সৈন্য সমাগম হইতে লাগিল, জগৎ রায় প্রথমত হিমাতসিংহের মৈত্রী সৈন্য ভাবিয়া ভীত হইলেন, কিন্তু সত্বর সে ভীতি বিদূরীত হইল। শুনিলেন বিষ্ণুপুরাধিপ রঘুনাথ সিংহ সসৈন্যে চেত বরদার দুর্গাধিকার করিতে সমাগত।

রঘুনাথসিংহ জগৎরায়ের সহায়তা করিবেন, এ কথাটা মহারাজের তত ভাল লাগিল না, তাঁহার হৃদয় প্রথমতঃ সন্দেহ দোলায় বিষম দোলায়িত হইল। কিন্তু অল্প ক্ষণ পরেই তাঁহার সে সন্দেহ অনেকটা গেল। মহারাজ রঘুনাথ সিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু তিনি সকল কথা স্পষ্ট বুঝিলেন না, তাঁহার উদ্দেশ্য কতক প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইল না।

জগৎরায় বলিলেন "আপনার সৈন্যেরা যোগ দিলে ভাল হয় না ?"

রঘু। আমি সম্মুখ যুদ্ধ করিব না, তবে গোপনে আপনার সহায়তা করিব।

জগৎ। এ রহস্যের তাৎপর্য্য কি ?

রঘু। রহস্য কিছুই নাই, ইহাই আমার অভিপ্রায়।

জগৎরায় চিন্তা মগ্ন হইলেন। মহারাজ রঘুনাথসিংহ বলিলেন "আপনার কোন চিন্তা নাই, আমার যে কথা সেই কাজ— আপনি নিঃসন্দিগ্ধ হৃদয়ে কার্য্য ক্ষেত্র দ্বিগুণ উৎসাহে অবতরণ করুন।"

জগৎরায় তাহাই করিলেন। স্নেহভরে মহারাজ রঘুনাথ সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া পুলকিত হইলেন, তাঁহার আগমন ঐশ্বরিক ঘটনা বলিয়া ভাবিলেন।

জগৎ রায় আজি পূজ্যপাদ পিতা ও স্নেহময়ী ভগিনী ধনে বঞ্চিত, প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পত্নী হইতে বিচ্ছিন্ন, ইহ জীবনে যে আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন সে আশা নাই— এ সকল প্রাণদাহী অনিষ্ট পাতের একমাত্র কারণ সত্তাসিংহ।

সেই সভাসিংহকে কলে বলে কৌশলে যথোচিত শাস্তি দিতে জগৎ রায়ের অন্তর্জ্বালা হইয়াছিল, কিন্তু সভাসিংহ তাহার উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিয়া ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেও, জগৎ রায়ের হৃদয়ে প্রতিহিংসার প্রচণ্ড বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। সে পাষণ্ডের পরিবার বর্গকে বিপদ জালে জড়িভূত করিতে তাহার হৃদয় উত্তেজিত। তাঁহার সহকারী হিমাতসিংহকে শাস্তি প্রদান করিতে প্রাণ একান্ত ইচ্ছুক। কিন্তু রঘুনাথ সিংহ কেন সসৈন্যে সমাগত? হিমতসিংহ বা সভাসিংহের পরিবারগণ কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন যে তাহার প্রতিবিধান করিতে তাঁহার সমাগম? তবে কি ইহার কোন উদ্দেশ্য নাই—সামান্য লোকও উদ্দেশ্য ভিন্ন কার্য্য করে না, কিন্তু রঘুনাথ সিংহ কি বিনা উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে সমাগত? ইহা অসম্ভব!

তবে কি চন্দ্রপ্রভা লাভই এই ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিবার বাসনা? রমণী লইয়া সমর আজি নূতন নহে—হায় রমণী, তোমার ঐ রূপে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় মোহিনী শক্তি আছে তাহা বলিতে পারি না। আজি সেই মোহিনীরূপ প্রভায় একটী বংশের কি ঘোরতর অনিষ্টপাতহইবে তাহা বলা যায় না। চিতোর সতী পদ্মিনীর জন্য চিতোর মরুভূমী হইয়াছে, আজ কি চন্দ্রপ্রভার জন্য সেই রূপ একটা বিভৎস কাণ্ড ঘটিবে? না না—তাহা হইবেন না। পদ্মিনী ত আলাউদ্দিনকে প্রাণ সমর্পণ করে নাই, কিন্তু চন্দ্রপ্রভা মহারাজ রঘুনাথকে প্রাণ সমর্পণ করিতে পাগলিনী!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাধিকার।

ঘোরা তিমিস্রা রজনী,—আকাশপটে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র স্থির দৃষ্টে ধরণী প্রতি তাকাইয়া আছে। চেত বরদার চতুঃপার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজি নীরব, একটী শাখাও নড়ে না, একটী পত্রও দোলে না, দুর্গবাসীগণ নীরব, কিন্তু কেহই অসতর্ক নহে। দুর্গদ্বারস্থ নহবৎ খানায় দ্বিপ্রাহরিক নহবৎ বাজিয়া গেল, এমত সময় দুর্গের উত্তরদিকস্থ প্রাচিরে বংশ সোপান সন্নিবিষ্ট করিয়া সৈন্য গণ উঠিতে লাগিল। দুটী একটী করিয়া প্রায় একশত সৈন্য উঠিয়া পড়িল, এমত সময় দুর্গ প্রহরীরা ভীম নাদে শত্রু সমাগম সঙ্কেত করিল। দেখিতে দেখিতে মহারাজ রঘুনাথ সিংহ ও জগৎ রায় প্রায় এক সহস্র সৈন্য সমেত দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এদিকে পিপিলিকা শ্রেণীবৎ সৈন্যশ্রেণী দুর্গ প্রাচিরে উঠিতে লাগিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল. হিমাত সিংহের ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্ন হইলেন; তিনি আর বিপক্ষের ঘোর প্রতাপের প্রতিদ্বন্দী হইতে পারিলেন না, তাঁহার সৈন্যগণ ছত্র ভঙ্গ দিল, দুর্গ দ্বার উন্মুক্ত হইল, রাশি রাশি সৈন্য তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল, হতভাগ্য হিমাত সিংহ ঘোর তর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় নিহত হইলেন।

রাজার পতন দেখিয়া সৈন্যবর্গ আর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারিল না,—তাহারা আর যুদ্ধ করিল না, দুর্গ বিপক্ষদল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। সেই ঘোর কোলাহল—মহা হুলস্থুলের সময় মহারাজ রঘুনাথ সিংহ বজ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন "সৈন্যগণ সাবধান, যেন কাহারও প্রতি অত্যাচার না হয়, যেন কোন রমণীর কেশাগ্রও ছিন্ন হয় না।"

তখন মহারাজ রঘুনাথ ও জগত রায় দুর্গাবরোধ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জগৎ রায় সভাসিংহের পরিবার বর্গকে বন্দি করিতে ধাবিত হইলেন। এত দিনে তাঁহার হীনপ্রভ বদন মণ্ডল প্রভাময় হইল।—তাঁহার পূর্ব্ব যাতনা, কতক পরিমাণে অপসৃত হইল। তিনি যেন সংসারে আবার নূতন জীবন পাইলেন, ইহ সংসারের শোক তাপ জরা বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু মহারাজ রঘুনাথের সে আনন্দ হইল না কেন? তাঁহার হৃদয় কাঁপিতেছে কেন? বক্ষ দুর্‌ দুর্‌ করিতেছে কেন? তাঁহার কষ্ট কল্পনা—দুরাশার সিদ্ধি হইল বটে, কিন্তু হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হইল না কেন? তিনি দ্রুত পাদ বিক্ষেপে ত্রস্তভাবে দুর্গ মধ্যস্থ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আশা ভরসা ভয় নৈরাশ্য সমভাবে তাঁহার সেই আন্দোলিত হৃদয় মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাৎ।

শত্রু কর্ত্তৃক দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে, এই হৃদয় বিদারী সংবাদ দুর্গ মধ্যে প্রচারিত হইবা মাত্র তথায় যে কি প্রকার হুলস্থূল বাধিয়া উঠিল তাহা বলা যায় না। রমণীগণ আপনাপন সতীত্ব রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল, কেহ সরোবরে আত্ম-নিমর্জ্জন করিল, কেহ বা দুর্গের উচ্চ শিখর হইতে, নিপতিতা হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল। এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা সুগন্ধাসহ উপবিষ্টা হইয়া গাঢ় চিন্তান্বিতা ছিলেন। তাঁহারা কিসে ত্রাণ পাইবেন,

তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন শত্রু সৈন্য উপরে উঠিতেছে, তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া ছাদ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে সংকল্প করিয়া ছুটিলেন, কিন্তু কামনা সফল হইল না। কে তীর বেগে আসিয়া চন্দ্রপ্রভার পাদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "চন্দ্রা, চন্দ্রা, আত্মহত্যা করিও না, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবার নয়।"

চন্দ্রপ্রভার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, পদদ্বয় কাঁপিয়া উঠিল, বক্ষ দূর্‌ দূর্‌ করিতে লাগিল, চক্ষে আকাশ মেদিনী যেন ঘুরিয়া উঠিল,—তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন বলিয়া বোধ হইল, ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁহার জ্ঞানাপনোদন হইল, তিনি সংজ্ঞা শূন্যা হইয়া পাড়িলেন। মহারাজ তাঁহাকে কোলে করিয়া বলিলেন "জল, জল, এখানে জল নাই ?"

সুগন্ধা অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিলেন, এতক্ষণে যেন কতকটা জ্ঞান হইল, তিনি ছুটিয়া গিয়া অনতি বিলম্বে জল লইয়া উপস্থিত হইলেন, মহারাজ রঘুনাথ সিংহ চন্দ্রপ্রভার সেই সরোজ বদনে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। সুগন্ধা আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে চন্দ্রপ্রভার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। মহারাজ রঘুনাথ সিংহ তাঁহাকে একটী শয্যায় শয়ন করাইয়া সেই কক্ষ দ্বারে দুই জন বিশ্বাসী প্রহরী রাখিয়া আপনি অন্যত্র গমন করিলেন। তখন শত্রুহস্তে নিপতিতা, বন্দিনী চন্দ্রপ্রভা সুগন্ধার গলদেশ ধরিয়া আকুল হৃদয়ে—উদাস প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন।

মহারাজ রঘুনাথ সিংহ দুর্গমধ্যস্থ অপরাপর পুরস্ত্রীগণের

অনুসন্ধান করিতে চলিলেন, কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় উলিল; প্রাণ কাঁদিল; সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। দেখিলেন রমণীর মৃত দেহের স্তূপ হইয়াছে। সে দুর্গমধ্যে এক চন্দ্রপ্রভা ও সুগন্ধা ব্যতীত অপর কেহই নাই,—সভা-সিংহের বংশে তাঁহার একমাত্র কন্যা ব্যতীত আর সকলে কালের করাল কবলে একে একে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রপ্রভা ও সুগন্ধা।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখনও রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভা নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্টা, সখী সুগন্ধাও তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, প্রহরীগণ সতর্কতার সহিত দ্বার রক্ষা করিতেছে। চন্দ্রপ্রভা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "সখি এমন কপালও করেছিলাম।"

সুগন্ধা। রাজসংসারে এ নূতন ঘটনা নয়, এরূপ কত হইতেছে।

চন্দ্রপ্রভা বলিলেন "আমার মতে রাজ কন্যা হওয়া অপেক্ষা ভিখারীর কন্যা হওয়া ভাল।"

সুগন্ধা। ভাল মন্দ সকল অবস্থাতেই আছে।

চন্দ্র। এত নয়, সে যাহা হউক আমরা ত বন্দিনী।

সুগন্ধা। আপাততঃ বটে।

চন্দ্র। পরিণামে কি আছে তা কে জানে। খুড়ীমার সঙ্গে যদি

মর‍্তে পার‍্তাম তা হলে সকল যন্ত্রণার শেষ হ'ত। আমি বড় হতভাগিনী, আমার কপালে যে আরও কত দুঃখ আছে তা কে জানে।

সুগন্ধা। কেন সখি, ওকথা কেন?

চন্দ্র। মহারাজা জগৎ রায় ত বিবাহিত।

সুগন্ধা। না রাজপুত্রী তিনি জগৎ রায় নহেন, তিনি নিশ্চয়ই মহারাজ রঘুনাথ সিংহ।

চন্দ্র। তবে তিনিই কি যুদ্ধ কর‍্ছিলেন?

সুগন্ধা। তা জানি না, কিন্তু তিনি যে বিষ্ণুপুরাধিপতি তাতে সন্দেহ নাই।

চন্দ্র। না সখি তোমার ভ্রম হয়েছে।

সুগন্ধা মনে মনে ভাবিলেন "হইতেও পারে, তিনি হয় ত সে সময় বিষ্ণুপুরে ছিলেন।" কিন্তু তাঁহার সে সন্দেহের কথা চন্দ্রপ্রভাকে কহিলেন না। বলিলেন "না না।"

চন্দ্র। নিশ্চয় ভ্রম।

সুগন্ধা। মহারাজ জগৎরায় বিবাহিত তাহা ঠিক জান?

চন্দ্র। ঠিক জানি।

সুগন্ধা। পুরুষের কি দুই বিবাহ থাকে না।

চন্দ্র। না সুগন্ধা, আপনার সুখের আশায় পরের সুখ নষ্ট কর‍্ব? আর তিনি বিবাহই বা কর‍্বেন কেন?

সুগন্ধা। কর‍্বেন তা ঠিক জানি, আর বোধ হয় তোমার আশাতেই এই যুদ্ধ।

চন্দ্রপ্রভা সজল চক্ষে বলিলেন "তবে আমিই কি এ সকল অনিষ্টের কারণ?"

সুগন্ধা। তুমি কেন?

চন্দ্র। তবে কে?

সুগন্ধা। ভবিতব্যতা।

এমত সময়ে সহসা সেই কক্ষ মধ্যে মহারাজ রঘুনাথ সিংহ প্রবেশ করিলেন, যুবতীদ্বয় নিস্তব্ধ হইলেন। মহারাজ কহিলেন "রাজকুমারী, আমায় এই সকল অনিষ্টের মূল ভাবিয়া আপন সরল হৃদয়ে ঘৃণাকে আশ্রয় দিবেন না।"

রাজকুমারী কোন কথা কহিলেন না. সুগন্ধা বলিলেন "কেন?"

রঘু। আমি আপনাদের শত্রু নহি, মিত্র। মহারাজ জগৎ রায় দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন শুনিয়া আমি সসৈন্যে এখানে আসি. আপনাদের প্রতি অত্যাচার না হয়. সেই উদ্দেশেই আমার আগমন।

চন্দ্রপ্রভার বিরস বদন যেন সহসা উৎফুল্ল হইল. তিনি অপাঙ্গে মহারাজের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

সুগন্ধা। তবে আমরা বন্দিনী নই।

রঘু। না।

সুগন্ধা। কোন আদেশ আছে কি?

রঘু। কোন আদেশ নাই, ভিক্ষা আছে।

সুগন্ধা। অনুমতি করুন।

রঘু। রাজকুমারী আপনার কে?

সুগন্ধা। সখি।

রঘু। উত্তম, আপনার সখিকে জিজ্ঞাসা করুন. তাঁহার আর আমার প্রতি কোন দ্বেষ আছে কি না?

সুগন্ধা। আমি জানি বিন্দুমাত্র না।

রঘু। স্নেহ?

সুগন্ধা। সম্ভবতঃ।

রঘু। বিষ্ণুপুরে যাইতে আপত্তি আছে কি?

সুগন্ধা। উঁনি যদ্যপি বন্দিনী না হন, তবে পিতৃরাজ্য ছাড়িয়া কেন পর প্রত্যাশিনী হইবেন?

রঘু। আমি সে জন্য বলি নাই, আমায় শীঘ্র দেশে যাইতে হইবে, কিন্তু এ গোলযোগের সময় আপনাদিগকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইব?

এমত সময়ে বহির্দ্দেশ হইতে কে বলিল "মহারাজ একটী কথা আছে।"

রঘু। কে, রজনী?

উত্তর। হাঁ মহারাজ।

রঘু। তোমার এখানে আসিতে আপত্তি নাই।

সুগন্ধার আর বাক্ সরিল না, সহসা অবগুণ্ঠন দিল। রজনীকান্ত কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজকুমারী লোক-টীকে চিনিলেন, মহারাজের সহিত তাঁহাকে শিবমন্দিরের সম্মুখে দেখিয়াছিলেন বলিয়া স্মরণ হইল।

রঘুনাথসিংহ সুগন্ধাকে বলিলেন "ইহাঁকে অত লজ্জা করিতে হইবে না, ইনি অতি ভদ্র ও সৎ প্রকৃতির লোক।" রাজকুমারী দিকে ফিরিয়া কহিলেন "আপনার সখীর নামটী কি?"

রাজকুমারী মৃদুস্বরে কহিলেন "সুগন্ধা।"

কক্ষমধ্যে যেন সহসা বিদ্যুৎ চমকিল বলিয়া রজনীকান্তের

ধারণা হইল, তিনি একবার সেই অবগুণ্ঠনবতীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া একবারে যাইয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "সুগন্ধা, সুগন্ধা আমার সুগন্ধা।"

সুগন্ধার চক্ষে জল আসিল, সকলে অবাক্ হইলেন।

ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ।

হারাধন।

রজনীকান্ত মহারাজ রঘুনাথ সিংহকে কহিলেন "মহারাজ আপনাকে ইনিই রাজকুমারীর চিত্রপট বিক্রয় করিয়াছিলেন, ইনিই সেই ছদ্মবেশী যুবক। আমি তখন চিনিতে পারি নাই, কিন্তু সন্দেহ হইয়াছিল।"

মহারাজ বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে কহিলেন "ঠিক।"

রজনী। সুগন্ধা, আমার অনুসন্ধান পাইয়াও কেন আমায় পরিচয় দাও নাই—কেন আমায় এত ক্লেশ দিলে? আমি কি অপরাধ করিয়া ছিলাম?

সুগন্ধা। চিনিতে পার নাই কেন?

রজনী। সেই লঘু পাপে এত গুরুদণ্ড।

সুগন্ধা। আর একটী কারণ ছিল।

রজনী। কি?

সুগন্ধা। বিবাহ কর কি না জানবার জন্য।

রজনী। আমি তোমায় হারিয়ে আবার বিবাহ করব এ ধারণা হয়ে ছিল?

সুগন্ধা। সম্পূর্ণ হয়ে ছিল।

রজনী। কিসে?

সুগন্ধ। যে স্বামী আপন স্ত্রীকে চিন্‌তে পারে না তার অসাধ্য কাজ আছে কি?

রঘুনাথ সিংহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন "সুগান্ধা, তুমি ঠিক্ বলেছ।"

রজনী। মহারাজ মনসাকে আর ধূনার গন্ধ কেন দেন?

সুগন্ধা। উঁনিত অন্যায় বলেন নি।

রজনী। মহারাজও খুব চিনে ছিলেন।

সুগন্ধ। উনিত আমায় আর কখন দেখেন নি যে চিন্‌বেন। যাকে দেখে ছিলেন, তাকে ত বেশ চিনেছেন।

মহারাজ হাসিয়া কহিলেন "আমি আর কোন কথা কব না. আমায় আর জড়িও না।"

সুগন্ধ। না মহারাজ, কাহাকেও জড়াই নি।

রজনী। তবে বল?

সুগন্ধা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "সে অনেক কথা।"

রজনী। একটুও শুনিতে পাইব না?

সুগন্ধা। পাইবে।

রজনী। বল।

সুগন্ধ। আমার প্রতিজ্ঞা ছিল।

রজনী। এখন প্রতিজ্ঞা পুরয়াছে?

সুগন্ধ। কতক।

রজনী। কি প্রতিজ্ঞা?

সুগন্ধা। সখীর বিবাহ না হইলে তোমায় আত্ম পরিচয় দিবনা।

রজনী। আর কি,—বিবাহ ত হইলেই হয়।

রাজকুমারী অধোবদন হইলেন, মহারাজও ঈষৎ হাসিলেন।

সুগন্ধা বলিলেন "প্রায় বটে।"

মহারাজ কহিলেন "সুগন্ধা তোমার পূজ্যপাদ স্বামী আমার প্রাণাধিক বন্ধু, আজ হইতে তুমি আমারও সখী।"

সুগন্ধা মৃদু হাসিয়া কহিলেন "আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখান হইল, কিন্তু আমার সখী আপনার কে হইলেন?"

রঘু। সুগন্ধা, মায়াবিনী, আবার এ প্রশ্ন করিতেছ? তুমি কি আমার হৃদয় জাননা, আমি দিবা নিশি যে অসীম উৎকণ্ঠা সহ্য করিয়াছি. তাহা না জানিলেও আর জানিতে বাকি থাকিবে না।"

সুগন্ধ। একা নয়।

রঘু। বড় সুখের কথা।

সুগন্ধ। দুঃখের পর সুখ বড় মিষ্ট।

রঘু। সকলই তোমার প্রসাদে।

সুগন্ধা। ও কথা কি বলিতে আছে।

রঘু। না সুগন্ধা এ জীবনে তোমার ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না।

সুগন্ধ। আমি কোন উপকার করি নাই, আর আমার কি সাধ্য যে আপনার ন্যায় লোকের উপকার করি—তবে আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, আপনারই অনুগ্রহে আজি আমার জীবন সর্ব্বস্বকে পাইলাম।

মহারাজ মৃদু হাসিয়া কহিলেন "আমিও কি পাইলাম না?"

সুগন্ধা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "পাইলেন বইকি, এখন আপনার পাহারা তুলুন, আমায় ছাড়ুন, আমি ফুল তুলে আনি।"

মহারাজ। কেন?

সুগন্ধ। আশ্চর্য বিবাহটা নিজে দেন না?

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হাসিয়া গোপনে সুগন্ধার অঙ্গ টিপিলেন। সুগন্ধা আবার হাসিতে হাসিতে কহিলেন "গা টিপ্‌চ কেন?"

চন্দ্রপ্রভা মৃদুস্বরে কহিলেন "দূর্ পোড়ার মুখী।"

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

সুগন্ধা প্রস্থান করিলে রজনীকান্ত বলিলেন "মহারাজ জগৎ রায় স্বদেশ যাত্রা করিবেন, আপনার সাক্ষাৎলাভ বাসনা করেন।"

রঘু। এখনি?

রজনী। হাঁ এখনি।

রঘু। তুমি চল, আমি যাইতেছি।

রজনীকান্ত প্রস্থান করিলেন।

রঘু। রাজকুমারী—আজ বড় সুখের দিন, ইহ জীবনে এমন দিন আর কখন হয় নাই।

চন্দ্র। সুগন্ধার আজ বড় সুখের দিন বটে।

রঘুনাথ সিংহ একবার স্থির দৃষ্টে চন্দ্রপ্রভার দিকে তাব

ইলেন, বলিলেন "চন্দ্রা, সুধু সুগন্ধার ?—আমার নয় ? সেই দেখা অবধি দিবা নিশি যাহার ধ্যানে মগ্ন ছিলাম, কি নিদ্রায় কি স্বপ্নে যে আমার হৃদয়ে জাগিত, যাহার অভাবে রাজ্য সুখ অসার, তুচ্ছ বলিয়া ভাবিতাম, আজি আমি তাহাকে পাইয়াছি, চন্দ্রা, আজ আমার সুখের দিন নয় ?"

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কথাটা কি আন্তরিক ?"

রঘু। হৃদয় যদ্যপি দেখাইবার হইত, তাহা হইলে দেখাইতাম ইহা আন্তরিক কি না, কিন্তু তাহা ত দেখাইবার উপায় নাই।

চন্দ্র। আপনার ত কোন চেষ্টা ছিল না ?

রঘু। ছিল কি না তাহা তুমি কি জানিবে, সে কথা সেই অন্তর্যামী জগদীশ্বর জানেন। তুমি যে আমায় ভাল বাসিবে তাহা ভাবি নাই, আশা করিতেও পারি নাই। যখন শুনিলাম, তখন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল, ভাবিলাম এ সংসারে আমার তুল্য ভাগ্যধর আর দ্বিতীয় নাই।

চন্দ্র। আপনি কি সে কথা বিশ্বাস করেন ?

রঘু। বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু সাহস হয় না।

চন্দ্র। তবে অবিশ্বাস করুন।

রঘু। না চন্দ্রা সে সাহস হয় না, সে প্রবৃত্তি জন্মে না।

চন্দ্র। কেন ?

রঘু। কে আপনার জীবন ইচ্ছায় বিসর্জ্জন দেয়।

চন্দ্র। কেন ?

রঘু। তোমাকে না পাইলে বাঁচিব, এ অসার প্রাণ রাখিব ?

চন্দ্রপ্রভার চক্ষে আনন্দাশ্রু দেখা দিল, বলিলেন "আমাকে লইয়া যে আপনি সুখী হইবেন তাহা কিসে জানিলেন ?"

রঘু। তোমার ন্যায় স্ত্রী পাইয়া যে সুখী হয় না, তাহার সুখ এ সংসারের আর কোথাও নাই।

এমত সময়ে সুগন্ধা কতকগুলি ফুলের মালা লইয়া সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ রঘুনাথসিংহকে বলিলেন "আমার একটী কথা রাখিবেন ?"

রঘুনাথসিংহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তুমি আমার প্রাণের সই, তোমার কথা রাখিব না !"

সুগন্ধা। হাত দিন।

রঘুনাথ তাহাই করিলেন। সুগন্ধা—চন্দ্রপ্রভা ও মহারাজ রঘুনাথ সিংহের হস্তদ্বয় একত্রিত করিয়া তাহা পুষ্পমালায় আবদ্ধ করিলেন।

রঘু। এ কি ?

সুগন্ধা। প্রণয় বন্ধনী।

রঘু। উত্তম।

সুগন্ধা। ইহা যেন কখন ছিন্ন হয় না।

রঘু। এ জীবনে নয়।

চন্দ্রপ্রভা অধোবদন ও লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া বসিয়া রহিলেন।

রঘুনাথ সিংহ বলিলেন "একটী মালা আমায় দাও।"

সুগন্ধা। কেন ?

রঘু। তোমাদের উভয়কে বান্ধিব না।

সুগন্ধা। আমরা বাঁধাই আছি।

রঘু। আবার বাঁধিব।

সুগন্ধা। ইচ্ছা।

রঘু। অপেক্ষা কর, মহারাজ জগৎ রায়কে বিদায় দিয়া রজনীকান্তকে ডাকিয়া আনি।

সুগন্ধা। আসুন।

মহারাজ প্রস্থান করিলেন। সুগন্ধা চন্দ্রপ্রভাকে বলিলেন কেমন বেঁধেছি?"

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আ মরি!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহারাজ জগৎ রায়।

মহারাজ জগৎ রায় একটী কক্ষ মধ্যে একাকী মহারাজ রঘুনাথ সিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; এমত সময়ে তথায় সেই পূর্ব্ব পরিচিত যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইয়া কহিলেন "আপনি এখানে?"

যুবক হাসিয়া কহিলেন "আসিতে নাই?"

জগৎ। সে কি কথা।

যুবক। আসিলে কি বিরক্ত হন?

জগৎ। বিরক্ত!—অপার আনন্দিত হই।

যুবক। আপনি না হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু আমি আপনাকে দেখিলে সুখী হই বলিয়া আসি, এ স্বার্থপরতা মার্জ্জনা করিবেন।

জগৎ রায় হাসিয়া কহিলেন "তা বলিবেন বই কি, আমি আপনার নিকট শত ঋণে আবদ্ধ।

যুবক। কিছু না।

জগৎ। আপনি এখানে কবে আসিলেন?

যুবক। আপনি যে দিন আসিয়াছেন।

জগৎ। কি উদ্দেশে?

যুবক। আপনার আমার একই উদ্দেশ্য।

জগৎ। কই আপনাকে ত একদিনও দেখি নাই!

যুবক। আপনি দেখেন নাই, কিন্তু আমি আপনাকে প্রত্যহ দেখিয়াছি।

জগৎ। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কেন আমায় সুখী করেন নাই?

যুবক। যুদ্ধ আপ্যায়িতের সময় নয়।

জগৎ রায় লজ্জিত হইলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

যুবক বলিলেন "অদ্যই কি বর্দ্ধমান যাত্রা করিবেন?"

জগৎ। আপাততঃ বটে।

যুবক। তাহার পর?

জগৎ। বিবাগী হইব।

যুবক। কেন?

জগৎ। কি সুখে সংসারে থাকিব? যে সংসারে মনোরমা নাই, সে আবার সংসার, যাহার মনোরমা নাই, তাহার আবার প্রাণ।

যুবক। মনোরমা আপনার স্ত্রীর নাম নয়?

জগৎ রায় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "হাঁ।"

যুবক। তবে কি তিনি জীবিত নাই?

জগৎ। নিশ্চয়, সে জীবিত থাকিলে এত দিন কি আমায় ভুলিয়া থাকিত? আমি সংবাদ পাইতামই পাইতাম।

যুবক। সংসারে তেমন মনোরমা অনেক আছে।

জগৎ। মিথ্যা কথা।

যুবক। না থাকিলেও একটা স্ত্রীলোকের জন্য রাজ্য-সুখ ত্যাগ করিবেন?

জগৎ। মনোরমাকে লইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিলে যে সুখ, এই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও সে সুখ নাই।

যুবক। বিবাগী হইলে কি মনোরমাকে পাইবেন?

জগৎ। না পাই, কেবল তাহারই চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিব, তাহাতে কি সুখ নাই?

যুবক। তা বলিতে পারি না।

জগৎ। তবে আপনি বোধ হয় কাহাকেও ভালবাসেন নাই, ভালবাসা কি, তাহাতে কি অতুল সুখ, তাহা জানেন না।

যুবক। ভালবাসায় সুখ না দুঃখ?

জগৎ। সেই দুঃখই সুখ।

যুবক। সে কথা যাক, বলি, আমি আপনার যে উপকার করিয়াছি, আপনি তাহার প্রত্যুপকার করিবেন না?

জগৎ। অবশ্য করিব, প্রাণ পর্য্যন্ত দিব।

যুবক। আমার আকাঙ্ক্ষা তত বেশী নয়।

জগৎ। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

যুবক। দেখিবেন!

জগৎ। নিশ্চয়।

যুবক। আমার একটী পরমা সুন্দরী আত্মীয়া আছেন, তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে।

জগৎ রায় যেন বজ্রাহত হইলেন, জড়িত স্বরে কহিলেন "আপনি—"

যুবক সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "আর কোন কথাই শুনিব না, আপনি প্রতীজ্ঞা করিয়াছেন, এখন বলুন বিবাহ করিবেন কি না, যদি না করেন আমি আর কোন প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করিনা, রিক্ত হস্তে বিদায় হইতেছি।"

জগৎ। তবে শুনুন, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং আজিও বলিতেছি যে আমি আত্মহত্যা করিতে স্থির করিয়াছি, আমার সহিত বিবাহ দিয়া কি আপনার আত্মীয়কে বিধবা করিবেন?

যুবক। মহারাজ বলেন কি, একটা স্ত্রীলোকের জন্য আপনার অমুল্য জীবন নষ্ট করিবেন?

জগৎ। নিশ্চয়।

যুবক। এ কথা আগে কেন আমায় বলেন নাই?

জগৎ। পাছে কিছু মনে করেন বলিয়া।

যুবক। এখন কেন বলিলেন?

জগৎ। উপায়ান্তর নাই জানিয়া।

যুবক নিস্তব্ধ হইলেন।

জগৎরায় বলিতে লাগিলেন "শুনুন, আপনি হয়ত মনে ভাবিবেন যে আমি মিথ্যা কহিতেছি, কিন্তু তাহা নয়—আমি মনোরমার জন্য ত্রিসংসার অন্ধকার দেখিতেছি, আমার বুকের ভিতর যে—দিবা নিশি কি করিতেছে তাহা আমিই জানি। ভাই,

এ যন্ত্রনা কি সহ্য হয়? মনোরমা বিহনে এ প্রাণ কি থাকে?" মহারাজ চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিলেন "এত দিন মরিনি, কেবল রাজ্য উদ্ধারের জন্য। বর্দ্ধমান রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিব, এই লজ্জায় মরিতে পারি নাই, পাছে স্বর্গীয় পূর্ব্ব পুরুষগন আমাকে ঘৃণা করেন, এই ভয়ে মরিতে পারি নাই—আর মরিতে পারি নাই—পাছে প্রাণাধিকা বীরাঙ্গনা মনোরমা আমায় কাপুরুষ ভাবে বলিয়া।" মহারাজ চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "কিন্তু আর নয়—মনোরমা আমার স্বর্গে আমি তাহার কাছে যাই—মনোরমা আমার একাকিনী আছে, আমি কি তাহা দেখিতে পারি? মনোরমে! মনোরমে! মনোরমে!" এই বলিয়া জগৎরায় সজোরে একটী শাণিত ছুরিকা বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিতে যাইতে ছিলেন, এমত সময়ে যুবক "ও কি মহারাজ, ও কি মহারাজ।" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বক্ষে পড়িলেন; মহারাজ রঘুনাথ সিংহও ছুটিয়া আসিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে জগৎরায়ের হস্তস্থিত ছুরিকা কাড়িয়া লইলেন।

জগৎরায় এতক্ষণে যুবকের স্বরের বিকৃতি বুঝিলেন। যাহা যুবকের গম্ভীর স্বর ছিল, তাহা যেন রমণীর মধুর স্বরে পরিণত হইল। মহারাজের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষিত হইল, তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন "আঁ একি একি—মনোরমা!"

যুবক কৃত্রিম গুম্ফ ও শ্মশ্রু ফেলিয়া দিলেন, উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিয়া মহারাজ জগৎ রায়ের পদপ্রান্তে নিপতিতা হইয়া বলিলেন "নাথ—প্রাণেশ্বর—"

মহারাজ আকুল ভাবে যুবতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ গদ স্বরে কহিলেন "মনোরমে!"

যুবতী। নাথ!

জগৎ। এত দিন কেন পরিচয় দাও নাই, কেন এত ক্লেশ দিলে? নিষ্ঠুরে, এই তোমারি ভালবাসা?

যুবতী। অন্যায় করিয়া থাকি মার্জ্জনা কর, সে সময় তুমি রাজ্য চিন্তায় অভিনিবিষ্ট, মন গুরুভারাবিষ্ট, তাই আমার ভার দি নাই। কিন্তু অবিরত ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম।

জগৎ। মনোরমে তোমার ন্যায় রমণী রমণীকুলে দুর্লভ।

যুবতী। কিন্তু তোমার ন্যায় স্বামী এ সংসারে নাই।

মহারাজ রঘুনাথ সিংহ বলিলেন "মহারাজ, এ সকলি ঐশ্বরিক ঘটনা; এমন সুখের পরিণাম প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু আজ আর আপনার যাওয়া হইবে না।"

জগৎরায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আজ যাইবও না, আপনার বিবাহ না দেখিয়া যাইতে পারি, মনোরমা যাইবে কেন?"

এমত সময় রজনীকান্ত তথায় উপস্থিত হইলেন, মহারাজ জগৎরায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন "চলুন আপাততঃ, সুগন্ধার মিলন দেখা যাউক।"

মহারাজ রঘুনাথ সিংহ যাইতে যাইতে মৃদু হাসিয়া কহিলেন "চন্দ্রা আজ যুগল মিলন দেখিবে!"

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

চন্দ্রপ্রভা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দাম্পত্যপ্রণয়।

বিষ্ণুপুরের রাজপ্রাসাদের একটী বিস্তৃত সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে একটী অষ্টবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের যুবা পুরুষ ও একটী সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী একাসনে উপবিষ্ট। যুবকটীর মনোহর গঠন পারিপাটী, সুন্দর অঙ্গায়তনের সন্নিবেশ, সুটানা চক্ষু প্রভৃতি তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতে ছিল। যুবতীটীর ত কথাই নাই,—বিধাতা যেন অতি যত্নে অতি সাবধানে তাঁহার অক্ষয় শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে যুবতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এত সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। সে রূপের আর তুলনা কি? সে রূপ নয়ন প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পারে,—হৃদয়ে তাহার চারু চিত্র সুন্দর রূপে অঙ্কিত হয়, কিন্তু তাহা প্রকাশ করা যায় না, সে মনের কথা মন বুঝে, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে না,—তাহার উপমা নাই—তুলনা নাই!

পাঠক! ইহাঁদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইহাঁরা

উভয়েই আপনার পরিচিত, একজন মহারাজ রঘুনাথ সিংহ অপরা চন্দ্রপ্রভা—অধুনা মহারাণী চন্দ্রপ্রভা।

এখন চন্দ্রপ্রভার আর সে বিরস বদন নাই—তাহা হাস্যময়। সেই প্রফুল্ল বদন প্রতি নিরীক্ষণ করিলেই বোধ হয় যে সে হৃদয়ে অসীম আনন্দ যেন অহরহ নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। বস্তুতঃ হইবারই কথা,—অকিঞ্চিত-ধন, বিশেষতঃ মনের মত স্বামী পাইয়া কে না সুখী হয়?

মহারাজ প্রেমভরে চন্দ্রপ্রভাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "চন্দ্রা, এ সংসারে আমার তুল্য সুখী আর কেহ নাই, এমন পতিপ্রাণা সুন্দরী স্ত্রী আর কাহারও আছে কি?"

চন্দ্র। ঢের।

রঘু। না চন্দ্রা, ওটা তোমার মিছে কথা।

চন্দ্র। আর আমি।

রঘু। তুমি আমার।

চন্দ্র। আমি সে কথা বলি নি।

রঘু। কি বলচ?

চন্দ্র। আমি কত সুখী।

রঘু। তা তুমিই জান।

চন্দ্রপ্রভা রঘুনাথ সিংহের প্রতি একটী বিলোল কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন "আর তুমি [illegible]?"

মহারাজ মৃদু হাসিয়া [illegible] মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "আমি জানি বই কি চন্দ্র

এমত সময়ে সেই [illegible] প্রবেশ করিলেন, চন্দ্রপ্রভা বলিলেন "সই [illegible]

সুগন্ধা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তা সত্তি বটে।"

রঘু। রজনী আর চোকের আড় করে না।

সুগন্ধা। এটা গর হাজিরীর আক্কেল সেলামী।

রঘু। রাত্ দিন্ হাজির তবু গরহাজির!

সুগন্ধা। আজ কালের কি?

রঘু। তবে কবেকার?

সুগন্ধা। যখন সইএর কাছে ছিলাম।

মহারাজ রঘুনাথ সিংহ ও চন্দ্রপ্রভা হাসিয়া উঠিলেন, চন্দ্রপ্রভা বলিলেন "সই আমার আচ্ছা মেয়ে।"

সুগন্ধা। মহারাজই এর বিচার করুন্, আমি হ'লাম আচ্ছা মেয়ে, না যিনি এক জনের অদর্শনে দাঁতি লাগতেন তিনি আচ্ছা মেয়ে?

চন্দ্র। বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু তোমায় পুরুষ সেজে এত চলাতে কে বলেছিল?

সুগন্ধা। চলালাম আবার কখন?

চন্দ্র। চলান আবার কাকে বলে?

সুগন্ধা। তা না চলালে তোমার দশায় কি হতো? এপ্রাণের হাসিটুকু এত দিন কোথায় ছিল?

রঘু। সে যাহোক কিন্তু আচ্ছা সেজে ছিলে?

সুগন্ধা। কেন মহারাজ?

রঘু। কিছু চিন্তে পারিনি।

চন্দ্র। যার চেন্বার কথা সে বড় পার্লে তা তুমি পারবে।

সুগন্ধা। সে কেবল পুরুষ বলে, মেয়ে হলে পার্তো।

রঘু। আবার আমায় নিয়ে পড়লে নাকি?

সুগন্ধা। না মহারাজ আপনাকে সাবাস্ দি।

রঘু। কেন?

সুগন্ধা। পায়ে ধরার বাহাদুরী আছে।

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কথা শুনলে?

সুগন্ধা। মিছে বল্‌চি।

চন্দ্র। কবে আমার পায়ে ধরতে দেখ্‌লে?

সুগন্ধা। কেন চেত বরদার দুর্গ আক্রমণের দিন?

মহারাজ রঘুনাথ সিংহ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। চন্দ্রা হাসিয়া বলিলেন "শুনলে?"

রঘু। কেন, কথা ত সত্য।

চন্দ্রপ্রভা হাসিয়া বলিলেন "অমন করলে আমি উঠে যাব।"

সুগন্ধা হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তোমায় উঠ্‌তে হবেনা, আমিই যাচ্চি।"

চন্দ্র। কথার ভঙ্গি দেখ্‌লে।

সুগন্ধা। কেন মন্দ বলেছি?

চন্দ্র। টান্ পড়েছে, তাই বল।

সুগন্ধা "তাই বটে" বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

রঘুনাথ সিংহ বলিলেন "চল ওরা কি করে গোপনে দেখিগে।"

চন্দ্র। চল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাধের মিলন।

"এখনি এলে যে?" বলিয়া রজনী কান্ত শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন।

সুগন্ধা হাসিয়া বলিলেন "এখন রাস বিহারী রাসে বিহার করচেন।"

রজনীকান্ত হাসিয়া ব'ললেন "তাই তুমি তোমার শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজ্‌তে এলে বুঝি?"

সুগন্ধা। বাঁশির রবে যমুনা উজান যায়, তা এ প্রাণ ত কি ছার।

রজনী। কৃষ্ণের বাহাদুরী ছিল, পুরুষ হয়ে নারী পাগল করা বড় সহজ কথা নয়, আজ কাল ত নারীর জন্যই পুরুষ পাগল, ঐ আড় নয়নের যে কি গুন, কি জোর, তা আর কি বল্‌বো। তোমার সই ত আমার মহারাজকে সেরেছিলেন।

সুগন্ধা। তা জানি জানি, আমি না এলে এতদিন তোমার মহারাজ আর কারও পীরিতে মজ্‌তেন, আর আমার সই হাপু-গুণে সারা হতেন।

রজনী। ও কথা শুনিলে, সেই দেখাতেই মহারাজেতে আর মহারাজ ছিলেন না।

সুগন্ধা। তোমার কিন্তু বেশ চোক!

রজনী। কেন?

সুগন্ধা। মহারাজ ত পরকে দেখে মজে গেলেন, আর তুমি আপনার লোকও চিন্‌তে পার্‌লে না?

রজনী। ও চালাকিতে কাজ নাই—তুমি মুখ ফিরিয়েছিলে। আর আমি প্রথমে তোমাদের ত দেখ্‌তে পাইনি।

সুগন্ধা। মহারাজ দেখতেও বলেন নি?

রজনী। দেখ্‌তে বল্‌বার ক্ষমতা ছিল কি, তখন মোহভাব।

সুগন্ধা। পুরুষের অত চোক্ ভাল নয়।

রজনী। তোমাদের?

সুগন্ধা। আমাদের সাত খুন মাপ্।

রজনী। কেন?

সুগন্ধা। আমরা যে শক্তি, আমাদের তেজ্ কত?

রজনী। যা কিছু আড় নয়নে।

সুগন্ধা। বলি, রসরাজের আড়নয়নে এত ভয় কেন?

রজনী। বড়ভয়।

সুগন্ধা। কার নয়নে?

রজনী। নারী মাত্রেরই।

সুগন্ধা। সে আবার কি?

রজনী। পুরুষের শিক্ষা দীক্ষা ভিক্ষা তোমাদের নয়ন কোনে, যদি নয়ন ভাবে মনোভাব বুঝ্‌তে ত্রুটী হয়, তা হলেই মহা বিপদ, তাই আমার আড় নয়নে এত ভয়। নয়ন ত বড় সহজ নয়, ওতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়—তার প্রমাণ চেতবরদা।

সুগন্ধা হাসিয়া কহিলেন—"এযে ভারি কথকতা আরম্ভ কর্‌লে দেখ্‌চি।"

রজনী। কথকতা ত সামান্য, তোমাদের নয়ন উপলক্ষ করে এক নূতন মহাভারত লেখা যায়।

সুগন্ধা। আচ্ছা বল দেখি আমি কোন নয়ন বলে তোমায় দেখেই চিনেছিলাম।

রজনী। এই মনভুলানী নয়ন বলে।

এই বলিয়া সুগন্ধার নয়ন দুটী দেখাইলেন।

সুগন্ধা। তা নয়।

রজনী। তবে কি?

সুগন্ধা। যোগ নয়ন নামে এক নয়ন আছে তারই বলে।

রজনী। ইস্ যোগ শিখেছ যে!

সুগন্ধা। তার প্রমাণ হাতে হাতে, তুমিত বল্‌তে যে যোগে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়।

রজনী আর কোন কথা বলিলেন না, হাসিতে হাসিতে সুগন্ধাকে বক্ষে ধারণ করিলেন, প্রেমময়ী সুগন্ধা তাঁহার বক্ষে স্বীয় মস্তকটী রাখিয়া একদৃষ্টে সেই বদন প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রমণীর প্রাণ।

"আর পারি না," বলিয়া একটী যুবতী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। যুবতীর বয়ক্রম প্রায় অষ্টাদশ বৎসর—বর্ণ মনোহর গোলাপী আভা সংযুক্ত—তাহাতে যেন আবার কি এক প্রতিভা আছে, সে প্রতিভায় নয়ন মুগ্ধ হয়—মনঃকেমন উদাস হয়;—সে নয়ন দুটি আরও মনোহর, যেমন প্রশস্ত

তেমনি ঢল ঢল, আবার তেমনি চঞ্চল কটাক্ষপূর্ণ—কখন স্থির, কখন সজল হইয়া যেন উদাস ভাব ধারণ করে। অধরোষ্ঠের সম্মিলন কি মনোহর, দেখিলেই প্রাণ যেন উধাও হইয়া কোন সুখরাজ্যে স্বপ্ন সুখানুসন্ধানে রত হয়--তাহার অস্তিত্ব লোপ পায়। সেই মনোমোহন গঠন পারিপাট্য ও লালিত্যের ত কথাই নাই, তাহাতে আবার মণিময় রত্নালঙ্কার শোভা পাইয়া যে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে—তাহা বর্ণন করিতে—ভাষায় কথা নাই—এই দুর্ব্বল লেখনীর ক্ষমতা নাই।—যুবতীর কটিতট হইতে সুবর্ণের কারুকার্য্য সম্পন্ন নীল পেশোয়াজ শোভা পাই-তেছে—বক্ষে মনোহর কাঁচলি, অঙ্গে ওড়্না—কারুকার্য্য প্রভাবে তাহা যেন নক্ষত্র খচিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কেশ দাম বেণীবদ্ধ ভুজঙ্গিনীর ন্যায় পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত, যুবতী যবনী—মৃত রহিমখাঁর স্ত্রী—নাম—লালবাই।

সুন্দরী লালবাই যে কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধা ছিলেন তাহা নহে, সেই সুরূপা যুবতী গীত বাদ্য ও নৃত্যে বিশেষ নিপুণা ছিলেন। বস্তুতঃ রূপ গুণের এতাদৃশ একত্র সন্নিবেশ নিতান্ত বিরল।

সুন্দরী লালবাই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন প্রাণ—প্রাণ—প্রাণ আমার নাই—বুঝি বা কোন রমণীর নাই—যে ভাল বাসে, প্রাণ দিয়া ভাল বাসে—সে আবার ভাল বাসিতে চায়—তাইবলি প্রাণ বুঝি নাই!—যে বলে বলুক কিন্তু এ প্রাণের জ্বালা কি সহা যায়?—মনকে কত বলি, কত উপদেশ দি—কিন্তু মন ত শোনে না। মন পাগল—আমিও পাগল—বুঝি ভালবাসায় জগৎ পাগল। রহিমকে হৃদয় হ'তে

বিসর্জ্জন দিয়েছি, কিন্তু"—একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "তোমায় পারি না কেন? তুমি কে,—আমি কে?—আমি যবন কন্যা, তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান—তুমি দাতা আমি আশ্রিতা। সকলের উপর কথা, তুমি প্রণয়িণীর প্রণয়ী—তুমি আমার হইবে কেন?" যুবতী ধীরে ধীরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল, গৃহ প্রাচীর বিলম্বিত মুকুর সম্মুখে আপন মনোহর বদনের প্রতিবিম্ব দেখিল, দুই একটী পূর্ণ চাহনি সেই অবোধ মুকুরে হাসিয়া উঠিল, যুবতী মোহন অধরে মৃদু হাসিয়া বলিল "কিন্তু এই এক বাণ, ইহার অব্যর্থ সন্ধান কি সহিতে পারিবে? পারে, যদি ভাল বাসিয়া থাকে—কিন্তু পুরুষে কি সে ভালবাসা আছে—বিশেষতঃ রাজপুত্রে—যদি থাকে, আমি ত তাকে পশু বলি—মল্লিকা ভালবাসি বলে কি প্রাণানন্দ গোলাপ ভাল বাসিব না; আমি ত পারি না।"

যুবতী আবার ক্ষণেক নিবিষ্ট চিত্তে কি চিন্তা মগ্ন হইলেন, আবার শয়ন করিলেন, আবার উঠিয়া একটি সুন্দর বীণায় সুর বান্ধিয়া অপ্সরা বিনিন্দিত মোহন স্বরে গাহিলেন;—

কে জানে প্রাণের জ্বালা, প্রাণ উতলা কিসের তরে।
জানি না দিবানিশি কেন দুনয়ন ঝরে।
আকাশেতে হাসে শশী—
আমি তারে ভাল বাসি
মিছে আশে ভালবেসে, প্রাণের আগুণ জ্বল্‌ছে জোরে।
মনকে কত করি মানা
মন যে সে মানা মানে না,
প্রাণের দফা হ'ল রফা পোড়া মনের সেবা করে।

গীত সমাপ্ত হইবা মাত্র সেই কক্ষ মধ্যে মহারাজ রঘুনাথ সিংহ প্রবেশ করিলেন, মহারাজকে দেখিয়া যুবতীর নয়ন যুগল যেন প্রভাময় হইল, কিন্তু তাহাতে যেন কত বিষাদ, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা কত কি, অল্পে অল্পে জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া নিবিয়া ভাসিয়া গেল। যুবতী শশব্যস্তে যেন কত আহ্লাদে কত সোহাগে, কত যত্নে, কি এক মন ভুলানি হাব ভাবে মহারাজকে বসিতে বলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুশ তাড়না।

মহারাজ উপবেশন করিয়া কহিলেন "আপনার গলা বড় সুমিষ্ট, গান শুনিলে চিত্ত বিভ্রম হয়।"

যুবতী মৃদু হাসিয়া বলিল "কেন মহারাজ, মহিষীও ত আজকাল বেশ গাইতে পারেন।"

রঘু। সে ত আপনার নিকট শিক্ষা করিয়া।

যুবতী। অনেক শিষ্য গুরু অপেক্ষা পারদর্শী হয়।

রঘু। তার অনেক বিলম্ব—আরও দুই এক বৎসর শিক্ষা করিলে কতকটা শিক্ষা করিবেন বটে!

যুবতী। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে আমি আর শিখাইতে পারিব না।

রঘু। কেন?

যুবতী। অধিনী কি চিরকালই আপনার গলগ্রহ হইয়া রহিবে?

রঘু। কেন বাইজি, আমি ত আপনাকে ভগ্নীর ন্যায় ভাল বাসি, আপনার ত যত্নের ত্রুটী নাই।

যুবতী। আমার যখন দাঁড়াইবার স্থান ছিল না, তখন আপনি আমায় আশ্রয় দিয়াছেন, আমার পূর্ব্ব সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, মহারাজ, আপনার ঋণ কি শুধিতে পারিব? পুরুষ হইলে পারিতাম কিন্তু রমণী জন্মে ত পারিব না।

রঘু। আজ এ কথা কেন?

যুবতী। রমণী বলিয়া, দুর্ব্বলা অবলা বলিয়া কি উপকারের প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা হয় না?—কিন্তু উপায় নাই, মহারাজ, রমণী হৃদয়ের সে জ্বালা আপনি কি বুঝিবেন। রমণীর একমাত্র সম্বল ভালবাসা—সে ভালবাসা—দিয়াছি, আপনি আমায় ভাল বাসেন, স্নেহ করেন, কিন্তু আমিই কি করি না মহারাজ! করি—কিন্তু আপনার ভালবাসা দেখাইবার উপায় আছে, সুযোগ আছে—আমার তাহা নাই, তাই বলি, অবলা হৃদয়ের সে জ্বালা আপনি কি বুঝিবেন? বড় দুঃখ যে আপনার জন্য প্রাণ দিয়া কোন উপকার করিতে পারিলাম না, বড় দুঃখ যে আমার অসীম অধ্যবসায় শিক্ষা দীক্ষার পরিস্ফুটন হইল না। রমণীর প্রাণ কি, তাহার নিভৃত কন্দরে যে কি অপূর্ব্ব মণি মাণিক্য প্রবালাদি দীপ্তিময় অমূল্য রত্নের সমাবেশ আছে, তাহা দেখাইতে পারিলাম না, উপকারের প্রত্যুপকার হইল না। অসার হৃদয় অসারই রহিয়া গেল—তাই বলি—মহারাজ, আর এখানে থাকিব না।

রঘু। থাকিবেন না!

যুবতী। না—মিছা মায়া বাড়াইয়া কেন সকল দিক নষ্ট করিব? মহারাজ ভালবাসা বড় সর্ব্বনেশে বস্তু—বিশেষতঃ অবলার পক্ষে। আপনি কে, আর আমি কে, আপনি কোথায় ছিলেন, আর আমি কোথায় ছিলাম। প্রবল স্রোতে বৃক্ষ বীজ ভাসিয়া যায়, কিন্তু যেখানে পড়ে তাহারই আশ্রয় লয়—দগ্ধ ইষ্টককেও উপেক্ষা করে না. সরস ভূমিখণ্ড ত দূরের কথা—সে সেই খানেই অঙ্কুরিত হইয়া তাহার শীতল ছায়ায় তাহার আশ্রিতের দেহ শীতল করে, তাহার আশ্রয় দানের প্রত্যুপকার করে। একটা জড় পদার্থের প্রত্যুপকার জ্ঞান এত, কিন্তু আমি বুদ্ধিমতী মানবী, আমার কি সে জ্ঞান নাই?

রঘু। আমি ত কোন প্রত্যুপকার প্রত্যাশা করি না।

যুবতী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "সেটা উদারতা মাত্র, কিন্তু তাহাতে আমার কি?"

রঘু। আপনার শান্তি।

যুবতী। মহারাজ, পুরুষ হৃদয়ে আর রমণী হৃদয়ে অনেক প্রভেদ। পুরুষ হৃদয় হিমাদ্রির অচল চূড়া, কিন্তু নারী হৃদয় কুলপ্লাবিনী তরঙ্গিণী। আপনি পাষাণ হইয়া তরঙ্গিণীর শীতলতা কি করিয়া বুঝিবেন মহারাজ!

রঘুনাথ সিংহ যুবতীর কথার ভাব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

যুবতী আবার বলিতে লাগিলেন—"শুনিয়াছি আপনাদের শিবের জটা গঙ্গার আশ্রয় স্থান ছিল, প্রেমময়ী ভাগিরথী সেই জটা মধ্যে শান্তভাবে ছিলেন, কিন্তু যখন আশ্রয় স্থান হইতে

স্খলিতা হইলেন, তখন ঐরাবত সে বেগ রোধ করিতে পারিল না, গোমুখী বিদীর্ণ হইল—মহারাজ আমিও সেই রমণী—আমিও আশ্রয়স্থান চ্যুতা—স্বদেশে হয়ত আমি শান্তি পাইব—কিন্তু সে আশ্রয় স্থান পাইব না—সে জটা ভাব পাইব না।

রঘু। তবে কি আপনি আবার বিবাহ করিতে কামনা করেন ?

যুবতী। ছি মহারাজ! তাই বলিতে ছিলাম, আপনি পুরুষ, প্রকৃতির মধুর ভাব বুঝিবেন না। আপনি শিলা খণ্ড, কোমলতা বুঝিবেন না। প্রেমময়ী রমণী লৌকিক বিবাহ চায় না, প্রাণের ভালবাসা চায়—আপনার অপ্রমেয় ভালবাসা অপর হৃদয়ে অবাধে ঢালিয়া দিতে চায়।—প্রবল সলিলধারা তরঙ্গিণীতে মিশে।

রঘু। তরঙ্গিণী পূর্ণ থাকিলে ?

যুবতী। তাহাতে স্রোতস্বিনীর কি, সম্পূর্ণের আর সম্পূর্ণতর হয় না, সলিল ধারা ছড়াইয়া পড়ে, সে অপূর্ব্ব কুলপ্লাবিনী ধারা স্রোত, স্বর্গের দেবতা হইতে ক্ষুদ্রপ্রাণী নর পর্য্যন্ত পুলক প্রাণে দেখে।

মহারাজ রঘুনাথ সিংহ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যুবতীর সরোজ নয়ন যেন প্রবল দীপ্তি সম্পন্ন হইল, মনে মধুর হাসি ভাসিয়া উঠিল, ভাবিল "বুঝিবা আশা পূরে সন্ধান অব্যর্থ হইয়াছে—মহারাজ আর উত্তর দিতে পারিল না, হৃদয়ে ভালবাসা নাই। শ্রাবনে যাহার গৃহ ভাসে সেই জানে সে দৃশ্যে কত তৃপ্তি, কত আহ্লাদ—মহারাজের সাধের অট্টালিকা কি ভাসাইতে পারিব, যাহাকে ভালবাসি

তাহাকে কি আপনার করিতে পারিব?” তখন লালবাই মনের সাধে বীণা বাঁধিয়া আবার একটী গাহিল। মহারাজ উদাস চিত্তে তাহার লহরী লীলায় লীন হইলেন। যুবতীর আশা তরু যেন পল্লবিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুখে দুঃখ।

একদিন সন্ধ্যার সময় চন্দ্রপ্রভা ও সুগন্ধা অন্তঃপুর সংলগ্ন কুসুমোদ্যানে শীতল সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিতেছিলেন। তখন সূর্য্য পশ্চিমাকাশ আপন নিস্তেজ অথচ উজ্জ্বল কিরণ জালে রঞ্জিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছিলেন, পক্ষীগণ কাকলি করিয়া যেন সেই বিদায় প্রার্থী মার্ত্তণ্ডদেবের মঙ্গল গান করিতেছিল, সেই সুন্দর কুসুমোদ্যানে অসংখ্য পুষ্প রাজি প্রস্ফুটিত হইয়া, আপন মনে বিভোর হইয়া, সমীরণ সহ ক্রীড়া করিতেছিল।

সুগন্ধা বলিলেন—“মুখে দুটো কথাও কি বল্‌তে নেই?”

চন্দ্র। কি বল্‌ব, তাঁতে আর কি আছে।

সুগন্ধা। মাগ্‌ী কি জানে?

চন্দ্র। দোষ কারও নয়, দোষ আমার কপালের, জন্মাবধি কোন্ দিন সুখ পেয়েছি যে, আজ পাব?

সুগন্ধা। তা বলে এমন কিছু লেখা পড়া নেই যে চিরকাল দুঃখই পেতে হবে।

চন্দ্র। আছে বই কি, তা না হলে কি এমন হয়।

সুগন্ধা। হায়, হায়! এমন কালসাপিনীকেও দুধ দিয়ে ছিলেন।

চন্দ্র। অনাথকে আশ্রয় দেওয়া গৃহীর কর্ত্তব্য—তবে তার ধর্ম্ম তার কাছে। আর দেখ সই, মহারাজ যদি কোন হিন্দুর নারীর প্রতি আশক্ত হতেন, তা হলে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হতাম না, আমি ভগ্নীর মত তাকে দেখ্‌তাম। কিন্তু লালবাই যে যবনী—স্পর্শকরা দূরে থাকুক, যার ছায়া মাড়ালে স্নান কর্‌তে হয়—তার সঙ্গেই এই—ছি ছি! এ বড় লজ্জার কথা—সমাজ ও জাতি চ্যুতির কথা—তবে রাজা বলে সব মানায়—সামান্য লোক হ'লে কতকি হ'ত।

সুগন্ধা। জাত আর রইল না, ছুঁড়ি মহারাজকে পশু করে ফেলেছে। কোন দিন স্বধর্ম্মে বা দীক্ষা দেয়।

চন্দ্র। বিচিত্র কি?

সুগন্ধা। তা হলে তুমিও ত যবনী হবে?

চন্দ্র। প্রাণ ত আমার।

সুগন্ধা। আত্মহত্যা কর্‌বে?

চন্দ্র। সেটা আমার কপালে আছে।

সুগন্ধা। কেন?

চন্দ্র। ক্ষত্রীয় বালা সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দেবে। এমন ধর্ম্ম কি আর আছে ভাই? যে ধর্ম্মে জগৎ সুদ্ধ.আমার— যে ধর্ম্মে আশ্রিতের রক্ষা, অনাথের সহায়, সে ধর্ম্ম কি মিলে? দুর্দ্দান্ত যবন এক হস্তে কোরাণ এক হস্তে অসি লইয়াও যে ধর্ম্মের কিছুমাত্র লোপ সাধন করিতে পারে নাই, সে ধর্ম্ম কি

জগতের আর কোথাও আছে। তুমি কি বল যে আমি মোহে পড়িয়া সেই অমূল্য অতুল হিন্দু ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার সকল আশা, সকল ভরসা নষ্ট করিব?

সুগন্ধা। পতিই ত স্বামীর সর্ব্বস্ব।

চন্দ্র। মনে মনে কি আমি স্বামীর পূজায়—স্বামীর ধ্যানে বিরত থাকিব, তাহা নয়—তবে সেই পরমারাধ্য স্বামীর জন্যও সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিব না, পবিত্র ক্ষত্রীয় কুলে কালিমা অর্পণ করিব না। আর এক কথা, মানব জীবন ত ক্ষণিক, ইহার জন্য আবার চিন্তা কি, ধর্ম্মে মতি গতি থাকিলে সেই অক্ষয় স্বর্গরাজ্যে অনন্ত দিনের জন্য সেই স্বামী সেবা করিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারিব, তবে এই অসার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ সাধনের আশায় বিধর্ম্মী স্বামী সঙ্গ বাসনা করিয়া কেন বিধর্ম্মিণী হইব?

সুগন্ধা আর সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "কুমার গোপাল সিংহ কেন বুঝাইয়া বলেন না।"

চন্দ্র। তুমি তাঁকে জাননা, তাঁর দাদা যা করেন তাই হয়, দাদার কাজের উপর কথা নাই—তিনি আমার লক্ষণ দেওর।

সুগন্ধা। তবেই গেল, দেশ উৎসন্ন গেল, যত বড় বড় রাজ-কাধা সব মুসলমানেই পাচ্চে, কোন দিন কি ঘট্‌বে তারও ত স্থির নেই।

চন্দ্র। মন্দ বই ভাল হবেই না।

সুগন্ধা। তারই ত সব লক্ষণ।

চন্দ্র। তোমার স্বামীকে বিশেষ করে বল্‌তে বলনা কেন?

সুগন্ধা। তার কি আর বাকি আছে, তিনি বলেন আর

আমি মহারাজের প্রাণের বন্ধু নয়, নামে বন্ধু। ছুঁড়ি ওঁকেও নিকেশ কর্‌তে পার্‌লে আর ছাড়েনা। উঁনিই যেন যত জঞ্জাল।

চন্দ্র। তা বটে, আমিই যখন কোথাকার কে, তখন তিনিও সেই মতনই ত হবেন।

সুগন্ধা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তাইত হয়েছেন।"

চন্দ্রপ্রভা আর কোন কথা না কহিয়া বিমর্ষভাবে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সুগন্ধাও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নব প্রণয়ী।

একটী সুন্দর সয্যায় মহারাজ রঘুনাথ সিংহ ও লালবাই উপবিষ্ট। এখন বাইজীর মনসাধ পুরিয়াছে। কঠোর তপস্যার সুফল ফলিয়াছে—মহারাজ রঘুনাথ সিংহ তাঁহার সৌন্দর্য্য হাব ভাব সঙ্গীত প্রভৃতিতে মুগ্ধ হইয়া আত্মজ্ঞান বিরহিত হইয়া আত্ম সমর্পন করিয়াছেন। যাহা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না, তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। মানব হৃদয়কে বলিহারি, সংসারের চাটুকারিতাকে বলিহারি!

মহারাজ বাইজীর সুন্দর মনোহর ওষ্ঠ যুগল চুম্বন করিয়া কহিলেন "লাল, আবার একটী গাও।"

লাল বাই একটী কটাক্ষপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "আবার!"

রঘু। আমি তোমার গান বড় ভালবাসি।

লাল। তুমি না বাসিলে আর কে বাসিবে, এ সংসারে তোমা বই আর আমার কে আছে?

রঘু। বড় ভালবাসি।

লাল। আমি তোমার এই মুখখানি আরও ভালবাসি।

এই বলিয়া মহারাজের চিবুক দেশে হস্ত প্রদান করিলেন, সেই মনোহর হস্ত স্পর্শে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন কেমন এক প্রকার বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত হইল, তিনি আবার সুন্দরীর মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "আমি তোমার এই বদনের চিরদাস।"

লালবাই নয়নের মোহন ভঙ্গি করিয়া কহিলেন "ও কি কথা, আমি তোমার ক্রীত দাসী।"

রঘু। তুমি আমার হৃদয়ের অধিশ্বরী—আমার জীবনের জীবন—সর্ব্বস্ব ধন।

লালবাই তখন কোকিল কণ্ঠ বিনিন্দিত স্বরে গাহিলেন;—

(ওরূপ হেরি) ভাল মজিল আমার মন,
শয়নে স্বপনে হেরি ও বিধু বদন।
বঁধুরে কি জান ছলা, মজাতে অবলা বালা,
সতত বিকল প্রাণে ঝরে দুনয়ন।
সাধ দিবানিশি মনে, হেরি এ চারু বদনে
দিবানিশি হেরি,—ভ্রমে না মুদি নয়ন।

রঘু। সে তুমি নয়—আমি।

লাল। তুমি কেন, সে আমি, তোমার ভাল বাসিবার বস্তু আছে, আমার কে আছে ভাই?

লালবাই বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিলেন।

রঘু। আমি তোমার জন্য সকল ভালবাসা, সকল মায়া, সকল মোহ জলাঞ্জলি দিয়েছি—এখন কেবল আমার তুমি—জানি না তুমি কি মোহিনী মন্ত্র জান!—আমি তোমায় দেখিলে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় অবসন্ন হই—আমার জ্ঞান থাকে না। আমি—যেদিকে নয়ন ফিরাই কেবল তোমায় দেখি—এ সংসারে তোমা ভিন্ন যেন আর কেহ নাই—আর যেখানে তুমি নাই—সে স্থান যেন কিছুই নয়।

লাল। কেন উপহাস কর ভাই, আমার কি এমন গুণ আছে যাতে তোমার মন ভুলাব? তবে আমি কাঙ্গালিনী—তোমার প্রেম-কাঙ্গালিনী; আমি তোমার কাছে আত্ম বিক্রয় করেছি বটে—আমি জন্মের মত আত্মহারা হয়েছি বটে—কিন্তু তার জন্য একদিন হয় ত আমায় আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করতে হবে।

রঘু। সে কি কথা?

লাল। ঠিক কথা,—দেখ ভাই আমি তোমার জন্য পাগল, এ সংসারে তোমাবই আর কাকেও জানি না, এ জগতে তোমা ভিন্ন আর কাকেও কখন ভাল বাসিনি—কিন্তু ভাল বাসার এত জ্বালা তা পূর্ব্বে জান্‌তাম না, জান্‌লে হয়ত সাধ করে এ লোহ নিগড় পর্‌তাম না। জানিনা, তোমার ঐ চোক দুটিতে কি প্রাণঘাতী বিষ আছে, ঐ চোকই আমার খেলে, আমি যখন ঐ চোক দুটি দেখি, তখন আর আমার অস্তিত্ব থাকে বলে বোধ হয় না, আমি যেন এ সংসারের কেউ নই, আমি যেন ঐ চোক দুটির ক্রীড় দাসী বলে বোধ হয়। ভাই আমায় কেন মজালে, অবলার কোমল প্রাণ কেন চুরী কর্‌লে?

রঘু। আমিও ত তোমায় ভালবাসি ভাই।

লাল। না মহারাজ, তা নয়—রমণীর আর পুরুষের ভালবাসায় অনেক প্রভেদ। রমণী হৃদয় পুরুষ কি বুঝিবে, এ দারুণ জ্বালা, ভাল বাসার অস্বপ্নপরিকল্পিত এ আকাঙ্খার কথা কে জানে? কুপ মধ্যে সাগর তরঙ্গ কি করিয়া উপলব্ধি করিবে? ভাই, বলিতে কি, আমি আপনাকে না বুঝিয়া তোমায় ভাল বাসিয়াছি—আশার অতীত সাধনা করিয়াছি—কিন্তু তাহার প্রতিফল হয়ত পাইতে হইবে। তুমি হয়ত আবার অপর রমণীতে বা আপন স্ত্রীতে অনুরক্ত হইবে—তখন আমি কি করিব? আমি যে কাঙ্গালিনী, কিন্তু আমার আশা যে বড় অধিক।

রঘু। দাতার যদি দানের প্রচুর সম্পত্তি থাকে?

লাল। তাই বলিতে ছিলাম, মহারাজ তুমি পুরুষ, ভাল বাসার কি জান; প্রণয় ভিক্ষার ধন অতি সামান্য, তাহা একজন ভিন্ন দুজনকে দেওয়া যায় না, তাতে দাতা গৃহিতা কাহারও সুখ নাই—সে সুখ হারা হইলে কি বাঁচিব? এ প্রাণ রাখিতে পারিব? তাই বলিতেছিলাম যে আত্মহত্যা বোধ হয় আমার ভবিষ্যত ভাগ্য লিপি।

রঘু। না লাল, তা কখনই হবে না, আমি তোমা বই আর কাহাকেও জানি না, জানিবও না, তোমা ছাড়া হইলে বাঁচিব? নীর ছাড়া মিন বাঁচে কি?

'লালবাই প্রেমভরে মহারাজকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "তা আমি জানি, নইলে তোমার জন্য এত পাগলিনী কেন?"

মহারাজ লালবাইকে বক্ষে স্থাপন করিয়া সেই মনোহর বদনে ভূরি ভূরি চুম্বন করিতে লাগিলেন, তাহার মধুর

রসাস্বাদনের মহারাজের বোধ হইল যেন যুবতীর দেহ অবশ হইয়া আসিতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রাণের কথা।

বেলা প্রায় অবসান—এমন সময় মহারাজ রঘুনাথ সিংহ চন্দ্রপ্রভার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রপ্রভা তখন করকপোলিত হইয়া গাঢ় চিন্তায় মগ্না ছিলেন, মহারাজকে প্রথমত দেখিতে পাইলেন না।

মহারাজ স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া এক দৃষ্টে সেইচিন্তা মগ্না চন্দ্রপ্রভার দিকে তাকাইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন "আহা চন্দ্রা আমার ভালবাসা ব্যতীত আর কিছু জানেনা,—কিন্তু আমায় ভাল বাসিয়া কি ভাল করিয়াছে? এই নিষ্ঠুর কঠোর পাষাণে প্রাণ সমর্পন করিয়া কি ভাল করিয়াছে? আর পুরুষ তোর পাষাণ হৃদয়কেই বা কি বলিব? একদিন যাহাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছিস্ আবার তাহাকে কি করিয়া ভুলিস্? হায় চন্দ্রা, এমন দিন গিয়াছে যে দিন তোমায় মুহূর্ত্তেক না দেখিয়া অধীর হইয়াছি, কিন্তু আজি আবার সেই আমি তোমায় মাসাবধি না দেখিয়া বেশ আছি।" মহারাজ আবার ক্ষণেক সেই বিষণ্ণ মুখীর বিষণ্ণ বদন প্রতি তাকাইয়া বলিলেন

"আমিই অভাগিণীর এই বিষাদের এক মাত্র কারণ, ভগবান কি আমার শাস্তি দিবেন না? না না আমি পশু—আমার হৃদয়ে এখন সেই অনাদিনাথ ঈশ্বরেরও স্থান নাই।"

মহারাজ একটী সুদীর্ঘ শ্বাসক্ষেপ করিলেন, চন্দ্রপ্রভার চিন্তা ভাঙ্গিল,চকমিয়া উঠিয়া বলিলেন "মহারাজ!"

রঘু। হাঁ চন্দ্রা।

চন্দ্রপ্রভার চক্ষুদ্বয় সজল হইল, ক্রমে সলিল উছলিয়া উঠিল।

রঘু। চন্দ্রা, তুমি কাঁদ্‌চ?

চন্দ্রা। না।

রঘু। কেন গোপন কর চন্দ্রা?

চন্দ্রপ্রভা নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ বলিলেন "চন্দ্রা, বল কেন কাঁদ্‌চো?"

চন্দ্রপ্রভা চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "আজ একমাস আপনাকে দেখি নাই, আমার কি ক্লেশ হয় না?"

রঘু। ওঃ, আমারই অন্যায় হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া অন্যায় করিয়াছি, তোমার চক্ষের জল বিচিত্র নয়।

চন্দ্র। তবে কেন কাঁদাও?

রঘু। কেন, তা জানি না, চন্দ্রা তুমি আমায় তিরস্কার করনা কেন?

চন্দ্র। মহারাজ, তিরস্কার! স্বামী যে স্ত্রীর আরাধ্য দেবতা—তিরস্কারের ত পাত্র নয়।

রঘু। আমার ন্যায় পশু স্বামী নয়—আমি তিরস্কারের উপযুক্ত পাত্র।

চন্দ্র। তিরস্কারে ফল কি?

রঘু। আমার শাস্তি, তোমার শান্তি।

চন্দ্রপ্রভা আবার চক্ষের জল মুছিলেন, তখন মহারাজ রঘুনাথ সিংহ বলিলেন “চন্দ্রা তুমি কেঁদনা, আমার মনে কষ্ট দিওনা, আমি তোমায় ভূলি নাই—কিন্তু ভুলিতে চেষ্টা করি বটে—অনেক সময় হৃদয় মধ্যে যে কি ভীষণ আগুণ জ্বলে তা আমিই জানি,—কিন্তু চন্দ্রা আমি মানুষ নয়—পশু—এক দিন মানুষ ছিলাম, কিন্তু এখন পশু হয়েছি। পশু না হ'লে তোমায় ভুল্‌তে চেষ্টা করি ? আর দেখ চন্দ্রা, আমার আর যেন হৃদয় নাই, প্রাণ নাই—সুখও নাই. শান্তিও নাই—কিন্তু তাকে না দেখে বাঁচি না। সে আমার কি করেছে, চন্দ্রা—আমি কি তাকে ভুল্‌তে পার্‌বো না ?

চন্দ্র। আমি কি অপরাধ করেছি।

রঘু। তুমি ! না না, আমি শত অপরাধে তোমার কাছে অপরাধী। কিন্তু হলে হবে কি, আরও অপরাধি হতে প্রস্তুত, এ প্রবৃত্তি কেন হয় বল্‌তে পার ? দেখ চন্দ্রা, আমি লালবাইয়ের জন্য যে কেবল তোমার কাছে অপরাধী তা নয়—আমি জগৎ সংসারের নিকট অপরাধী। তার জন্য আমি আমার সুখ-শান্তি অধিককি হৃদয় পর্য্যন্ত হারিয়েছি। তার উপর সমাজের নিকট হেঁটমুণ্ড। জাতি ত নাই—সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে ঘৃণা হচ্চে, জানি না কুহকিনী আরও কোথায় নিয়ে যায়—প্রাণ—তা সে আশাও করি না, কিন্তু কই এতগুলির জন্যও ত তাকে ভুল্‌তে পারি না। দেখ চন্দ্রা, আজকাল আমি বড় প্রাণের মায়ায় মুগ্ধ, সে যদি আমায় ছেড়ে যায় তা হলে আমি প্রাণে বাঁচ্‌বনা, এই তুচ্ছ প্রাণের মায়া আমি এত করি।”

চন্দ্রপ্রভা সরোদনে বলিলেন, "দিনান্তে একবারও কি দেখা দিতে নাই?"

রঘুনাথ সিংহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন "চন্দ্রা, তুমি স্বর্গের দেবী, সে পিশাচিনীর কথা তুমি কি বুঝিবে? মাসান্তে আজি আসিয়াছি, তাহাও ভয়ে—জান না সে শুনিলে কি বলিবে, কি অনর্থ ঘটাইবে! চন্দ্রা, বলিতে কি আমাতে আর আমি নাই, আমি আত্ম বিক্রয় করিয়াছি—আমি নরদেহে পশু হইয়াছি।"

এই সময়ে সেই কক্ষ মধ্যে সুগন্ধা প্রবেশ করিলেন, মহারাজকে দেখিয়া তিনি পালাইয়া যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে মহারাজ বলিলেন "সুগন্ধা, এদিকে এস।"

সুগন্ধা আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন "পালাচ্ছিলে কেন, আমি চন্দ্রার সহিত কোন গোপনীয় কথা কচ্চি ভেবে?"

সুগন্ধা। সে কি অসম্ভব কথা?

রঘু। হ্যাঁ সুগন্ধা, সম্পূর্ণ অসম্ভব। চন্দ্রা যেন আমার কেউ নয়—যেন সে চন্দ্রা নয়—আমি পশু আমার কথা শুনলে? পশু না হলে আজ একমাস চন্দ্রাকে না দেখে থাক্‌তে পারি?"

সুগন্ধা। সে কি মহারাজ, ও কথা কি বল্‌তে আছে। অত ভালবাসা কি হৃদয় থেকে যায়?

মহারাজ সজোরে বক্ষে করাঘাত করিয়া কহিলেন "দেখ সুগন্ধা দেখ, এ হৃদয় মধ্যে কিছু নাই, ইহা পত্র তৃণ পুষ্প হীন, ইহা অসার মরুভূমি—মরুভূমি কেমন ধূ ধূ করচে! সুগন্ধা এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি?

সুগন্ধা। মনকে পরিবর্ত্তিত করুন।

রঘু। সেটা অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব! সুগন্ধা, তুমি কি

জাননা, যে প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য ইন্দাসে আমি একটী দিঘি খনন করি, লালবাই সেই নিমিত্ত এখানে তাহার নামে আর একটী দিঘি খনন করতে বলে, আমি বহু অর্থব্যয়ে সে কার্য্য সমাধা করিয়াছি। কিন্তু তাহাই শেষ নয়—লালবাই তাহা আমায় প্রতিষ্ঠা করিতে দিবে না, তাহাতে ছোরা গাড়িবে।

সুগন্ধা। আপনি তাহাতে স্বীকৃত আছেন।

রঘু। আমার আবার স্বীকার অস্বীকার! আমি কে?

সুগন্ধা। লোকে কি বলিবে?

রঘু। লোক নিন্দা আমার অঙ্গের আভরণ।

এমত সময়ে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সেই কক্ষ মধ্যে একটী যুবক প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কুমার গোপাল সিংহ।

যুবকটীর বয়ঃক্রম অনুমানিক বিংশতি বৎসর, মুখভাব প্রস্ফুট—পরিপাটী—দেহায়তন বেশ বলিষ্ঠ—অঙ্গে রাজ পরিচ্ছদ শোভা পাইতেছিল। ইনি মহারাজ রঘুনাথ সিংহের ভ্রাতা—কুমার গোপাল সিংহ।

গোপালকে সজল নেত্রে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন "গোপাল, গোপাল তোমার চক্ষে জল কেন?"

কুমার "দাদা দাদা" বলিয়া মহারাজের পদ প্রান্তে নিপতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

মহারাজ স্নেহ ভরে তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া বলিলেন "গোপাল বল, বল, কি হয়েছে বল ?"

কুমার। আপনি নাকি লালবাঁদ প্রতিষ্ঠা করবেন না। ছোরা গাড়বেন ?

মহারাজ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "এই জন্য !"

কুমার। দেশে মহা হুলস্থূল পড়িয়াছে, জাতিনাশ ভয়ে প্রজা শশঙ্কিত। যিনি প্রজা পালনে রামতুল্য বলিয়া খ্যাত ছিলেন, দাদা, এই কি তাহার পরিণাম ? গৃহে রাজকুল-লক্ষ্মী দেবী চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তমানে, দ্বিচারিণী যবনীর প্রতি অনুরাগ ? দাদা—বড় কলঙ্ক, বড় লজ্জা।

মহারাজ আবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "দ্বিচারিণী !—দ্বিচারিণী বটে, কিন্তু আমি পশু—গোপাল, কেন আমায় তিরস্কার কর ? আমি কি হৃদয় পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতেছি না, কিন্তু উপায় নাই—আমি পারিয়া উঠি না।"

কুমার। সে জন্যও আপনাকে কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু দাদা আপনি হিন্দু হইয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলে কি করিয়া কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন ?

রঘু। গোপাল, আমি যুক্তি জানি, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কাজ করিতে পারি না, আমি জ্ঞান বিরহিত হইয়াছি।

কুমার। কেন মহারাজ ?

রঘু। তাহা জানি না।

কুমার। এখন অনুমতি করুন লালবাঁদের কি হইবে।

রঘু। আমার কোন ক্ষমতা নাই।

কুমার। আমি লালবাইয়ের চরণে ধরিয়া লালবাঁদ প্রতিষ্ঠার অনুমতি লইয়াছি, এখন আপনি অনুমতি দিন।

রঘুনাথের চক্ষু যেন হঠাৎ প্রফুল্ল হইল, বলিলেন "লাল স্বীকার হইয়াছে। তবে আর কাহার আপত্তি।"

কুমার। হইয়াছেন, কিন্তু স্বার্থ আছে।

রঘু। কি?

কুমার। তাঁহার গর্ভজাত সন্তানকে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনের অধিকারী করিতে হইবে।

রঘু। তুমি তাহাতে সম্মত আছ?

কুমার। আপনার সম্মতিই আমার সম্মতি।

রঘু। আজ যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে তুমিই এই সিংহাসনের অধিকারী, সে সময় প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিবে?

কুমার। হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সিংহাসন ত্যাগ তুচ্ছ কথা।

রঘু। আমারও একদিন সেই ধারণা ছিল।

কুমার। ঈশ্বর করুন সে ধারণা আমার যেন চির দিন থাকে।

রঘু। সুখের বিষয়।—এখন আমি আসি।

সুগন্ধা। এখনি!

রঘু। হাঁ, এখনি।

সুগন্ধা বাতায়ন দিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া কহিলেন "বড় মেঘ করিয়াছে, একটু অপেক্ষা করিয়া গেলে ভাল হইত না।"

রঘুনাথ "আর না" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সুগন্ধা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। চন্দ্রপ্রভার চক্ষু বহিয়া সবেগে সলিল পাত হইতে লাগিল। কুমার গোপাল সিংহ নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রবল ঝটিকা।

সুগন্ধা ঠিকই অনুমান করিয়াছিলেন, মহারাজ প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইবা মাত্র প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল; পথের ধূলি উড়াইয়া—গাছ নাড়িয়া—পাতা ছিঁড়িয়া, শাখা ভাঙ্গিয়া, প্রাসাদ প্রাচীর বহিয়া বায়ু ছুটাছুটী আরম্ভ করিল। আকাশে চন্দ্র নাই,—দূরে দুই একটী নক্ষত্র ধীকি ধীকি জ্বলিতেছিল, দ্রুতগামী মেঘমালা অতি ত্বরিত গমনে তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনাদের দ্রুতগামীত্বের পরিচয় দিয়া সেই বিশ্বব্যাপী দিগন্তকে গাঢ় আবরণে আবরিত করিতেছিল। বায়ুর বৃক্ষ ও গুল্মাদির উপর প্রবল আধিপত্যের জন্য, ঈশ্বরের উদ্ভিজ্জ জগত যেন বায়ুকে কত তিরস্কার কত ভর্ৎসনা করিতেছিল। ক্ষুদ্র কণ্টকী বৃক্ষ পরস্পরে আলিঙ্গিত হইয়া যেন পবন দেবের ভয়ে আপনাপন মস্তক উত্তোলন করিতে ভীত হইতেছিল। মহারাজ এই ঘোর দুর্যোগের সময় অন্তপুরবর্ত্তী কুসুমোদ্যান অতিক্রম করিয়া একটী গুপ্ত দ্বার দিয়া তৎ পশ্চাৎ ভাগস্থ শব মন্দিরের নিকট সমাগত হইয়াছেন।

শিবালয় অতি নির্জ্জন স্থানে স্থাপিত, তথায় জন মানবের সমাগম নাই—মধ্যে মধ্যে নাগা ফকিররা আসিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করে মাত্র। শিবালয়ের এক পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং অপর পার্শ্বে একটী ভীষণাকায় বিল্ববৃক্ষ ছিল। বৃক্ষ দ্বয়ের এই সম্মিলনে সে স্থানের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্যের যেন বৃদ্ধি করিয়াছিল। জনরব যে সেই বিল্ব বৃক্ষে বহুকালাবধি একটী ব্রহ্মদৈত্য বাস করেন, এবং তিনি নিশীথ সময় শিব পূজা করিয়া থাকেন। সেই উপদেবতার ভয়ে সেই মন্দির সম্মুখ দিয়া দিবা ভাগেও জন সমাগত প্রায় ছিল না।

এই দুর্যোগের সময় বীরপ্রবর রঘুনাথ সিংহের সে স্থান দিয়া যাইতে কি কোন আশঙ্কা হইতেছে না? বলিতে কি সেই মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সেই দেব মন্দিরের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, ক্ষণ তরে সেই বীর হৃদয়েও ভয়ের সঞ্চার হইল, তিনি আপন মনে লজ্জিত হইলেন, অধর প্রান্তে মৃদু হাসি দেখা দিল। তখন তিনি ধীর পাদ বিক্ষেপে সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভাবে সেই অনাদিলিঙ্গকে প্রণাম করিলেন। তন্ময়চিত্তে অনেকক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আপন ইষ্টদেবতার ধ্যানমগ্ন হইলেন। তখনও বাহিরে ঘোর রবে প্রভঞ্জন হুঙ্কার করিতেছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

একি ?

মহারাজ চক্ষুউন্মীলন করিয়া দেখিলেন তাঁহার বাম পার্শ্বে একটী গৈরিক বসন পরিহিত, জটা বিলম্বী সন্ন্যাসী উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডলু ও বাম হস্তে বিল্বপত্রাধার—চক্ষু মহা দীপ্তি সম্পন্ন ও ভ্রূকুটী কষায়িত,—দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গুম্ফ বদনের সমধিক গাম্ভীর্য্য সম্পাদন করিতেছিল। বলা বাহুল্য যে এই ভীষণ মুর্ত্তি সন্দর্শনে মহারাজের হৃদয় অল্প টলিল, প্রাণ বিস্ময়াপ্লুত হইল।

মহারাজ স্থির সম্ভীর স্বরে কহিলেন "আপনি কে ?"

অপরিচিত কহিলেন "আমি শিবদাস।"

মহারাজ। নিবাস ?

অপ। ব্রহ্মাণ্ড।

মহা। এখানে কি নিমিত্ত আগমন ?

অপ। আমি শিবদাস, সেই নিমিত্ত প্রত্যহ মহাপ্রভুর সেবার্থ এখানে আসিয়ে থাকি।

মহারাজ মনে মনে ভাবিলেন 'তবে এই ত সেই ব্রহ্মদৈত্য।'

অপরিচিত মৃদু হাস্য সহকারে কহিলেন "আপনি আমাকে অপদেবতা ভাবিতেছেন, কেন না এই বিল্ববৃক্ষে প্রেতযোনি অবস্থান করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। আমি প্রেত বা মানব যে হই আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।"

মহারাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আমি সে আশঙ্কা করি নাই।"

অপ। সুখের বিষয়, কিন্তু আমরা আপনাকে বড় আশঙ্কা করি।

মহা। কেন?

অপ। হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশ সাধক দেখিয়া।

মহারাজের হৃদয় চমকিল, তিনি শঙ্কিতস্বরে কহিলেন "আমি কি কোন অন্যায় করিয়াছি।"

অপ। করেন নাই কিন্তু অচিরে করিতে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছেন।

মহারাজ। কি?

অপ। আপনার যবনী উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের কোন কার্য্যোপলক্ষে হিন্দু ধর্ম্ম নাশ করিতে স্থির কল্প হইবেন।

মহা। কিসে জানিলেন?

অপ। মনে।

মহা। কিন্তু আমি ইহার কিছুই জানি না।

অপ। হয়ত অদ্যই জানিবেন।

মহা। অদ্য।

অপ। এই রজনীতে।

মহা। তাহাতে কি ফল ফলিবে?

অপ। আপনার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবেনা।

মহা। কি অনিষ্ট হইবে?

অপ। প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইবেন, পিতৃপুরুষের অক্ষুণ্ণ যশের হ্রাসক হইয়া আপন উজ্জ্বল কুলের কলঙ্ক হইবেন।

মহা। উপায়?

অপ। দেবী চন্দ্রপ্রভাকে অনুরক্ত হউন। পিশাচিনীকে বিস্মৃত হউন। দ্বিচারিণী স্বৈরিণী যবন কন্যার প্রণয় পাশে আবদ্ধ হওয়া ক্ষত্রীয় কুমারের লজ্জার বিষয়—ঘৃণার কথা।

মহা। বলিতে পারেন আমি কোন পথ অবলম্বন করিব?

অপ। যাহা করিয়া আসিতেছেন।

মহা। আমায় কোন উপদেশ দিন।

অপ। অদ্য নয়--আজি এ সকল বিষয় নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখুন, পরে পরামর্শ দিব। মনুষ্য আপন কার্য্যের জন্য আপনি দায়ী—এ দায়িত্বের বিষয় ভাবিবেন। আপনি যাহা করেন তাহা আপনার বিধি লিপি বলিয়া ভাবিবেন না। বিধাতা মনুষ্যকে জ্ঞান দিয়াছেন সত্য, কিন্তু কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার—সে কার্য্যের ফলাফল অন্য জগতে—সেখানে সকলকেই যাইতে হইবে, তাই বলি এই অনিত্যমায়ায় ভুলিয়া একবারে সেই নিত্য ধামের কথা ভুলিবেন না।

মহারাজ নিবিষ্টমনে ক্ষণেক কি ভাবিলেন, পরে চাহিয়া দেখেন সেখানে কেহই নাই—যেন সকলি স্বপ্ন—তিনি স্তম্ভিত হইলেন—মন্দিরের ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন ঝড় থামিয়াছে। প্রকৃতি মোহন বেশ পরিয়াছে। মহারাজ ভীতি বিহ্বল চিত্তে কত কি ভাবিতে ভাবিতে লালবাইএর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সে উত্তেজনার নিকট সকল যুক্তি পরাস্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ঘোর শঙ্কট।

মহারাজ রঘুনাথ সিংহ লাল বাইকে এ সকল কোন কথাই বলিলেন না। তাঁহার হৃদয় তখনও যেন ঘন ঘন কম্পিত হইতে-ছিল। লালবাই মহারাজকে দেখিয়া কহিলেন "আজ এত বিলম্ব যে?"

মহা। যে দুর্যোগ।

লালবাই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "এখন আরও কত দেখিব, পূর্ব্বে মুসলধারে বৃষ্টি হইতেছে, ঘোর নিনাদে বজ্রধ্বনি হইতেছে, তথাপি আসিয়াছ--যখন বলেছি এ দুর্যোগে কি আসে, বলেছ মন যে মানেনা, আমি তোমাছাড়া যে থাক্‌তে পারিনে।"

যুবতীর বিষাদোক্তিতে মহারাজ সকল ভুলিলেন, বলিলেন "না লাল তা নয়—"

যুবতী। তবে কি?

মহা। পথে বিলম্ব হ'ল।

যুবতী। কোথায়?

মহা। শিব মন্দিরে।

যুবতী। তবে কি চলে এলে?

মহা। হুঁ।

যুবতী। কেন?

মহা। অন্দর দিয়েই এলাম।

যুবতীর চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল, ভ্রূকুটিকুটিল নেত্রে কহিল

"তবে আমার বলা অন্যায় হয়েছে, আজ না এলেই ত হ'ত—প্রাণ প্রতিমা চন্দ্রপ্রভার কাছে নিশি যাপনেই বা ক্ষতি ছিল কি?"

মহারাজ জড়িত স্বরে কহিলেন "আমি—"

যুবতী সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "আমি, টামি জানিনে, দু-নায়ে পা দিয়ে প্রেম হয় না, তা ভাই তোমার ধন নিয়ে তুমি থাকগে, আমি ছেলেটার হাত ধোরে বিদায় হই। আমি কোথাকার কে বল, আমায় ভাল বাসবে কেন?"

যুবতী স্বীয় বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিলেন।

মহা। রাগ কর্‌লে?

যুবতী। রাগ আবার কি, আমি কোথাকার কে যে রাগ কর্‌বো?

মহা। লাল, আজকের মত মাপ কর, আর কখন যাব না।

যুবতী। মাপ আবার কি?

মহা। রাগ ছাড়।

যুবতী। আমায় বিলি করে দাও, এর পর যদি আবার ভাল না লাগে, তখন কোথায় দাঁড়াব? আর আমার কে আছে, এ ছেলেটার দশাই বা কি হবে?

মহা। আমার ছেলে ওর কি হবে! ও বিষ্ণুপুরের মহারাজা হবে।

যুবতীর মন হাসিল, বলিলেন "কুমারও তাই বলেছেন।"

মহা। আমি জানি।

যুবতী। এর মধ্যে কে বল্‌লে?

মহা। গোপাল।

যুবতী। আমি লালবাঁদ প্রতিষ্ঠা করতে মত দিয়েছি।

মহা। বেশ করেছ।

যুবতী। প্রতিষ্ঠা ত কাল?

মহা। হ্যাঁ।

যুবতী তখন আবার মহারাজের প্রতি একটী তীব্র কটাক্ষ প্রয়োগ করিয়া কহিলেন "দেখ মহারাজ, তোমাকে দেখলে আমি সব ভুলে যাই—আমি মনে করে ছিলাম, আজ খুব্ রাগ করবো, কিন্তু তোমার মুখ খানি দেখে আর পারলাম না। দেখ আমি তোমায় কত ভালবাসি কিন্তু তুমিত বাস না।"

মহারাজ যুবতীর অধর চুম্বন করিয়া কহিলেন "আমি ভাল বাসিনা বই কি।"

যুবতী। কই।

মহা। কেন?

যুবতী। কখন ত কাজে দেখলামনা।

মহা। কেন তোমায় কত রত্নালঙ্কার দিয়েছি।

যুবতী ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন "মহারাজ ও সকল ত দুর্ব্বলা রমণীর প্রলোভন, ভাল বাসার নিদর্শন নয়—আমার রত্না-লঙ্কারে কাজ কি ভাই—তোমার তুলনায় কি এসকল?"

এই বলিয়া এক একখানি করিয়া অলঙ্কার খুলিতে লাগি-লেন। মহারাজ বলিলেন "ও কি?"

যুবতী। তুমি মনে কর অলঙ্কারে আমি সুখী—না—নয়.

আমি তোমায় নিয়ে সুখী—তবে তুমি অলঙ্কার পরলে খুসী হও তাই পরি।

মহা। বল আমি কি করলে তুমি সুখী হবে, আমার ভাল বাসার গভীরতা বুঝ্‌বে?

যুবতী। যাতে হয় দেখাও।

মহা। যে রকমে বল্‌বে সেই রকমে দেখাব।

যুবতী। আমি আর কিছু চাই না, কেবল আমার প্রাণকে বুঝতে দাও যে তুমি আমার ভাল বাস, আমার কথা রাখ।

মহা। যে কথা বল্‌বে সেই কথা রাখবো।

যুবতী। দেখ, ভাল করে বিবেচনা কর।

মহা। নিশ্চয় রাখ্‌বো, এতে প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার।

যুবতী রঙ্গ সহকারে বলিলেন "আহা কি কথাই বল্‌লেন ওঁর প্রাণ যাবে আমি এমন কাজ করতে বল্‌বো। আমার কাজ বড়, না তোমার প্রাণ বড়—তুমি বড় না কাজ বড়!"

মহা। কথার কথা বল্‌লাম।

যুবতী। তবে বলি।

মহা। বল।

যুবতী। দেখ ছেলের সামনে অঙ্গীকার কর্‌লে, যদি কুঁতুমুতু কর, ত ভাল হবে না।

মহা। তা কর্‌বো না।

যুবতী। খুব ধুম ধাম করে আমার ছেলের সুন্নদ দিতে হবে।

মহা। এই?

যুবতী। হাঁ—

মহা। আর?

যুবতী। আমার ছেলে সুধু মুসলমান নয়, ক্ষত্রীয়ও বটে—তোমার ছেলে ক্ষত্রীয় হবে না? তবে আমার গর্ভ।

মহা। তা ত বটেই—

যুবতী। তাই হিন্দু মুসলমান সকলকেই সে উৎসবে যোগ দিতে হবে, একত্রে আহার করতে হবে। শ্যামবাঁদের উত্তরে ঐ যায়গাটার "নূতন মহল" নামে একটী স্থান প্রস্তুত করাও, সেই খানে হিন্দু মুসলমান একত্রে সান্‌কীতে আহার করবে।

মহারাজ যেন সহসা বজ্রাহত হইলেন, বাতাহত কদলি বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যায় শয়ন করিলেন।

যুবতী বলিলেন "অমন করে শুলে যে, এখন আর ভাব্‌লে চল্‌বে না, আমি সেই জন্য আগে ভাবতে বলেছি—আমার ছেলের দিব্য না রাখলে আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা কর্‌বো।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঘোর পরিবর্ত্তন।

শিব মন্দিরস্থ অপরিচিত মহাত্মার কথাগুলি মহারাজের যেন দৈব বাণী বলিয়া বোধ হইল, তিনি ক্ষণেক কিংকর্ত্তব্য ভাবে রহিয়া কহিলেন "লালবাই আমায় রক্ষা কর, ইহা রাজার উপযুক্ত কার্য্য নয়—প্রজা ঘোর বিদ্রোহী হইবে।"

যুবতী ভ্রূকুটী ভঙ্গি সহকারে কহিলেন "যে রাজা প্রজাকে ভয় করে তাহার জীবনে ধিক্।"

মহা। আমি সে জন্য বলি নাই—প্রজারা অসন্তুষ্ট হইতে পারে।

যুবতী। তবে প্রজাই তোমার সব—প্রজার রাজ ভক্তির পুরস্কার আছে, কিন্তু আমার ভালবাসার কি কোন পুরস্কার নাই?

মহা। ধন, সম্পত্তি অধিক কি আমি জীবন পর্য্যন্তও দিতেছি, তোমার কি এ সকল কিছুতেই তৃপ্তি হয় না?

যুবতী। না, আমার এই এক সাধ, আমি হিন্দু কর্ত্তৃক ঘৃণিত ইহা সহ্য হয় না।

মহারাজ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

যুবতী বলিলেন "বল?"

মহা। কি বলিব?

যুবতী। আমার আশা সফল হইবে কি না।

মহারাজ তখন সেই শিব মন্দিরস্থ অপরিচিত মহাত্মার সকল কথা লালবাইকে বলিলেন। যুবতী মৃদু হাসিয়া কহিলেন "এ তোমার মহিষী প্রবরা চন্দ্রপ্রভার কার্য্য।"

মহা। চন্দ্রপ্রভার!

যুবতী। নিশ্চয়।

মহা। সে যে ভীমাকার পুরুষ!

যুবতী। অর্থে অনেক পুরুষ পাওয়া যায়। অনেক মূর্খ দৈবজ্ঞ সাজিয়া পরের ভাগ্যলিপি গণনায় কৃতকার্য্য হয়।

মহা। কিন্তু তুমি এবিষয়ের উত্থাপন করিবে তাহা সে কিসে জানিল?

যুবতী। অন্ধকারে ঢিল ফেলা।

মহা। প্রাণনাশের ভয় দেখালে কেন ?

যুবতী। তুমি আমায় ত্যাগ করে আবার চন্দ্রপ্রভার হবে বলে।

মহারাজের কথাটা বড় বিশ্বাস হইল। বলিলেন "হইতে পারে।"

যুবতী সদর্পে কহিলেন "হইতে পারে কি, ইহাই নিশ্চয়।—আর তুমি কি এমনি মূর্খ যে আত্মহত্যা করবে, কেন—কি দুঃখে। আর তা নইলে প্রাণনাশের আর ত উপায় দেখি না।"

মহারাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তা বটে ত।"

যুবতী। তবে ভাবনা কি ?

মহা। সে আবার আমার দেখা করতে বলেছে, দেখা করবো কি ?

যুবতী। গ্রহ থাকে কর, রাজার প্রজার দ্বারস্থ না হলে চলিবে কেন ?

মহারাজের যে হৃদয় সেই অপরিচিত ব্যক্তির বাক্যে অল্প মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা আবার পূর্ব্বভাব ধারণ করিল। তিনি লালবাইয়ের আশা পূর্ণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। সুপ্ত বালকের সুন্দর বদন প্রতি চাহিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল।

যুবতী। আমার কি হইবে বল।

মহা। তাহাই হইবে।

যুবতী। কবে।

মহা। যত শীঘ্র পারি।

যুবতী। বিলম্ব করো না।

মহা। না।

যুবতী তখন মধুরভাবে কহিলেন "ভাই আমার চোক্‌কে বলিহারি।"

মহা। কেন?

যুবতী। যে তোমার মতন মনের মানুষ খুঁজে বার কর্‌তে পারে তাকে বলিহারি নয়!

মহারাজ সহ্লাদে কহিলেন "তা বটে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

(ধর্ম্মনাশ)

যায় হিন্দু ধর্ম্ম রসাতলে যায়—পবিত্র সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম আজ হিন্দু কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল,—মহারাজ লালবাইএর গর্ভজাত সন্তানের সুন্নদ উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানকে প্রকাশ্য ভাবে যোগ দান করিতে আদেশ করিলেন। যে না আসিবে তাহার প্রতি আসিবল প্রয়োগ করা যাইবে, এমন কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিতেও তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল না, প্রাণ কাঁপিল না।

এই কঠোরতম আদেশ প্রচার হইবা মাত্র দেশে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। রাজ্যে ঘোর অরাজকতা—গাঁরি

দিকেই হাহাকার—হিন্দু প্রজাদিগের মর্ম্মভেদী আৰ্ত্তনাদ—নিরুপায়, নিঃসহায় হতভাগ্যদিগের হৃদয় স্তম্ভন শোক রোল! হায় হিন্দুর সম্মান মর্য্যাদা কুলধর্ম্ম জাতি গৌরব সব রসাতলে যায়! আজি বিধি বিড়ম্বনে বিষ্ণুপুরে প্রলয়কাল উপস্থিত! কে এই প্রলয়কালের সর্ব্ব সংহারক গ্রাস হইতে হত-ভাগ্য হিন্দুদিগকে উদ্ধার করিবে? কে এই মায়াবিনী রাক্ষসরূপিণী লালবাইএর কঠোর হৃদয় হইতে এ পাপমতী ঘুচাইবে? কেহই নাই! মহারাজ আজি তাহার কুহক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। প্রজার চক্ষের জল দেখিয়া আর তাঁহার হৃদয় গলে না। তবে উপায়? নিঃসহায় প্রজাবৃন্দ কাহার কাছে দাঁড়াইবে, কাহার কাছে দুঃখের কান্না কাঁদিবে? কাহার কাছে আশ্রয় চাহিবে?

কুমার গোপাল সিংহ মহারাজকে কত বুঝাইলেন, কত কাঁদিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাজ মহিষী চন্দ্র-প্রভা কত করিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার পদ যুগল ধরিয়া কত কাঁদিলেন, কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় পূর্ব্ববৎ সুদৃঢ় রহিল। যে চক্ষে জল দেখিলে তিনি ত্রিসংসার অন্ধকার দেখিতেন, আজি সেই চন্দ্রপ্রভা আকুল নয়নে, উদাস হৃদয়ে, বিকল প্রাণে, কতই কাঁদিলেন, কিন্তু মহা-রাজের দয়া হইল না, তিনি অভাগিণীর কথা রাখিলেন না, রাজের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল না! সুগন্ধাও কত বুঝাইলেন, রজনী কান্ত কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

প্রজাকুল উন্মত্তের ন্যায় আকুল হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে,

বক্ষে শিরে করাঘাত করিয়া, শিলাখণ্ডে মস্তক কুটিয়া, রাজদ্বার শোণিত প্লাবিত করিয়া ফেলিল, উচ্চৈস্বরে করুণতারে মহা-রাজের দয়া ভিক্ষা চাহিল, কিন্তু মহারাজ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। লালবাইএর পরামর্শে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য সৈন্য বর্গকে আদেশ করিলেন। দুর্দ্দান্ত তেগেখাঁ কালেখাঁ সেই সৈন্যবর্গের অধিনায়কত্ব করিলেন। প্রজাকুল আরও হতাশ হইল, আরও ভীত হইল। আহার নিদ্রা কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দলে দলে একত্রিত হইয়া এই আশু বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় ভাবিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকার প্রাণ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে চন্দ্রপ্রভা তাঁহার প্রাণ সখী সুগন্ধা সহ সেই কুসুমোদ্যানে আবার উপস্থিত। এখন চন্দ্রপ্রভার আর সে রূপ লাবন্য নাই, পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নাই, আর কিছুই নাই—বস্তুত তাঁহাকে চন্দ্রপ্রভা বলিয়া চেনা যায় না। সেই তপ্ত-কাঞ্চন রূপ বর্ণ যেন কালিমাময় হইয়া গিয়াছে—সে চল চল চক্ষু কোটরাশ্রয় করিয়াছে। সেই সঘন কৃষ্ণ কেশরাশি কেমন এক মত হইয়াছে। সে রূপের আর কিছুই নাই,—একি আমাদের সেই চন্দ্রপ্রভা, না তাহার ছায়া মাত্র।

চন্দ্রপ্রভা সুগন্ধার হস্তধারণ করিয়া সজল চক্ষে কহিলেন "সুগন্ধা কি হবে ভাই ?"

সুগন্ধা। আর উপায়—বলতে ত বাকি করা গেল না, কিন্তু তিনি ত কারও কথা শুনবেন না।

চন্দ্র। প্রজারা ত আর মানে না, ধর্ম্মের জন্য লোকে কি না করে।

সুগন্ধা। তা ত বটেই—আহা কুমার যেন পাগল হয়েছেন, দিন রাত বিমর্ষ।

চন্দ্র। অমন ভাই আর হবে না।

সুগন্ধা। না।

চন্দ্র। আর ত দিন নাই, মাঝে কেবল কালকের দিনটী, প্রজারা ত আর থাকে না—তারা মহারাজকে হত্যা করবে, হায় আমার কপালে কি এই ছিল!

সুগন্ধা চন্দ্রপ্রভার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "আর কেঁদ না।"

চন্দ্র। আর কাঁদবো না। আমি যে কাঁদতেই জন্মেছি সই।

সুগন্ধা। চুপকর।

চন্দ্র। এখন কি করি—প্রজারা যে আমার অনুমতি চায়—আমি কি স্বামী হত্যার অনুমতি দেবো! নানা তা পারবো না। তবে কি হিন্দু ধর্ম্ম লোপ পাবে? প্রজাদের প্রার্থনার ন্যায্য বিচার হবে না। সই কি হয়, আমি কোথায় যাই?

সুগন্ধা। কুমার কি বলেন?

চন্দ্র। তিনি প্রজাদের আমার মত নিতে বলেছেন। তাঁকে হত্যা ব্যতীত ধর্ম্ম রক্ষার আর কোন উপায় নাই। সই এ কথা

যে ভাবতে প্রাণ ফেটে যায়—তাই বলি তুমি যাও, আমায় ছাড়, আমি আত্মহত্যা করে প্রাণ জুড়াই—এ দারুণ জ্বালা ভুলি।

সুগন্ধা। না সই আমি তোমায় ছাড়বো না।

চন্দ্র। তবে কি আমি স্বামী হত্যা স্বচক্ষে দেখ্‌বো।

সুগন্ধা। কি হয় তার ঠিক কি? এখনি উতলা হও কেন?

চন্দ্র। মন্দই আগে হয়।

সুগন্ধা। লালবাঁদ প্রতিষ্ঠার মত যদি মন আবার ফিরে যায়।

চন্দ্র। তা হলে এত দিন যেত।

সুগন্ধা। তা বলে কি আশা ছাড়্‌তে আছে?

চন্দ্র। আমার ত আশা নাই।

সুগন্ধা। আমার আছে।

চন্দ্র। ঈশ্বর করুন তাই হোগ।

সুগন্ধা। তাই হবে, তিনি কি এর উপর আরও কষ্ট দেবেন। তিনি কি এতই নির্দ্দয়!

চন্দ্র। আমার কপালে সকলই হয়।

সুগন্ধা। আচ্ছা, লালবাইকে প্রজারা হত্যা করুক না, তা হলেই ত সকল আপদ মিটে যায়।

চন্দ্র। তা হলে কি প্রজারা বাঁচ্‌বে,—সে প্রতিহিংসা বহ্নি কি সহজে নিব্‌বে?

সুগন্ধা আর কোন কথা কহিলেন না। চন্দ্রপ্রভা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "হায় আমি যে নিবিষ্টমনে একাগ্রচিত্তে শিব পূজা কর্‌তাম এই কি তার প্রতিফল।

চল সই ঐ শিবালয়ে আজ হত্যা দেব, দেখি মহাদেব প্রসন্ন হন কি না। যতক্ষণ না আমি বর পাব, যতক্ষণ না আমায় মহারাজের প্রাণ রক্ষার উপায় হবে, ততক্ষণ উঠ্‌বোনা, এতে প্রাণ যায় তাও স্বীকার।

সুগন্ধা। কেউ যদি দেখ্‌তে পায়।

চন্দ্র। ওদিকে জন প্রাণী নাই।

সুগন্ধা। তা ত জানি, কিন্তু আজ কাল যদি থাকে।

চন্দ্র। থাকে, সরে যাবে।

সুগন্ধা দেখিলেন মহা বিপদ, তিনি আবার বলিলেন "আজ না গেলেই নয়।"

চন্দ্র। না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

উন্মাদিনী চন্দ্রপ্রভা।

চন্দ্রপ্রভা সুগন্ধার বাধা মানিলেন না, পাগলিনীর ন্যায় সেই শিব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "দয়াময়—আমায় রক্ষা কর—আমার প্রতি দয়া কর—তোমার দয়াময় নামের সার্থকতা কর—দেব তুমি ত অন্তর্যামী—রমণীর স্বামী যে কি অমূল্য বস্তু তাত তুমি জান দেব। আপনি সতী শোকে উন্মত্ত হয়েছি-

লেন, আজি আমি আমার প্রাণাধিক স্বামী রত্নের জীবন ভিক্ষার জন্য আপনার দ্বারস্থ—আমার প্রতি কি দয়া হবে না দেব! আমার প্রতি কি মুখ তুলে চাবেন না? চাবেন বই কি—না চান আপনার দয়াময় নামে কলঙ্ক হবে—আমি স্বহস্তে আমার হৃদ্‌পিণ্ড উৎপাটন করবো।"

চন্দ্রপ্রভা এই বলিয়া সেই দেব প্রতিমার সম্মুখে নিবিষ্ট চিত্তে জানু পাতিয়া বসিলেন। সুগন্ধাও তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন।

অনেকক্ষণ তাঁহারা সেই নির্জ্জন স্থানে সেইরূপ তন্ময় ভাবে একাগ্রচিত্তে বসিয়া রহিলেন—এমন সময় কে জলদ গম্ভীর স্বরে কহিলেন "মা কেন এ কঠোর নিষ্ঠা।"

তাঁহারা উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন, চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, মস্তকে জটাভার, পরিধান গৈরিক বসন, চক্ষু জ্যোতি সম্পন্ন—প্রখর, উজ্জ্বল—মুখভাব সরল। রমণী-দ্বয় ভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রনাম করিলেন, চন্দ্রপ্রভা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "দেব আপনি ত অন্তর্যামী—আমি কেন এখানে আসিয়াছি তাহা কি বলিতে হইবে।"

সেই অপরিচিত ব্যক্তি গম্ভীরস্বরে মৃদু হাস্য সহকারে কহিলেন "আমি দেবতা নই—তবে তোমার মনোভাব বুঝিয়াছি বটে।"

চন্দ্রপ্রভা করপুটে কহিলেন "উপায় করুন।"

*অপ। চন্দ্রা—এ সকলি ভবিতব্যতা, ভবিতব্যতার গতি-রোধ কে করিতে পারে? সে দিন তোমার স্বামীকে এই শিব মন্দিরে দেখিয়া ইঙ্গিতে অনেক বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কি

কল ফলিল—তাই বলি এ সকল ভবিতব্যতা, ইহার ব্যতিক্রম করা মনুষ্য সাধ্যায়ত্ব নহে।

চন্দ্র। তবে কি কোন উপায় হবে না। দেবতা কি আমার প্রতি—এই চির অভাগিণীর প্রতি, প্রসন্ন হবেন না?

অপ। হবেন—কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইবে। চন্দ্রা—মৃত্যুতে ভয় কি—ঈশ্বর মৃত্যু দ্বারা মনুষ্যের অবস্থার উন্নতি ব্যতীত অবনতি করেন না। সেই অক্ষয় অমর রাজ্যে তুমি স্বামী সুখে চির সুখিনী হইতে পার, ঈশ্বর মঙ্গলময়—তোমার মঙ্গলের জন্য হয়ত এ কার্য্য করিতেছেন।

চন্দ্র। কিন্তু আমার ভবলীলার কি এই রূপে সমাপ্তি হবে?

অপ। চন্দ্রা, আবার বলি এ সকলই ভবিতব্যতা।

চন্দ্র। প্রভু, ভবিতব্যতা মানিলাম, কিন্তু আমার কোন অপরাধের এ ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত!

অপ। চন্দ্রা সে কথা শুনিয়া কাজ নাই—শুনিয়া সুখী হইবে না।

চন্দ্র। না আমায় বলুন, আমাকে সকল কথা বুঝিতে দিন।

অপ। চন্দ্রা, তুমি তখন বালিকা কিন্তু বড় হইয়া বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে তোমার পিতা একটী ব্রাহ্মণ কন্যার বক্ষ- চ্ছেদন করেন।

চন্দ্রার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, কম্পিত স্বরে বলিলেন "জানি।"

অপ। দেবীর অভিসম্পাত জান?

চন্দ্র। বংশলোপ—তা আমার মৃত্যু হইলেই ত দেবী বাক্য সফল হয়।

অপ। সত্য, কিন্তু মহারাজের যদ্যপি সেই রূপ কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে।

চন্দ্রার হৃদয় কাঁপিল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, চক্ষের জল মুছিলেন, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই তেজস্বী পুরুষকে বলিলেন "তবে একটী বর দিন।"

অপ। কি ?

চন্দ্র। আমার যেন এখনি মৃত্যু হয়।

অপ। মৃত্যুর জন্য চিন্তা কেন ?

চন্দ্র। সেই চিন্তাই আমার বলবতী।

অপ। কাল পূর্ণ না হইলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

চন্দ্র। আমি বৈধব্য সহ্য করিতে পারিব না, মহারাজকে না দেখিয়া বাঁচিব না।

অপ। তোমার ন্যায় পুণ্যবতীকে সে যাতনা সহ্য করিতে হইবে না। সেই অনন্তরাজ্যে তোমার অনন্তসুখের আয়োজন হইতেছে।

চন্দ্রপ্রভা নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন, অপরিচিত মহাত্মা বলিলেন "চন্দ্রা! আমার কথা রাখ, গৃহে যাও, আর এখানে বিলম্ব করিও না, এখনি তোমায় মহাযাত্রার আয়োজন করিতে হইবে।"

চন্দ্র। দেব! কি সুখে গৃহে যাইব ?

চন্দ্রপ্রভা আর সে কথার কোন উত্তর পাইলেন না, চাহিয়া দেখেন সেই অপরিচিত মহাত্মা আর সেখানে নাই, তিনি বিস্মিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে সুপঙ্কার

দিকে তাকাইলেন, সুগন্ধাও বিস্মিত ভাবে তাঁহার বদন প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। ক্ষণেক পরে চন্দ্রপ্রভা বলিলেন "সখি একি ?"

সগন্ধা। যাহাই হউক গৃহে চল, তিনি দেবতাই হউন, বা মানবই হউন, তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য।

চন্দ্রপ্রভা আর কোন কথা কহিলেন না, সেই শিবলিঙ্গকে ভক্তিভাবে গললগ্নবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বিমর্ষচিত্তে সুগন্ধা সহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

যোড়শ পরিচ্ছেদ।

পরিণাম।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রাসাদ সম্মুখস্থ সুবিস্তৃত চত্বরে মহারাজ রঘুনাথ সিংহ পারিষদ পরিবৃত হইয়া সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছিলেন. এমত সময়ে একটী শাণিত শর তাঁহার বাম কক্ষে দৃঢ় রূপে সংবিদ্ধ হইল। তিনি আসন হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন, এমত সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে শর বৃষ্টি হইতে লাগিল, দারুণ শরাঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, তিনি নির্জ্জীব প্রায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। হায়! ভীষ্ম যেন শরাসনে শায়িত হইলেন।

সেই অন্তিম সময়ে শরাসনে শায়িত হইয়া তাঁহার যেন জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি কুমার গোপাল সিংহকে নিকটে

আহ্বান করিলেন, কুমার তখন বালকের ন্যায় রোদন করিতে ছিলেন। কুমার সন্নিকটে আসিলে মহারাজ বলিলেন "গোপাল, তুমিই এখন বিষ্ণুপুরের অধিপতি, আমার অন্তিমকাল উপস্থিত, অধিক বলিবার সময় নাই—মনে রাখিও যে প্রজা রঞ্জনই রাজার ধর্ম্ম—আর সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যেন অব্যাহত রহে। আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবি হইয়া প্রজারঞ্জক রাজা হও—আমাদের স্বর্গীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের পবিত্র মুখ উজ্জল কর—এই পাপাত্মার দুর্ণাম আপনয়ন কর।" তিনি একটী সরল সুদীর্ঘ শ্বাসক্ষেপ করিয়া কহিলেন "আর বিধর্ম্মী মুসলমান যেন রাজ্য মধ্যে স্থান না পায়। তুমি অন্তঃপুরে যাও—চন্দ্রপ্রভাকে সান্ত্বনা করগে—দেখিও তিনি যেন আত্মহত্যা না করেন। বড় ইচ্ছা যে সেই মুখখানি একবার দেখি—কিন্তু সাহস হয় না—আমার এ অবস্থা দেখিলে চন্দ্রা কি বাঁচিবে! আর তাঁহাকে ক্লেশ দিব না—ইহা আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বটে—উঃ! বড় যাতনা। আর এক কথা, লালবাইকে হত্যা করিও না, নারী হত্যার পাতক হইও না।"

তখন প্রজাকুল তাঁহার সম্মুখদেশে দণ্ডায়মান হইয়া অঝোরে রোদন করিতেছে। মহারাজ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্য সরিল না, জিহ্বা অসাড় হইয়া উঠিল—চক্ষের ভাব ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া উঠিল। এমন সময় মহারাজ সেই ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার সম্মুখ ভাগে সেই শিবমন্দিরের অপরিচিত মহাত্মা দণ্ডায়মান—তাঁহার মুখ ভাব বড়ই মধুর ও শান্তিপ্রদ। মহারাজ তাঁহাকে প্রণাম করিতে কর যুগল উঠাইতে চেষ্টা করিলেন,

কিন্তু পারিলেন না। সেই অপরিচিত মহাত্মা মৃদুস্বরে কহিলেন "আশীর্ব্বাদ করি তোমার প্রেমাত্মার শান্তি হউক, বৎস তুমি অদ্য অখণ্ডনীয় ভবিতব্যতার ফল ভোগ করিলে—কিন্তু তোমার এই অন্তিম সময়ের জ্বলন্ত অনুশোচনা তোমায় অনন্ত স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী করিয়াছে। চন্দ্রার জন্য চিন্তিত হই'ও না, চন্দ্রার বিরহ তোমায় আর সহ্য করিতে হইবে না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি তোমার সহিত মিলিত হইবেন, সে মিলনে আর বিচ্ছেদ নাই।"

অপরিচিতের কথা থামিবা মাত্র, মহারাজের সেই পঞ্চভৌতিক দেহ ভারের একটী ঘোর পরিবর্ত্তন হইল। মহারাজ এই মায়াময় পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিলেন, তাঁহার চক্ষু স্থির হইল, কিন্তু তাঁহার বদন মণ্ডলে শান্তি ও পবিত্রতাময় চিহ্ন যেন প্রতিভাত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

চন্দ্রপ্রভাকে কেহই নিরস্ত করিতে পারিল না, তিনি স্বামীর সহগমন করিতে স্থির সঙ্কল্পা হইলেন; সুতরাং তাহারই যথাবিধ আয়োজন হইতে লাগিল। আজি চন্দ্রপ্রভার চক্ষে আর জল নাই—চন্দ্রপ্রভা সুগন্ধার হস্ত ধারণ করিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন "আমি জন্মের মত চলিলাম—কিন্তু তুমি আমার

বিস্মৃত হইওনা, মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিও, তাহা হইলে আমার প্রেতাত্মা পরম প্রীত হইবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, কিন্তু আমার একটী কথা রাখ।”

সুগন্ধা সরোদনে বলিলেন “কি কথা।”

চন্দ্র। আমার যাহা কিছু আছে সে সমস্তই তোমার সন্তানের।

সুগন্ধা। সন্তান কোথায়?

চন্দ্র। হইবার ত বিলম্ব নাই।

তখন সুগন্ধা আটমাস সসত্বা, সুতরাং তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। চন্দ্রপ্রভা আবার বলিলেন “আমার অলঙ্কারাদি যাহা আছে তাহা দরিদ্রদিগকে দিবে। আর একটী কথা, দেখিও যেন লালবাইয়ের উপর কোন অত্যাচার না হয়, তাহার গর্ভজাত সন্তানের যেন কখন অন্নবস্ত্রের ক্লেশ না হয়।”

সুগন্ধা কাঁদিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভা আবার বলিলেন “তবে আমি চলিলাম।”

সুগন্ধা কোন উত্তর দিলেন না।

তখন চন্দ্রপ্রভা, সুগন্ধা ও পৌরজন কর্ত্তৃক পরিবৃতা হইয়া মৃত স্বামী সদনে উপস্থিত হইলেন। স্বামীর সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ যে কিরূপ আকুলিত হইল, তাহা বলা যায় না, তাঁহার প্রাণের ভিতর কেমন এক প্রকার করিয়া উঠিল, কিন্তু তাঁহার বদন মণ্ডলে তাহার কোন চিহ্ন দেখা দিল না, তাঁহার চক্ষু বাহিয়া প্রবল অশ্রুধারাও বহিল না।

চন্দ্রপ্রভা মৃত স্বামীর চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে

করিলেন,—পরম পবিত্রচিত্তে শান্তভাবে অতুল প্রেম ও আনন্দ-ভরে চিতায় উপবেশন করিলেন, চতুর্দ্দিকে রজত কাঞ্চন অন্ন বস্ত্র বিতরিত হইতে লাগিল,—হরিধ্বনি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই পবিত্র চিতায় অগ্নি সংযুক্ত হইল;—ধূ-ধূ করিয়া চন্দনের চিতা জ্বলিয়া উঠিল, আত্মীয় স্বজন হা হা করিতে লাগিল, প্রজাকুল নিস্তব্ধ, শোকে ম্রিয়মান! রজনীকান্ত ও কুমার গোপাল সিংহ একপার্শ্বে বিমর্ষভাবে কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান। তাঁহারা উভয়েই যেন প্রাণ হীন, চেতনা বিরহিত।

এই সময় সুগন্ধা চিতার এক পার্শ্বে নিবিষ্টচিত্তে উপবিষ্টা হইয়া আপন মনে কি ভাবিতে ছিলেন, তাঁহার চক্ষু যদিও একটী নির্দ্দিষ্ট পদার্থের দিকে সংলগ্ন ছিল, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা সেখানে ছিল না, তিনি উদাস হৃদয়ে, বিকল প্রাণে কত কি ভাবিতে ছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার বোধ হইল—মহারাজ রঘুনাথ সিংহ যেন সহাস্য বদনে তাঁহার প্রাণ শূন্য কায়ার ঊর্দ্ধভাগে দণ্ডায়মান। তাঁহাকে আবাহন করিতে যেন কত স্বর্গীয় লোক আসিয়াছেন। রঘুনাথ সিংহ যেন চন্দ্রপ্রভার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ক্রমে চিতা হইতে যেন একটী প্রবল ধূমধারা উত্থিত হইল, ক্রমে তাহা রঘুনাথ সিংহের নিকটবর্ত্তী হইল—দেখিতে দেখিতে তাহা চন্দ্রপ্রভাতে পরিণত হইল। পরস্পরে যেন প্রগাঢ় প্রেম ভরে, পরম পুলক প্রাণে আলিঙ্গিত হইয়া এক অভাবনীয় সুখানুভব করিলেন, সে পরিতৃপ্তির আর ইয়ত্তা নাই! সুগন্ধা তখন চিৎকার করিয়া উঠিলেন, তাঁহার জ্ঞান লোপ পাইল, রজনীকান্ত তাঁহার সংজ্ঞা শূন্য ভার্য্যাকে

স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। রঘুনাথ সিংহ ও চন্দ্রপ্রভার ভবলী
সাঙ্গ হইল। সত্যসিংহের বংশ বস্তুতই লোপ পাইল!

সমাপ্ত।

বিরজা।

—ঃঃ—

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রেম সম্ভাষণ।

শতাব্দি বিগত হইয়াছে,—যখন বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার রত্নময় সিংহাসনে বাদসাহ সিরাজ উদ্দৌলা আধিপত্য করিতেন, যখন সেই ঘোর নির্দ্দয় পাষণ্ডের অত্যাচারে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা রোদন করিত, আমরা সেই সময়ের একটী ঘটনা বিবৃত করিতে অগ্রসর।

গ্রীষ্মকাল, তপন দেব মনের সাধে পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিমাকাশে আপন রক্তিম লোচন বিস্তার করিতেছেন, যেন আশা মিটেনাই, আরও দগ্ধ করিতে ইচ্ছা আছে। বিহঙ্গমগণ যেন বিদায়পর মার্ত্তণ্ডদেবের হৃদয় গত ভয়াবহ ভাব অবগত হইয়াই কাকলিসহ সভয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। ব্রততী মৃদু বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া সহকার তরুকে প্রেমালিঙ্গন করিতেছে, মনের আশা মিটাইয়া লইতেছে। তরুশিরে প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি যেন আপনাপন ক্ষণিক জীবনে পরিতৃপ্ত জানিয়া কাহারও বিষাদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনে

হাসিতেছে। এমন সময়ে নন্দনপুরের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী তীরে ধীর পাদ বিক্ষেপে একটী যুবক উপস্থিত হইলেন, যুবকটীর বয়ঃক্রম অনূ্যন বিংশতি বর্ষ, উন্নত নাসিকা, স্থটানা ভ্রূযুগল, দীর্ঘচক্ষু, গঠনলালিত্য ও অঙ্গাবয়বের পরিপাট্য তাঁহার সৌন্দর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ; কিন্তু কে জানে, এ সমস্ত সৌন্দর্য্যেও যেন কিসের অভাব ছিল, সে সুন্দর চক্ষু যুগলে সে পূর্ণ জ্যোতিঃ নাই, যৌবনের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি নাই, বদন বিরস। পণ্ডিতে বলেন যে "লোকের দরিদ্রতা তাহার মুখভাবে প্রকাশ পায়।" আমরাও এ কথাটী স্বীকার করি, যুবকটীর মুখভাব পরীক্ষা করিলে এ বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়!

যুবকটীর নাম অম্বিকাচরণ, অম্বিকাচরণের ইহ সংসারে কেহই নাই, মাতা ছিলেন তিনিও প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল মৃতা হইয়াছেন, অম্বিকার অবস্থা অতি মন্দ, গোপালচন্দ্র গ্রামস্থ জমিদারের নায়েব, অম্বিকা তাঁহারই অধীনে চাকুরী করেন, যাহা কিছু পান তদ্দ্বারা কায় ক্লেশে দিনাতিপাত হয়। অম্বিকাচরণের বাল্যাবধি লেখাপড়ায় বড় মনোযোগ, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার সফলতাও হইয়াছিল। অম্বিকা বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন, কিন্তু সহায় নাই, সুতরাং লেখাপড়া শিখিয়াও তাহার কোন ফল দর্শে নাই, অম্বিকা মূর্খ নায়েবের অধীনে চাকুরী করিয়া দিনাতিপাত করেন।

অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ সেই অস্তগামী সুধাকর-দীপ্ত ক্ষুদ্র প্রবাহিণীর বিমল বক্ষপ্রতি স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, পরে, নিস্তব্ধভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এমত সময়ে তথায় একটী রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল, রমণীর

বয়ঃক্রম প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর—দেখিতে পরম রমণীয়, বর্ণ পূর্ণোজ্জ্বল, বক্ষের ভাব অতি সুন্দর, মনোহর নাসিকা, দিব্যচক্ষু তাহাতে মধুর যৌবনের সুখময়ী লালিত্য—সুন্দরী, গ্রামস্থ জমিদারের নায়েব গোপালচন্দ্রের দুহিতা নাম—"বিরজা।"

রমণীটিকে দেখিয়া অম্বিকাচরণ যেন সহসা পূর্ব্বাপেক্ষা হর্ষোৎফুল্ল হইলেন, রমণী ধীর পাদ বিক্ষেপে তাঁহার নিকটে আসিলেন, উভয়ে অনেকক্ষণ—উভয়ের বদন প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, বিরজা বলিলেন "তুমি দিন দিন এমন মলিন হচ্চ কেন?"

অম্বিকা। বিরজা! যে দুঃখী তাহার কি না সম্ভবে? আমি যদি মলিন না হব, তবে কে হবে?

বিরজা নিস্তব্ধ হইল, তাহার সেই সুন্দর চক্ষু বহিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু বিনির্গত হইল।

অম্বিকা। তুমি কাঁদ্‌চ?

বিরজা অধোবদন হইল, কোন উত্তর দিল না।

অম্বিকা। কেন বিরজা, কেন তুমি কাঁদ্‌চ?

বিরজা। তোমার অবস্থা দেখে।

অম্বিকা। দরিদ্রের শোচনীয় অবস্থা দেখে কি তোমার হৃদয় কাঁদে?

বিরজা তাহার কোন উত্তর দিল না, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

"বিরজা কাঁদিতেছ" বলিয়া অম্বিকাচরণ বিরজার হস্ত ধারণ করিলেন, অম্বিকার প্রাণ যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে প্রয়াণ করিল, বিরজা আবার একবার অম্বিকার প্রতি চাহিল, তাহার

নয়ন যুগল হইতে আবার প্রবলবেগে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অম্বিকাচরণ সযত্নে বিরজার নয়ন বারি মুছাইয়া দিলেন। বিরজা ধীরে ধীরে আপন মস্তকটি অম্বিকাচরণের চিন্তোদ্বেলিত বক্ষে রক্ষিত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন অম্বিকাচরণের দারিদ্র্যনিপীড়িত চিত্তে যে কি অপূর্ব্ব ভাব ক্রীড়া করিতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। তিনি নির্ব্বাক নিস্পন্দ ও কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন, জগৎ ভুলিলেন, দারিদ্রতা ভুলিলেন, জগতের যাবতীয় ক্রূরতা বিস্মৃত হইলেন, হৃদয়াকাশে যে ঘোর ঘনঘটা এতকাল বিরাজ করিয়াছিল, তাহা অপনিত হইল, সুখের শারদীয় পূর্ণ শশাঙ্ক যেন তাহার শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল, সে শোভা অপূর্ব্ব, সে শোভার প্রভাবে দীন সাম্রাজ্য পায়,—আজি দৈবানুগ্রহে দরিদ্র অম্বিকাচরণ সেই দেবতা-বাঞ্ছিত সাম্রাজ্যের অধিকারী। এখন এ কুটিল বিশ্ব সংসারে আর তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে? আমরা বলি অম্বিকাচরণ তুমি ধন্য, এখন তোমার দারিদ্র্য অনেকের স্পৃহনীয়, যাহার স্বপ্নের সফলতা হয়, তাহার তুল্য সুখী এ সংসারে আর কে আছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশার অঙ্কুর।

নন্দনপুরের জমিদার মহাশয়ের নাম উমাচরণ। উমাচরণের পিতার তিনি একমাত্র পুত্র। যৌবনকালে উমাচরণের চরিত্র ভাল না থাকায় তাঁহার সমস্ত বিষয় বিভব তদীয় পৌত্র বিজয়কৃষ্ণের নামে উইল করিয়া যান। উমাচরণ নামেও কার্য্যে জমিদার বটেন, কিন্তু বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তাঁহার পুত্র বিজয়কৃষ্ণের। উমাচরণ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত জমিদার ছিলেন, তাঁহার প্রতাপে প্রজাবর্গ শশঙ্কিত, কথায় বলে "বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়" বস্তুতঃ ইহার জমিদারিতে তাহাই ছিল। যদিও উমাচরণ রাজ সরকার হইতে রাজসম্মান সূচক কোন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই, তথাপি তাঁহাকে লোকে "রাজা বাহাদুর" বলিত। তিনিও মনে মনে আপনাকে রাজা বলিয়া জানিতেন।

জমীদার বা রাজা বাহাদুরের বাটী নন্দনপুরের এক প্রান্ত-ভাগে, বাটিটী সেকেলে ধরণের, কিন্তু বৃহৎ—সদর অন্দর প্রায় একত্রেই, চতুর্দ্দিকে দ্বিতল চক্। বাটীর মধ্যে উমাচরণ বাবুর স্ত্রী, তাঁহার ভগ্নী, তিনি বিজয়কৃষ্ণ, এতদ্ব্যতীত আত্ম সম্পর্কীয় আর কেহ ছিলেন না।

মনুষ্য চিরদিন আপনার ভাগ্যলিপির প্রসন্নতা গণিয়া থাকে, অধিক কি তৎসম্বন্ধীয় স্বপ্ন দর্শনেও সুখানুভব করে, এই অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা যখন মানব মাত্রেরই সাধ্যায়ত্ত নহে, তখন গোপাল চন্দ্র যে তাহার বিপর্য্যয় করিবেন, ইহা স্বপ্ন বা ঘোর দুরাশা মাত্র। গোপাল চন্দ্রের মনের

দুহিতা বিরজা অম্বিকাকে ভালবাসে, ইহা অপেক্ষা অধিক দুষ্কর্ম্ম বা পাপের কার্য্য আর কি হইতে পারে? পণ্ডিতে আত্মসমর্পণ সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু সংসার বলিতেছে পণ্ডিত হইলে কি হইবে, যাহার অর্থ নাই সে কি মনুষ্য? সে কি কখন প্রেমিক পদ বাচ্য হইতে পারে?—আমাদের গোপাল চন্দ্রেরও সেই ধারণা, বিরজার এই অসঙ্গত অলৌকিক আত্মসমর্পণ তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত করিতেছিল, তিনি তাহার প্রদাহনে অস্থির হইতেছিলেন।

গোপালচন্দ্রের আশা বড় উচ্চ ছিল, তিনি মনে করিতেন বুঝি বিরজার তুল্য সুন্দরী আর দ্বিতীয় নাই, বস্তুতঃ গোপালের ধারণা নিতান্ত অলীক নহে। তাঁহার ধারণা ছিল, বিরজা রাজরাণী হইবার উপযুক্ত, তবে একটী রাজা খুঁজিয়া মিলেনা, কিন্তু তথাপি গোপাল তাঁহার আশালতার মূলে অবিরত আশা-বারিসিঞ্চন করিতেন।

মনুষ্য একটী সূত্র ধরিয়া আশার অঙ্ক পাত করে। সুতরাং আমাদের বিচক্ষণ নায়েব মহাশয়ের আশা যে সূত্রহীন তাহা কি করিয়া বলিব?—কিন্তু সেই সূত্রটী কি? নন্দনপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমিদার, যাঁহাকে লোকে রাজা বলিয়া জানিত, তাঁহার বিজয় নামে একটীমাত্র পুত্র, তাহা বোধ হয় পাঠক অবগত আছেন। তিনি অবিবাহিত। কিন্তু উমাচরণ যে তাঁহার একমাত্র পুত্রের সামান্য নায়েবের কন্যার সহিত বিবাহ দিবেন ইহা কি সম্ভব? কিন্তু গোপাল ভাবিত সম্পূর্ণ সম্ভব। গোপাল রামচন্দ্র জন্মাইবার পূর্ব্বে রামায়ণ প্রকটনের ন্যায় স্বীয় ভবিষ্যত সফলতার একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া-

ছিলেন। তিনি বিজয়ের চরিত্র বেশ জানিতেন, অর্থ সম্পন্ন জমীদারের মূর্খ পুত্র যে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভূত, বিজয়ও যে সেইরূপ তাহা স্বীকার্য্য। গোপালচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে বিজয় যদ্যাপি, কোন প্রকার উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া একবার বিরজার রূপে মুগ্ধ হয় তাহা হইলেই তিনি স্বকার্য্য উদ্ধার করিবেন। বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। তাঁহার এ বিবাহে উমাচরণ বাবু বিরক্ত হইলেও কোন বিশেষ ক্ষতি নাই, তিনিই তখন সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিবেন, বিজয় সাবালক, মনে করিলেই পিতৃ হস্ত হইতে বিষয় বাহির করিয়া লইতে পারিবে। বস্তুতঃ গোপালের এই আশাই দৃঢ়রূপে তাহার হৃদয়ে ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিল, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এ আশা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে। এবং এই আশাতেই, বিজয়কে উত্তেজিত করিয়া, অনাথ, সহায় শূন্য, আশ্রয়হীন অম্বিকাচরণের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতযত্ন হইয়াছেন।

বেলা প্রায় অবসান, সূর্য্যের স্তিমিত কিরণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভূমি হইতে ক্রমশঃ বৃক্ষ শাখা, তথা হইতে আরও ঊর্দ্ধে, এইরূপে ক্রমান্বয়ে আকাশে উঠিতেছে, এমত সময়ে এইরূপ সু বা দুশ্চিন্তা সহচরী সমভিব্যাহারে গোপালচন্দ্র কত প্রকার কত কৌশল চিন্তা করিতে করিতে কার্য্যস্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, বিজয় একাকী সেই পথে মৃদুপাদ বিক্ষেপে বিচরণ করিতেছেন। বিজয়ের বয়ঃক্রম অন্যূন ঊনবিংশতি বর্ষ—দেখিতে বেশ সুশ্রী,—কিন্তু শীর্ণ, যৌবনের যদৃচ্ছ অপব্যয়ে সাধারণতঃ যুবকেরা যেরূপ হইয়া থাকে, ইনিও

তদ্রূপ হইয়াছেন। গোপাল তাঁহাকে দূর হইতে চিনিলেন, মনে মনে বলিলেন " জগদীশ্বর আমাকে এমন দিন কবে দিবেন যে দিন বিজয়কে জামহা বলিয়া সম্বোধন করিয়া প্রাণ জুড়াইব " গোপালের চক্ষে প্রকৃতই আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল,—একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া বিজয়ের বাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সুধাধবলিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল, মনে মনে বলিলেন " বিরজা, তুই এই অমরাবতীতে বিরাজ করিবি, নন্দনকাননের প্রস্ফুটিত পারিজাত হইবি, ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা।" তখনই আবার হতভাগ্য অম্বিকাচরণের বিষন্নমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় পটে স্থান পাইল, হৃদয়ে কে যেন অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দিল, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইল। এমত সময়ে গোপাল বিজয়ের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, বলিলেন "আজ যে এ দিকে!"

বিজয়। তোমার মেয়েকে দেখ্‌তে।

গোপালচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার কুটিরে আপনার পদার্পণ হবে।"

উভয়ে চলিলেন, গোপাল বিজয়ের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ বাটিতে উপস্থিত হইলেন। গোপাল তাঁহার বাটির সম্মুখে একটি সুন্দর বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা বিজয়কে দেখাইলেন। বিজয় তাহার পারিপাট্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তথা হইতে তাঁহাকে বাটির মধ্যস্থ উপরের ঘর—যে ঘরে বিরজা বসিয়া ছিল, তন্মধ্যে লইয়াগেলেন, তথায় একটি সুন্দর পরিষ্কার শয্যা ছিল, গোপালচন্দ্র অতি সমাদরে বিজয়কে তাহাতে উপবেশন করাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—::—

বিজয়চন্দ্র।

সহসা কক্ষমধ্যে বিজয়কে দেখিয়া বিরজা লজ্জাবনত মুখী হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান করিল। বিরজার দাসী তাহার অনুসরণ করিল। বসন্ত যৌবনা স্থিরা সৌদামিনীরূপা বিরজাকে দেখিয়া বিজয়ের মন যে বিচলিত হইল তাহাতে সন্দেহ নাই, বিজয় বিমূঢ়ের ন্যায় গৃহান্তর গমনপর বিরজার প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। বিরজার অপূর্ব্ব মুখশ্রী একবার মাত্র বিজয়ের কলুষিত নয়ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, তাহাতেই যেন কি বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াবলে তথায় তাহা অঙ্কিত হইয়াগেল। গোপালচন্দ্র সকল বিষয়েই বিচক্ষণ, তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিজয়ের হৃদয়গত ভাব অবগত হইয়া মনে মনে তাহার মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা গণনা করিয়া পুলকিত হইলেন।

গোপাল বিরজাকে গৃহান্তরে গমন করিতে দেখিয়া বলিলেন "বিরজা এদিকে এস, ওঁকে লজ্জা কি?"

বিরজা আসিল না।

বিজয়। তোমার কন্যাটী পরমা সুন্দরী।

গোপাল "আজ্ঞা হাঁ" বলিয়া আবার বিরজাকে বলিলেন "এস মা এস, এদিকে এস।"

বিরজা তথাপি আসিল না।

বিজয়। তাইত এযে বড় লজ্জা।

গোপাল। বিরজা! কথা শুন্‌চনা?

বিরজা লজ্জাবনতমুখী হইয়া দ্বার দেশে অধোবদনে দণ্ডায়মানা হইল, আবার বিজয় নির্নিমেষ লোচনে সেই সুধাময়ীর রূপবিভা অবলোকন করিয়া নয়নপরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।

বিরজার মুখে কথা নাই, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। গোপালচন্দ্র এমত সময়ে কোন কার্য্যের ভাণ করিয়া নিচেয় গেলেন, সেই সঙ্গে দাসী বিজলীকেও ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

বিরজাও যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু গোপালচন্দ্র রাগভরে কহিলেন "উঁনি কি এক্‌লা থাকিবেন, তুমি একটু থাক্‌তে পার না।"

বিরজার চক্ষু সজল হইল, দুই এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রুবারি ধীরে স্খলিত হইয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। বিরজা দাঁড়াইল।

বিজয় গাত্রোত্থান করিয়া বিরজার হস্ত ধারণ করিলেন; বিরজার তাহা সহ্য হইল না, সে সজোরে স্বীয় হস্তাকর্ষণ করিয়া সরোদনে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই আকস্মিক ঘটনায় বিজয় কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইলেন না; দ্বারের পশ্চাৎভাগে গোপালচন্দ্র গুপ্তভাবে তাঁহাদের কথা বার্ত্তা শুনিবার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। বিরজাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তিনি রোষভরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "পাজি মেয়ে, যাঁর খেয়ে এত বড়টা হলি তাঁর কথা শুনিস্‌ নে। তোর সৌভাগ্য যে উঁনি তোকে বিবাহ কর্ত্তে চেয়েছেন।" বিজয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন" বিরজা বালিকা, আপনি ওর কথায়

কিছু মনে করিবেন না। আপনার প্রস্তাব আমার শিরোধার্য্য।"

বিজয়। তবে আমি এখন আসি?

গোপাল কুণ্ঠিতভাবে বলিল "বল্‌তে পারনে, জলখাবার আয়োজন হয়েছে, যদি—"

বিজয় গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন" না, না, আজ নয়, আর এক দিন হবে।"

গোপালচন্দ্র আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। বিজয় ধীর পাদ বিক্ষেপে বিরজার অপূর্ব্ব রূপ মাধুরী ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন। গোপাল বাটীর বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—::—

প্রিয় সম্মিলন।

আবার সন্ধ্যা কাল,—যে সময়ে প্রণয়ীর হৃদয়ে প্রেমের প্রফুল্ল মূর্ত্তি সম্যক্ জাগরিত হয়, যে সময়ে প্রেমের বিলাস-ক্ষেত্রে নবমল্লিকা প্রস্ফুটিত হয়, সেই সুখদ সময়ে, সেই

পূর্ব্বস্থানে, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত প্রণয়ীদ্বয় সম্মিলিত। কিন্তু পাঠক! মনে করিবেন না যে উভয়ে প্রেমের লহরী লীলায় লীন। হায় দরিদ্রতা, তোমার নিকট কি প্রণয়ীরও অব্যাহতি নাই?—প্রণয়ের অনন্তসুখ ইহাও কি তোমার অভাবে আলিক স্বপ্ন?

প্রণয়ীদ্বয় অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিলেন, পরে অম্বিকা বলিলেন "বিরজা! তুমি আমায় ভাল বাসিয়া আপন সুখ নষ্ট করিলে?"

বিরাজা সোৎসুকভাবে কহিল, "কেন অম্বিকা?"

অম্বিকা। দেখ বিরজা, আমি এমন অমূল্য নিধি, স্বপ্নের সুখৈশ্বর্য্য হাতে পাইয়াও সুখানুভবে অসমর্থ; একে দরিদ্রতা—মর্ম্মভেদী দরিদ্রতা, তদুপরে নৃশংস অপমানের ভয়ঙ্কর বিষে জর্জ্জরিত। বিরজা, এ দরিদ্রের ঊষর হৃদয়ক্ষেত্রে কি প্রেমাঙ্কুর প্রস্ফুটিত হওয়া বিধাতার অভিপ্রেত হইতে পারে?

অম্বিকার চক্ষে জল আসিল। বিরাজা অম্বিকার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "অম্বিক! কাঁদিও না, তোমার এক বিন্দু অশ্রুজল আমার হৃদয়ে উত্তপ্ত তরল লৌহ ঢালিয়া দেয়, আমি সকল সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার চক্ষের জল দেখিতে পারি না।"

অম্বিকা। বিরজা, প্রাণাধিকে বিরজা! আমি বামন হইয়া চন্দ্রস্পর্শ করিয়াছি, কিন্তু প্রিয়ে! তুমি কি মনে কর যে তুমি আমার হইবে, ইহা কি সম্ভব? তোমার পিতা কি আমার হস্তে তোমার ন্যায় অমূল্য কহিনুর সমর্পণ করিবেন?

বিরজা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল "প্রাণাধিক! কি জাগ্রতে কি নিদ্রায়, কি স্বপ্নে, তুমিই আমার আরাধ্য দেবতা, আমি এ জীবনে আর কাহারও হইব না, ইহাতে আমার মৃত্যু হয় তাহাও শ্রেয়।"

অম্বিকার চক্ষুদ্বয় যেন ঈষৎ উজ্জ্বলতর হইল, বলিলেন "বিরজা! তুমি রমণীকুলের রত্নভূষণ, প্রণয়ের মূর্ত্তিমতী দেবী—বিরজা, প্রাণাধিকে বিরজা—বিবাহের কথা দূরে থাকুক, তোমার পিতা হয়ত আমাকে নিরাপরাধে আমার কার্য্য হইতে অবসৃত করিবেন। প্রাণাধিকে, তাহা হইলে আমার দশায় কি হইবে ভাব দেখি? আমি হয়ত উদরপূর্ণ অন্নের জন্য লালায়িত হইব, হয়ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইব।"

বিরজা। কেন তোমার চাক্রী যাবে?

অম্বিকা। সে অনেক কথা।

অম্বিকাচরণের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, প্রেমময়ী বিরজা স্বীয় বসনাঞ্চল দ্বারা তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল "তবে কি আমি পিতাকে তোমার নিমিত্ত বলিব?"

অম্বিকা। না বিরজা! একথা তুমি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিও না। ইহাতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ফলিবে, এই হইবে যে তোমায় মধ্যে মধ্যে দেখিয়া যে সুখানুভব করিতাম, যে অনন্ত আশ্বাসে হৃদয়কে বদ্ধ করিতাম, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে, আমাদের সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসা একবারে লুপ্ত হইবে।

উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ও বিমর্ষভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন,

কাহার মুখে কথা নাই, কিন্তু উভয়েরই চক্ষু দিয়া নীরবে অশ্রুবারি নিপতিত হইতেছে। এমত সময়ে তথায় সহসা গোপালচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপাল চন্দ্রকে দেখিয়া উভয়ে যে কতদূর ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। উভয়ের তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, পাদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। গোপাল চন্দ্র চক্ষুদ্বয় আরক্তিম করিয়া কহিলেন, "বিরজা এ কি!"

বিরজা। নির্ব্বাক নিস্পন্দ।

গোপাল। কোথায় তোমায় রাজরাণী করিতে কৃতসংকল্প, না তুমি একটা কাঙ্গালের সহিত প্রেমালাপ করিতেছ, তোমায় ধিক্ আর আমার জীবনেও ধিক্; আমার কন্যার যে এরূপ নীচ প্রবৃত্তি হইবে, ইহা স্বপ্নেও জানিতাম না।

কাহারও বাকস্ফূর্ত্তি নাই। উভয়ের চক্ষুই মৃত্তিকা সংলগ্ন।

গোপাল। অম্বিকে, তোর কি সাহস যে তুই আমার কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষ করিস্—তোর আবার বিবাহের সাধ, আপনি খেতে পাস্‌নে স্ত্রীকে খাওয়াবি কি?

অম্বিকা। আপনি অন্যায়—"

গোপাল। রেখে দে তোর অন্যায়, তোর কথা শুন্‌লে আমার হাড় জ্বলে যায়, ফের যদি কথা কবি, তা হলে জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব, পাজি—ছুঁচো।

অম্বিকা কাঁদিতে লাগিলেন।

গোপাল। আজ থেকে তোর চাকুরি গেল, কিন্তু তুই একেবারে এ দেশ ছেড়ে যাবি, যদি না যাস, তা হলে দেখ্‌বি তোর কি হয়। তোর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে!

অম্বিকা নিস্তব্ধভাবে অশ্রুপূর্ণলোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন। গোপাল বিরজার হস্ত ধারণ করিয়া সজোরে টানিয়া বলিলেন, "ফের যদি কখন এমন দেখি, তা হলে মেরে ফেল্‌ব। চল, তোমার বেরুনো বার কর্‌বো, এই বুঝি তোমার নদীতে গা ধুতে আসা?"

গোপাল বিরজাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

অম্বিকা যতক্ষণ বিরজাকে দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ অনিমেষলোচনে তাহার প্রতি চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ চাহিয়া রহিলেন, ক্রমশঃ বিরজা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তাঁহার হৃদয়ে কে যেন গাঢ় মশি ঢালিয়া দিল। তিনি আকুল নয়নে একাকী নির্জ্জনে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় হইতে দারিদ্র্যের তামসীমূর্ত্তি অপসৃত হইল, বিরজা যে আর তাঁহার হইবে না, তখন ইহাই তাঁহার দুঃখ, এ দুঃখের নিকট সকল দুঃখ পরাস্থ হইল।

অম্বিকাচরণ অনেকক্ষণ তদবস্থভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন; আপন ললাটকে শত ধিক্কার দিলেন, পরে চক্ষের জল মুছিয়া বিরস হৃদয়ে তথা হইতে ধীর পাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। যেন কত দুর্ব্বল, যেন কত বার দুর্দ্দম পীড়ার অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অপকারের শেষ।

উক্ত ঘটনার পরদিবস আবার বিজয়চন্দ্র আসিলেন, কিন্তু সে দিনও বিরজা তাঁহার সহিত কোন কথা কহিলেন না, বস্তুত এ সকল তাহার পিতার সহ্য হইতে ছিল না। বিজয়চন্দ্র প্রস্থান করিলে, গোপাল আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই ভগ্ন-হৃদয়া একমাত্র দুহিতাকে অন্যায় তিরস্কার করিতে ক্রটী করিলেন না। গোপালচন্দ্র স্ত্রীলোককে সংসারের জীব মধ্যেই গণ্য করিতেন না, স্ত্রীলোকের মতামত নাই,ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। স্ত্রীতে কেহ অধিক অনুরক্ত হইলে, তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া বিদ্রুপ করিতেন, স্ত্রী না থাকায় গোপালচন্দ্রের এই ধারণা ও সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু স্ত্রীলোক জগতের কেহই নহে, ইহাই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সূক্ষ্মফল!

স্ত্রীলোক বুঝে না, সুতরাং বিরজা বুঝিবে কি প্রকারে? বিরজা যে আপনার সুখ দুঃখ বুঝে না, ইহা গোপালচন্দ্রের বড় দুঃখ। কোথায় রাজরাণী হইবে, তিনি রাজশ্বশুর হইবেন, ইহাতে তাহার অনিচ্ছা, অথচ আশ্রয়হীন, সহায়, সম্পত্তিশূন্য অম্বিকাচরণকে ভালবাসিতে, বিবাহ করিতে, বিনামূল্যে তাঁহার চরণে ইহজন্মের তরে বিকাইতে প্রস্তুত। কিন্তু এ কথা কি কেহ শুনে? স্বার্থে পরিবর্দ্ধিত আশালতার মূলে কে এমন অন্ধ আছে যে কুঠারাঘাত করে? যদি করে

সে সংসারী নয়,—নররূপী দেবতা! কিন্তু ভূতে কখন মানুষ হয়? মানুষ ভূত হইতে পারে। গোপাল আমাদের সেই কিম্ভূত কিমাকার ভূত, সে স্বার্থান্ধ। গোপাল দেখিলেন যে আমানিশাকাশে প্রকৃতই পূর্ণ শশধর সমুদিত, তাঁহার সাধের চারাগাছে সত্যই কুঁড়ি ধরিয়াছে! বিজয়ের মন যে ভিজিয়াছে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু উপায়? হতভাগিনী বিরজা ত বিজয়কে চায় না, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটিরে বাস তাহার অভিপ্রেত; রাজার পুত্র বিজয়কে উপেক্ষা করিয়া পথের ভিখারি অম্বিকাচরণে আশক্ত।

গোপালচন্দ্র ভাবিলেন স্ত্রীলোকের হৃদয় দর্পণবৎ, যাহা সম্মুখে থাকে, তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং ঘনিষ্ঠতা কমিলে তাহা আর থাকে না! চাকুরিটী না থাকায় অম্বিকার স্বাধীন বৃত্তিটুকু গিয়াছে, বা দু দিনে যাইবে, কিন্তু বিরজার ত তাহাতে মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এখন কর্ত্তব্য কি? অম্বিকাকে বিরজার নয়নান্তরাল করা আবশ্যক, তাহার উপায় কি? সহসা অম্বিকাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়াছে। গোপাল কয়েক দিন সেই উপায় চিন্তায় গাঢ়নিরত রহিলেন। বিজয়চন্দ্রের সহিত সেই অবধি বেশ মাখামাখি হইয়াছে, গোপাল যাহা বলেন বিজয় এখন তাহাই শুনেন। অতি অল্পদিন মধ্যেই গোপাল বুদ্ধি পাকাইয়া তুলিলেন, অম্বিকার উপর কোন গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ অর্পিত করাই স্থির হইল। সে অভিযোগ কি? এ সম্বন্ধে বিজয়ের পরামর্শ লওয়া হইল, শেষ

রটনা করা হইল যে “অম্বিকা রাজকুমার বিজয়ের পরম শত্রু, তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টায় আছে” এই রটনা মূহূর্ত্ত মধ্যে দেশময় রাষ্ট্র হইল, বিজয়ের পিতার কাণে গেল, তিনি তখন অম্বিকাকে বাঁধিয়া আনিতে হুকুম দিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বিবৃত করিতেছি, সে সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাবই সকল রাজা ও জমীদারের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বিজয়ের পিতা উমাচরণের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় না থাকিলেও নবাববাহাদুরের নিকট যে উমাচরণের প্রতিপত্তি ছিল তাহা স্বীকার্য্য। গোপালচন্দ্রের প্রখর যুক্তিতে স্থির হইল যে অম্বিকাকে মুর্শিদাবাদে পাঠান হউক, নবাব বাহাদুর যেরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন তাহাই সকলের নিঃসন্দেহ অনুমোদনীয় হইবে। সকলে একমত হইয়া তদ্দণ্ডেই হতভাগ্য অম্বিকাকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। তখন বেলা দুই প্রহর অতীত প্রায়, কিন্তু সেখানে এমন কেহ ছিল না, যে অম্বিকার আহারাদি হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করে। আমরা নিশ্চয় জানি অম্বিকার তখনও আহারাদি হয় নাই। ভাগ্যহীন নির্দ্দোষী অম্বিকা সুনির্ম্মল হৃদয়ে দুর্নিবার্য্য হৃদয়গত উত্তেজনার বশীভূত হইয়া বিরজাকে ভাল বাসিয়া মহাপাপ করিয়াছে, আজি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রে, অনশনে, বন্দীভাবে, মুর্শিদাবাদাভিমুখে রক্ষিবর্গ সমভিব্যাহারে চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——::——

দুঃখে সুখ।

অম্বিকাচরণ প্রস্থান করিলে গোলাপচন্দ্র বলিলেন, " এ মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে আমার মুর্শিদাবাদ যাওয়া বিধেয়।"

উমাচরণ বলিলেন "তাহাতে সন্দেহ কি? কল্য প্রত্যুষে রওনা হইবে, বেহারাদিগকে বলিয়া রাখ যেন তাহারা প্রস্তুত থাকে।"

গোপাল। যে আজ্ঞা।

উমা। যাহাতে ও পাজি আর এ দেশে না আসিতে পারে তাহা যেন করা হয়।

গোপাল। তাহাত করা চাই-ই।

উমা। অর্থ ব্যয়ের জন্য কুণ্ঠিত হইও না, প্রধান কাজিকে হাত করিবে, নবাব ত কিছুই দেখেন না।

পাঠক! আসুন আপনাকে ঠিক এই সময়ের আর একটী ঘটনার কথা বলি, এখানে গোপালচন্দ্রের রাজার সহিত যে সময়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে, সেই সময় তাঁহার বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী পথে একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে।

রক্ষীগণ অম্বিকাচরণকে মুর্শিদাবাদ লইয়া যাইবার সময় গোপালচন্দ্রের বাটীর পার্শ্ব দিয়া যে পথ গিয়াছে সেই পথ দিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহারা যদ্যপি ভিতরের কথা জানিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে পথ দিয়া লইয়া যাইত না, কিন্তু দৈব ঘটনা প্রযুক্ত এ কথা কেহ জানে না।

পাঠক! বোধ হয় অবগত আছেন যে গ্রামের এক প্রান্ত-ভাগে গোপাল চন্দ্রের বাটী, গোপালের বাটির পার্শ্ববর্ত্তী পথটি অতি নিজ্জর্ন; প্রায়ই সে পথ দিয়া লোকের যাতায়াত নাই, আজি সেই পথ দিয়া রক্ষীগণ অম্বিকাকে লইয়া যাইতেছে। অম্বিকার বদন বিশুষ্ক, মুখভাব মলিন ও বিষাদ সূচক, অম্বিকা-চরণ বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁহার যে একটা কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অম্বিকা গোপালের বাটীর নিকটস্থ হইয়া যেন তাঁহার সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন, মনে করিলেন "হে ভগবান, এসময়ে যদ্যপি একবার বিরজাকে দেখাও তাহা হইলে বোধ হয় আমার সকল দুঃখ নিবারণ হয়, আমি সকল কথা ভুলিয়া যাই।" কিন্তু ঈশ্বর কি দরিদ্র অম্বিকার কথা শুনিবেন?

অম্বিকা বিষন্ন অন্তরে, উদ্বিগ্ন চিত্তে এক দৃষ্টে গোপালের বাটীর নিকট গেলেন, বাটী শেষ হয়, যে আশার দামিনী ছটা মধ্যে মধ্যে অম্বিকার বিষাদরূপ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল, তাহা বুঝি স্থির হয়,—অম্বিকার হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় বিরাজকে হয়ত আর দেখিবেন না, তাহার সমস্ত আশার মূল, মূর্ত্তিবতী প্রেমরূপিনী বিরজাকে আর দেখিবেন না, এদুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে, অম্বিকার চক্ষু এতক্ষণ শুষ্ক ছিল, এখন সজল হইল, যে হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে আশার তুরঙ্গে উদ্বেলিত হইতে ছিল, তাহা যেন মন্দিভূত হইয়া আসিতে লাগিল। এমত সময়ে সহসা খিড়কীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, একটি অপরূপ রূপময়ী স্থিরযৌবনা রমণী আলুলায়িত কেশে, বিগলিত বেশে, দৃষ্টিহীন নয়নে উন্মাদিনীর ন্যায়

অম্বিকাকে আলিঙ্গন করিয়া সরোদনে বলিল "প্রাণেশ্বর! অম্বিকা, কোথায় যাও, আমায় কোথায় ফেলিয়া যাও।"

দূরে প্রতিধ্বনি যেন বিদ্রূপ করিয়া বলিল "আর কোথায় যাও।"

অম্বিকাচরণ জ্ঞান শূন্য স্তম্ভিতের ন্যায় বিরজাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "বিরজা!"

চক্ষু জলে উছলিল, কণ্ঠরোধ হইল।

বিরজা একদৃষ্টে অম্বিকার প্রতি চাহিয়া সরোদনে কহিল "অম্বিকা।"

অম্বিকা। কেন বিরাজ?

বিরজা। তুমি কোথায় যাও, আমায় লইয়া চল!

অম্বিকা। তুমি কোথায় যাইবে বিরজা?

বিরজা। তুমি যেখানে যাইবে।

অম্বিকা। আমি কোথায় যাইব, তাহার স্থির কি, হয়ত যমালয় আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান।

বিরজা সদম্ভে কহিল "না হয় আমারও তাহাই হইবে।"

অম্বিকা সস্নেহে বিরজার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন এখন আসি. যদি বাঁচিয়া থাকি, যদি কখন ঈশ্বর মুখ তুলিয়া চান, তবে দেখা হইবে, নতুবা এই শেষ! তোমার পিতা যদ্যপি এখন আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে আরও অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা।"

রক্ষীগণ এতক্ষণ চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদের হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল,

"গোপালচন্দ্র যদি আসে।" এই ভাবিয়া তাহাদের সে জ্ঞান তিরোহিত হইল, বলিল "আয় নয় চল।"

অম্বিকা। বিরজা তবে আসি।

বিরজা অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, তরল হৃদয়ের সে প্রবল শোকের বিষয় বর্ণনা করা দুষ্কর, বলিল, "হায় এই হত-ভাগিনীই তোমার সমস্ত দুঃখের কারণ।"

অম্বিকা। না বিরজা ওকথা বলনা, তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমি আমার স্বপ্ন, তুমি আমার জ্ঞান।

অম্বিকা আবার রক্ষীপরিবৃত হইয়া চলিল, বিরজা নির্নিমেষ লোচনে অম্বিকার প্রতি চাহিয়া রহিল, কিন্তু অশ্রু-নীরে চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িল। ক্রমে অম্বিকা প্রকৃতই দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। বিরজা তখন স্বীয় হৃদয়মন্দিরে সেই দেবচিত্র অঙ্কিত করিয়া অশ্রুনীরে বক্ষস্থল বিধৌত করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—ঃঃ—

কল্পনার বিকাশ।

এসময়ে গোপালচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ ও বিরজা প্রভৃতি সকলে মুর্শিদাবাদে চলিলেন—সকলেরই মুর্শিদাবাদ যাইবার উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু বিরজা যে কেন যাইতেছে তাহা সে জানে না, না যাইবার জন্য কত নির্ব্বন্ধতা প্রকাশ করিল, কিন্তু, গোপাল-

চন্দ্র ছাড়িলেন না, তিনি বলিলেন, "বিরজা তোমার যেরূপ মানসিক বিকৃতি জন্মিয়াছে তাহাতে দেশ ভ্রমণ ব্যতিরেকে তাহার উপশম হইবে না।" কিন্তু বিরজা মনে মনে বলিল "দেশ ভ্রমণে তাহার উপশম হইবে না- তবে পরলোকে যাইলে হইতে পারে।" যাহাই হউক বিরজা আজি মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিল। যাহার হৃদয় বিষণ্ণ, যাহার মনে সুখ নাই, তাহাকে নন্দনকাননে লইয়া যাও সে সুস্থ হইবে না, সুতরাং মুর্শিদাবাদের রমণীয়তা যে বিরজার প্রাণে কিছুমাত্র সুখ বৃদ্ধি করিতে পারিল না, অথবা সেই বিকৃতভাবাপন্ন হৃদয়ের কিছুমাত্র উপশম সাধন করিতে সক্ষম হইল না তাহা নিশ্চয়। আমরা বলি বরং তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে। আজি বিরজা বিজয়চন্দ্রের বাটীতে রহিয়াছে, সেই পাষণ্ড, যাহার নৃশংস ব্যবহারের জন্য তাহার ইহ জীবনের সমস্ত সুখ নষ্ট হইয়াছে, যাহার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য একটী হতভাগ্যের ইহজীবনের সমস্ত আশালতা শুষ্ক হইয়াছে, আজি বিরজাকে শত অনিচ্ছা স্বত্তেও সেই পামরের মুখাবলোকন করিতে হইতেছে। সুযোগ পাইলে বিজয় বিরজার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিরজা দুঃখে রাগে ম্লান বদনে তথা হইতে চলিয়া যায়। ইহ জগতের একমাত্র সহায় গোপালচন্দ্রকে বলিলে তিনি তাহার কোন প্রতিউত্তর দেন না। বিরজার আর উপায় নাই, বিরজার ইহ জগতে অন্য সহায় নাই, দুঃখ জানাইবার স্থান নাই—কিন্তু বিরজা জানিত, যে শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, সকলের বিধাতা, অনাথ সহায় একজন আছেনই আছেন, বিরজা অবিরত সজল নয়নে দীনভাবে

তাঁহারই নিকট আপন দুঃখের কান্না কাঁদিত। কিন্তু লোকেও তাঁহার কার্য্য দেখিতে পায় না, অনুভব করে, কিন্তু আজিও হতভাগিনী বিরজার সে অনুভবের সময় উপস্থিত হয় নাই!

গ্রীষ্মকাল, দিবা দ্বিপ্রহর অতীত, বিরজা আপন শয়ন কক্ষের খট্টোপরি শয়ন করিয়া রোদন করিতেছে। বিরজা রোদন করিলে বিজলী নিশ্চিন্ত থাকিত না, নানা উপায়ে নানা কৌশলে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিত, কিন্তু এসময়ে বিজলী অন্য কার্য্যে ব্যস্ত, সুতরাং বিরজা আপন মনে অঝোরে কাঁদিয়া আপন মনোভাব লাঘব করিতেছে, এমত সময়ে তথায় গোপালচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিরজাকে রোদন পরায়ণা দেখিয়া ক্ষণেক নির্নিমেষনয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, বিরজার অপরূপ রূপ মাধুরী একে একে তাঁহার নয়ন পথে আবির্ভূত হইতে লাগিল, তিনি মনে মনে বলিলেন "মা আমার রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী—এরূপ কি পামর অম্বিকার পর্ণকুটীরে শোভা পায়? ইহা রাজার ঘরে শোভা পাইবে।"

বিরজা এখনও তাঁহার পিতাকে দেখে নাই, সে এখনও এক মনে কাঁদিতেছে, গোপালচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না বলিলেন " বিরজা, মা কাঁদ্‌চ কেন?"

বিরজা চমকিয়া উঠিল, দেখিল, সম্মুখে পিতা দণ্ডায়মান, শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিল, সেই গোলাপী অধরে সহসা রক্তের সঞ্চার হইল, সেই অতুলরূপের ক্ষণিক পরিবর্ত্তন যে কত মধুর, তাহা বর্ণন করা দুরূহ।

বিরজা গোপালচন্দ্রকে দেখিয়া অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিল বটে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, বরং অশ্রুধারা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে প্রবাহিতহইতে লাগিল।

গোপালচন্দ্র পুনরপি বলিলেন "বিরজা কাঁদ্‌চ কেন?" বিরজা সে কথার কোন প্রতি উত্তর দিতে পারিল না, বস্তুতঃ তাহার সেই নয়ন বারি তাহার যে উত্তর দিতে ছিল তাহা নির্জ্জীব ভাষায় ব্যক্ত হয় না, কিন্তু গোপাল পাষণ্ড, আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেই পাগল, সে কেন একজন অনাথিনী অভাগিনীর নয়ন জল দেখিয়া বিকলচিত্ত হইবে?

গোপাল কহিলেন "ছি মা কেঁদনা, কান্না কেন?"

বিরজার মুখে কথা আসে আসে আসেনা, মুখ ফুটে ফুটে ফুটে না। বিরজা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা সরিল না, কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

তখন গোপালচন্দ্র বলিলেন "বিরজা তুমি বালিকা, আমি যে তোমার সুখ সৌভাগ্যবৃদ্ধির জন্য কত চেষ্টা করি তা তুমি কি জানিবে? যখন বয়স হইবে, জ্ঞান হইবে, ভাল মন্দ বিচার করিতে শিখিবে, তখন বলো যে আমি বিজয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে ভাল করিছি কি না।"

বিরজা চমকিয়া উঠিল, তাহার আপদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, শরীর কণ্টকিত ও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। বিরজা কোন কথা কহিতে পারিল না।

"মৌনং সম্মতি লক্ষণং" বুঝিয়া গোপালচন্দ্র বিরজার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন "কাল দিন ভাল আছে, কালই বিবাহ দিব।"

কবে বিবাহ হইবে না হইবে তাহা না জানিয়া বিরজা যে উৎকণ্ঠারূপ আশ্বাসের ভ্রূকুটী ভঙ্গি সহ্য করিতে ছিল তাহা এতক্ষণে তিরোহিত হইয়া ততোধিক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। যে দেশে বিচার নাই, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই, পরের হস্তে বল পূর্ব্বক সমর্পণ করিলেই বিবাহ হয়, সে দেশে গোপালচন্দ্র বিরজাকে বিজয়ের হস্তে সমর্পণ করিলে আর উপায় কি? বিরজা কি বলিবে? অশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে হয়ত বিজয়কে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, বিরজা এইরূপ নানাবিধ ভাব অমঙ্গল স্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিতে লাগিল।

বিরজার হৃদয় এখন স্তম্ভিত, যে বিরজা এতক্ষণ আকুল নয়নে রোদন করিতে ছিল, সে বিরজার চক্ষে এক্ষণ আর জল নাই, বিরজা নির্ব্বাক নিস্পন্দ, কিন্তু তাহার হৃদয়ে চিন্তা ও আতঙ্কের যে উত্তাল তরঙ্গ ক্রীড়া করিতে ছিল তাহার নিকট ঘোর ঝটিকা স্ফালিন তরঙ্গমালা সমাকুল পারাবার বক্ষও পরাস্থ হয়।

গোপাল বিরজার রোদন ভঙ্গের কারণ তাঁহার প্রদত্ত সুসম্বাদকেই নির্দ্দেশ করিয়া পরম সন্তুষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যে প্রবল শোকোচ্ছাস মুহূর্ত্তমাত্র স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে যেন নূতন বেগে বলীয়ান হইয়া সহস্রধারে উছলিয়া উঠিল। যে রোধ প্রবল স্রোতে ভাঙ্গ ভাঙ্গ হইয়া ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল,—বিরজা আবার অঝোরে কাঁদিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শান্তি।

বিরজা একাকিনী অঝোরে কাঁদিতেছে, এমত সময় তথায় বিরজার প্রিয় সখি বিজলী অসিয়া উপস্থিত হইল, বিজলী ক্ষণেক নিশ্চেষ্ট ভাবে বিরজার পার্শ্বে বসিয়া রহিল, তখন বিরজা একবার স্থির দৃষ্টে বিজলীর প্রতি তাকাইল, বিজলীকে দেখিয়া বিরজার শোক যেন শত ধারে উথলিয়া উঠিল।

বিরজা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "সই।"

বিজলী। কেন সই, কাঁদ্‌চ কেন?

বিরজা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

বিজলী ক্ষণেক স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল, পরে বিরজাকে নানা প্রকারে শান্তনা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বিরজা উন্মাদিনীর ন্যায় জ্ঞান শূন্যা হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বিজলীর বড়ই দুঃখ হইল, কিন্তু উপায় কি? এ সংসারে বিরজার কাঁদিবার—দুঃখ জানাইবার একমাত্র স্থান বিজলী—বিজলী বিরজার শান্তি, বুদ্ধি ও উপায়, আজি সেই বিজলী তাহার উদ্ধারের কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিতেছে না।

অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর বিরজা বলিল "সই কি হ

বিজলী। উপায় ত দেখিনা।

বিরজা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "কি, উপায় নাই, তবে কি আমায় ঐ পিশাচের পত্নী হইতে হইবে?

বিজলী নিস্তব্ধ।

বিরজা সকরুণে আবার কহিল "সই আর কিছু না পার মৃত্যুতেও কি সহায়তা করিতে পারিবে না?"

বিজলী বিস্মিত হইয়া কহিল "তুমি মর্‌বে?

বিরজা। তাহাতে কি সন্দেহ আছে?

বিজলী কাঁদিয়া বলিল 'এমন কপালও করে ছিলে? কিন্তু না সই তোমায় আমি এ কচি বয়সে মরিতে দিবনা, ইহার উপায় করিব।"

বিরজা। কি উপায়?

বিজলী। সে কথায় এখন কাজ কি, পরে জানিতে পারিবে।

এই বলিয়া বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিরজা। কথায় যাইবে?

বিজলী। এখন কোন কথাই নয়।

বিজলী চলিয়া গেল। বিরজা সোৎসুক চিত্তে অবাক্ হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় বিজলী ফিরিয়া আসিল। বিরজা তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না, ভয়, পাছে বিজলী কোন মন্দ সংবাদ দেয়।

বিজলী একবার তাহার সেই সুদীর্ঘ চক্ষু দুইটী দিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে বিরজাকে দেখিয়া বলিল "বিরজা, সই—"

বিরজা বিজলীর দিকে তাকাইল।"

বিজলী। আমি তোমায় উদ্ধার করিব।

বিরজা। পারিবে?

বিরজা। নিশ্চয়।

বিরজা। কি করিতে হইবে?

বিজলী। কিছু না, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাও।

বিরজা কিছুই বুঝিল না, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ হইল।

যথা সময়ে সকলে আহারাদি করিয়া নিদ্রাগত হইলেন রজনী ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়া আসিল। যখন নিদ্রা দেবীর শান্তিময়ী সুখদ অঙ্কে সকলেই সুষুপ্ত; কোথাও কোন শব্দ নাই, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, পৃথিবী বুঝি অচেতন—যাবতীয় জীব মৃত; এমত সময় বিজলী ধীরে ধীরে বিরজার শয্যায় যাইয় তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল, দেখিল বিরজা জাগরিতা,—চমকিয়া বলিল "সই!"

বিজলী মৃদুস্বরে বলিল "শয্যা হইতে উঠ, আমার সহিত আইস।"

বিরজা একটী কথাও না কহিয়া তাহাই করিল। উভয়ে নিঃশব্দে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সাধারণ জনপথে উপস্থিত হইল।

তখন বিজলী বলিল " কোন কথা কহিও না, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।"

বিরজা তাহাই করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ইহা কি স্বপ্ন ?

উভয়ে এই রূপ নিস্তব্ধ ভাবে অনেক দূর যাইয়া বিরজা আর থাকিতে পারিল না, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আমরা কোথায় যাইতেছি ?"

বিজলী। যে দিকে চক্ষু যায়।

বিরজা। আমরাত চলিলাম, কিন্তু এসময়ে একবার অম্বিককে কি দেখিতে পাই না ?

বিজলী। সে পরের কথা, এখন ত বিজয়কে বিবাহ করিতে এড়াও।

বিরজা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, বিজলী দেখিল বিরজা কাঁদিতেছে, বলিল "সই কাঁদ্চ !"

বিরজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া, নীরবে কাঁদিতেই লাগিল।

বিজলী। সই কেঁদ না, কাঁদিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।

বিরজা অবাক্ হইল, কিন্তু কোন কথাই কহিল না।

আরও কতক দূর যাইয়া উভয়ে একটী প্রকাণ্ড মাঠে পড়িল। বিজলী বলিল "সই দেখ দেখি, চাঁদের আলোয় মাঠের কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে।"

বিরজা একবার চতুর্দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার তাহা ভাল না লাগায় আর কোন কথা কহিল না।

উভয়ে ক্রমশঃ একটী বৃক্ষ সন্নিকটে উপস্থিত হইল।

বিজলী ভাতি বিহ্বল স্বরে কহিল "সই, গাছ তলায় কে দেখেছ ?"

বিরজা। মানুষ।

বিজলী। কি জানি মানুষ কি ভূত।

বিরজা। এত রাত্রে এখানে মানুষ কেন ?

বিজলী। বল্‌তে পারি না, আর এই ভিন্ন ত পথ নাই, কি কর্‌বে কর।

বিরজা। চল যাই।

বিজলী। আমি যাব না, তুমি আগে গিয়ে দেখে এস।

বিরজা একবার বিজলীর বদন প্রতি চাহিল, বলিল "সই তুমি এত নিষ্ঠুর হলে কেন ?''

বিজলী। কেন তুমিত ভাই মরতে স্বীকার ছিলে, এখন ঐ গাছ তলায় একাকিনী যেতে ভয় পাচ্চ কেন ? আর এখন ভয় করিলেই বা চল্‌বে কেন ?

বিরজা আর একটী কথাও না কহিয়া সেই দিকে ধাবিত হইল।

বিরজা বৃক্ষের নিকটবর্ত্তিনী হইলে মানবটী তাহার নিকটে আসিল. চন্দ্রকিরণের সহাযো বিরজা তাহার আপাদ মস্তক বেশ দেখিতে পাইল। বিরজার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, তাহার জ্ঞান অপনোপনের উপক্রম হইয়া উঠিল। মানবটী বিরজাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন ''বিরজা, বিরজা, প্রাণাধিকে বিরজা।''

বিরজা কোন কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার নয়ন দিয়া

অঝোরে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল, 'তখন তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন "ইহা কি স্বপ্ন?"

দশম পরিচ্ছেদ।

—•‡•—

নবজীবন।

বিরজা অম্বিকার বদন প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

অম্বিকাচরণ বিরজার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন "কি বিরজা!"

বিরজা। অম্বিক, আবার যে এ জীবনে তোমার দেখা পাইব সে আশা ছিল না, তাই তুমি বস, আমি তোমার কোলে শুই, শুয়ে শুয়ে তোমার মুখ খানি দেখি।

অম্বিকাচরণ তাহাই করিলেন।

এমত সময়ে বিজলী তথায় উপস্থিত হইল, বলিল "একি এ যুগল মিলন কিরূপে হল।"

বিরজা উঠিয়া বসিল, বিজলীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল "তোমারই কৃপায়।"

বিজলী মৃদু হাসিয়া সে কথায় আর কোন উত্তর না দিয়া বলিল "রাত্রি আর অধিক নাই, আমাদের এখনি যাত্রা করা কর্ত্তব্য।"

অম্বিকা। চল—নৌকা প্রস্তুত।

বিরজা। গঙ্গা এখান হইতে কতদূর?

অম্বিকা। অতি নিকট।

সকলে ভাগিরথী দিকে চলিলেন, বিরজার মনে তখন যে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা বলা যায় না। তাহার হৃদয় আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে স্ফীত হইতেছিল, আবার থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল; মনে হইতে ছিল "অম্বিকা আমার হইবে এমন কপাল কি করিয়াছি" কখন কখন মনে মনে ঈশ্বর সমীপে কত কাকুতি, কত মিনতি, কত প্রার্থনা করিতেছিল; এমত সময়ে তাহারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল, তথায় একটী নৌকা ছিল, তিন জনে নৌকায় আরোহণ করিল,—একটানায় নৌকা সবেগে ছুটিতে লাগিল।

দুই দিবস পরে সকলে কাল্নায় উপস্থিত হইলেন।

অম্বিকাচরণ দুই চারি দিবস কাল্নায় অবস্থিত করিলেন, তথায় যথা রীতি তাঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বিরজার আহ্লাদের পরিসীমা নাই—বিজলীরই বা কত আনন্দ; তাহারা যেন নূতন পৃথিবীতে আসিল।

কাল্নায় কোন প্রকার সুবিধা না দেখিয়া তাঁহারা তথা হইতে কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন। অম্বিকাচরণ তথায় ক্রমে. কৃষ্ণনগরাধিপতির সহিত পরিচিত হইলেন।

মহারাজ বিশেষ গুণগ্রাহী লোক ছিলেন, অম্বিকাচরণের গুণগ্রাম দেখিয়া তিনি তাঁহাকে আপন পারিষদ রূপে নিযুক্ত করিলেন, অম্বিকা রাজ প্রসাদে সপরিবারে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বিরজার আর সুখের পরিসীমা নাই।

বিরজাও নানা প্রকার কারুকার্য্য জানিত। মহারাণী সেই জন্য তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। ক্রমে তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে রাজা ও রাণীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের তমসাচ্ছাদিত আকাশ পটে সুখ সূর্য্য সমুদিত হইল।

বিবাহের দুই বৎসর পরে বিরজার একটী সন্তান জন্মিল। মহারাজ এই উপলক্ষে অম্বিকাকে নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্য উপহার প্রদান করিলেন, এবং স্বয়ং সন্তানটীর নাম বিভূতি ভূষণ রাখিলেন। বিভূতি দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপন অপরূপ রূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যে সকলের বড়ই ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠিল।

এতদিনে অম্বিকা বিরজা ও বিজলী পূর্ব্ব দুঃখ সকল বিস্মৃত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মজার কথা।

বিরজা ও বিজলীর নিরুদ্দেশের পর দিন প্রাতঃকালে গোপালচন্দ্র দেখিলেন, যে বিরজাও নাই বিজলীও নাই, নানা স্থানে অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কোথাও তাহাদের অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। গোপালচন্দ্র হতাশ হইলেন, তাঁহার আশালতা দলিত হইল।

যথাসময়ে সংবাদ আসিল যে অম্বিকাচরণও নিরুদ্দেশ—তখন আর কাহারও প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে বাকি রহিল না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবার ন্যায় গোপালচন্দ্রের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি বিজয়চন্দ্রের সহিত তৎক্ষণাৎ মহামান্ত কাজির নিকট গেলেন, কাজি বলিলেন "অনুসন্ধান না পাইলে কি করিব।" অনুসন্ধান হইতে লাগিল, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না।

বিজয়চন্দ্র গতিক মন্দ দেখিয়া নন্দনপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, গোপালচন্দ্রও তাঁহার সহিত আসিলেন। বিজয়ের সহিত গোপালচন্দ্র যে সম্বদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা সহসা ছিন্ন হইল।

গোলালচন্দ্রের মনে বড় ধিক্কার হইল। তিনি শপথ করিলেন যে বিরজাকে আর কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। সেই দিবসই তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই পুনর্ব্বার দারা পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও বিরজা না পায়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই অভিপ্রায়েই তিনি বিবাহ করিলেন।

গোপালচন্দ্র একটী চতুর্দ্দশ বর্ষিয়া যুবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন, তাঁহার নব বিবাহিতা পত্নী দেখিতে মন্দ নয়, মধ্যাকৃতি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, উন্নতনাসিকা, চক্ষু দুইটী যেমন বিস্তৃত তেমনি মনোহর,—ললাট কিঞ্চিৎ প্রশস্ত, বিশেষতঃ ভ্রূসংযমের ঠিক উপরিভাগটী। রমণীর নাম মোক্ষদা সুন্দরী। মোক্ষদার সহিত গোপালচন্দ্রের প্রণয় হওয়া অপূর্ব, বৃদ্ধে ও

যুবতীতে প্রণয় প্রায়ই হয় না, কিন্তু গোপাল তাহা মানিতেন না। তিনি তাহাকে কত সোহাগ করিতেন, কত প্রকারে ভালবাসা দেখাইতেন, ইচ্ছা যে মোক্ষদা তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত হউক ? কিন্তু যাচিয়া প্রেম ও ঘসিয়া রূপ কি হয় ?

* * * *

আজি প্রায় ছয় বৎসর হইল বিরজা নিরুদ্দেশ এবং গোপালচন্দ্র বিবাহিত হইয়াছেন। গোপালের পত্নীর বয়ঃক্রম এখন বিংশতি বৎসর, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই, হয়ত মোক্ষদার আর সন্তানাদি হইবেনা। যত বয়স বাড়িতেছে গোপালচন্দ্র ততই উদ্বিগ্ন হইতেছেন, সন্তান হইবার আশা ততই কমিতেছে। এই ছয় বৎসর মধ্যে গোপালচন্দ্র এক দিবস ভ্রমেও বিরজার নাম মুখে আনেন নাই, গোপালচন্দ্র মধ্যে মধ্যে কাজির নিকট হইতে অম্বিকাচরণের গ্রেপ্তারের সংবাদ লয়েন কিন্তু কোন সম্বন্ধেই সন্তোষ জনক সংবাদ প্রাপ্ত হন না।

বিজয়চন্দ্রের সহিত গোপালচন্দ্র যে সম্বন্ধের আশা করিয়া ছিলেন, অনেক দিন হইল সে আশা গিয়াছে, কিন্তু বিজয় এখনও ঘনিষ্ঠতা ছাড়ে না। বিজয় প্রায়ই গোপালের বাটীতে বেড়াইতে আসেন এবং পান খাইয়া যান, কিন্তু এ ঘনিষ্ঠতা গোপালচন্দ্রের ভাল লাগে না, অথচ বলিতেও পারেন না বাটীতে যুবতী ভার্য্যা, গোপাল কখন থাকে কখন না থাকে, এ অবস্থায় আত্মীয়তা দেখাইতে বিজয়ের তাঁহার বাটীতে যাওয়া অন্যায়, কিন্তু বিজয় তাহা বুঝেনা, গোপালচন্দ্রের তাহাই দুঃখ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

নবসূত্র।

আজি প্রায় বৎসরাবধি হইল, বিজয় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়াছেন। চিকিৎসকের মত যে তিনি কিছু দিবস নৌকা করিয়া জল পথে ভ্রমণ করেন। বলা বাহুল্য যে সেই রূপই করা হইল। বিজয়চন্দ্র আজ সপ্তাহাবধি জল পথে ভ্রমণ করিতেছেন।

কৃষ্ণনগরাধিপতিও ঠিক এই সময়ে নৌকারোহণে তীর্থ যাত্রায় যাইতে ছিলেন, সঙ্গে সতন্ত্র নৌকায় সপরিবারে অম্বিকা-চরণও যাইতেছিলেন। মুর্শিদাবাদ পৌছিবার অনেক পূর্ব্ব হইতে অম্বিকাচরণ বিশেষ সতর্ক হইলেন, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আর নৌকার বাহিরে আইসেন না, সতত ভিতরেই থাকেন। পাছে কেহ কিছু মনে করেন—সেই জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে সকলের নিকট আপন শারীরিক অসুস্থ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। দৈব দুর্ব্বিকাকে অম্বিকার ঘোর শত্রু নর পিশাচ বিজয়-চন্দ্র ঘটনাক্রমে সেই দিকে জল পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি নৌকা হইতে অম্বিকাচরণকে দেখিয়া তখনই তাঁহার অনিষ্ট সাধনে যত্ন পর হইলেন।

যদিও অম্বিকা চরণ জানিতেন যে নৌকা মুর্শিদাবাদের ঘাটে লাগান হইবে না, তথাপি তিনি তথায় পৌছিবার পূর্ব্ব হইতে

স্বীয় নৌকা রাজ নৌকা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চাতে রাখি-লেন। তিনি মনে করিলেন মহারাজা মুর্শিদাবাদে পৌছিলে হয়ত নবাব সরকার হইতে কেহ না কেহ তাঁহার সম্মান রক্ষা করিতে আসিবে, অতএব সে সময় নিকটে থাকিলে কি জানি যদাপি তাহারা জানিতে পারে, তাহা হইলে আবার ঘোর শঙ্কট উপস্থিত হইবে।

অম্বিকা এ পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব্ব কাহিনীর বিন্দুমাত্র মহা-রাজাকে বলেন নাই, কেন বলেন নাই, তাহা আমরা বলিতে পারিনা। অম্বিকা মনে করিয়া ছিলেন কি জানি একথা শুনিলে মহারাজ যদ্যপি তাঁহাকে নাবাবের ভয়ে আশ্রয় না দেন।

নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া অম্বিকা আপন নৌকা মহা-রাজের নৌকা হইতে অনেক দূরে রাখিলেন, এবং স্বয়ং তন্মধ্যে গুপ্ত ভাবে রহিলেন। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে এরূপ গুপ্ত ভাবে যাইলে কেহই তাঁহার বিষয় জানিতে পারিবে না। বস্তুতঃ! তিনি যে রূপ সতর্ক ভাবে যাইতে ছিলেন তাহাতে যে কেহ তাঁহাকে চিনিবে, বা তিনি যে নৌকায় যাইতেছেন এ বিষয় কেহ জানিবে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয়, গ্রহবৈগুণ্য থাকিলে কাহার সাধ্য তাহাকে রক্ষা করে—তোমার সতর্কতা প্রভৃতি সকলই তাহার নিকট পরাস্ত হয়, কথায় বলে "মাটি ফুড়ে কাটে সাপ আয়ুহীন নরে।"

যথা সময়ে মহারাজের তরণী সমূহ মুর্শিদাবাদ অতিক্রম করিয়া গেল, কেবলমাত্র অম্বিকার নৌকা যাইবে। তাহার মুর্শিদাবাদ পৌছিতে অল্প বিলম্ব আছে এমত সময়ে গঙ্গাবক্ষ বিদারণ করিয়া কতিপয় নৌকা সবেগে অম্বিকাচরণের নৌকায়

দিকে আসিতে লাগিল। বিজলী তথনই সে সংবাদ অম্বিকাচরণকে দিলেন, অম্বিকা কম্পিত হৃদয়ে ত্রস্ত ভাবে নৌকার গবাক্ষ দিয়া গুপ্ত ভাবে দেখিলেন, কোন ভাবি অমঙ্গল সম্পাত হইবে তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন। বিরজার সরোজ বদন শুকাইল, সেই ইন্দিবর তুল্য নয়ন যুগল সজল হইল, অম্বিকা বিরজার বদন প্রতি তাকাইলেন, তাহার মুখ ভাব দেখিয়া তাঁহার বড় ক্লেশ হইল, হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল, মৌখিক সাহস সহকারে বলিলেন "ভয় কি বিরজা।"

বিরজার চক্ষু দিয়া জল পড়িল, বিরজা সজল চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রায় বিংশতি জন সিপাহী আসিয়া তাহাদিগকে নৌকা সমেত ধরিয়া লইয়া গেল। এই আকস্মিক ঘটনা দর্শনে অভাগিনী বিরজার মূর্চ্ছা হইল, প্রিয় সহচরী বিজলীর শুশ্রূষায় মোহাপনোদন হইলে দেখিল অম্বিকা তথায় নাই, বিভূতি ভূষণ মাতার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বদনের নিকট স্বীয় বদন খানি লইয়া "মা মা" বলিয়া ডাকিতেছে ও অঝোরে কাঁদিতেছে।

ষষ্ঠ বর্ষীয় বালকের জ্ঞান আছে কি? কিন্তু বালককে দেখিলে তাহার যে সে সমস্ত বুঝিবার বেশ ক্ষমতা আছে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। বালকের আকুল নেত্রের জল দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। বালক কি কেবল মাতার ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিতেছে? না, তাহা নহে, তাহা হইলে কেবল "মা মা" বলিয়াই কাঁদিত, কিন্তু বিভূতি একবার বা "মা ওঠ, মা!" বলিয়া নয়নজলে ভাসিতেছে, আবার কখন, "বাবা, বাবা কোথায় গেল মা, কে আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেল মা, আমি

যে বাবার কোলে যাব।" আবার কথন কথন বলিতেছে "বড় মা" বিভূতি বিজলীকে "বড় মা বলিত, "বড় মা আমার বাবা কোথা গেল ? আমার বাবা কই বড় মা !"

বিরজা চক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বলিল "অম্বিক, অম্বিক. অম্বিক কই ! বিজল, সই আমার, অম্বিক কোথায় ? বল আমার প্রাণ বাঁচাও।"

বিজলী তাহার কোন উত্তর দিল না, কেবল রোদন করিতে লাগিল। তাহার নয়ন বারিই তাহার সকল কথা প্রকাশ করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

বিজয়চন্দ্র মুর্শিদাবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বে অম্বিকাচরণকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ বা উপদেশ যে কৌশল ক্রমে পূর্ব্ব হইতে পাঠাইয়া ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ দিকে মহারাজ বাহাদুর যথা সময়ে অম্বিকা চরণকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিলেন অম্বিকাচরণের তীর্থ যাত্রায় বাসনা ছিলনা, তাহাই আসেন নাই, কেননা আসিবার পূর্ব্বেও তিনি একবার ঐ রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক যদি এইরূপে পলাইবার ইচ্ছাই ছিল, তবে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল ?

বলা বাহুল্য যে মহারাজ অম্বিকাচরণের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। মহারাণী বিরক্ত না হইয়া দুঃখিত হইলেন। বিরজাকে না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না, আজি সেই বিরজা তাঁহার সঙ্গে নাই, যে বিরজাকে তিনি আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন ভালবাসেন, সেই বিরজা আসিলনা, ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। তাহাও না হয় হইল, মহারাণী বিভূতি ভূষণকে ছাড়িয়া কি করিয়া থাকিবেন, বিভূতিকে তিনি প্রাণ তুল্য ভাল বাসিতেন। সে বিভূতিকে না দেখিয়া থাকিতে যে তাঁহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।—যখনই সেই বালকের সুন্দর প্রফুল্ল প্রবিত্রতাময় বদন খানি তাহার মনে পড়িত, তখনই তাঁহার চক্ষে জল আসিত, তিনি তাহা নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেও তাহা স্খলিত হইতে থাকিত।

* * *

এদিকে রক্ষীগণ নৌকায় উঠিয়াই অম্বিকাচরণকে উত্তম রূপে বাঁধিয়া লইয়া গেল। যাহার ইচ্ছা হইল, তিনি দুই চারি ঘা উত্তম মধ্যম দিতেও ক্রটী করিলেন না। এ সময়ে হত ভাগিনী বিরজা মূর্চ্ছিতা, বিজলী বালক বিভূতীকে লইয়া শশব্যস্ত, সিপাহীগণ বিশেষ সুবিধা পাইয়া যে যাহা পাইল আত্মসাৎ করিল। বিরজা সর্ব্বস্বান্ত হইলে।

অম্বিকা যাইবার কালে সিপাহী দিগের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, বলিলেন যে "তোমারা একটু অপেক্ষা কর, বিরজার জ্ঞান হইলেই যাইব।" কিন্তু তাঁহারা সেকথা শুনিলনা, অম্বিকার চক্ষে জল আসিল, তিনি আবার বিনয় সহকারে বলিলেন যে "তবে একবার আমার বিভূতিকে

কোলে করিতে দাও, আমি বিদায় কালে তাহাকে একবার জন্মের মত কোলে করি, একবার তাহার মুখ চুম্বন করি” কিন্তু পাষণ্ডরা তাহাও শুনিল না, তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল, বিজলীর প্রাণ ফাটিয়া গেল, চক্ষু দিয়া সবেগে জল আসিল, বিভূতির মুখ চুম্বণ করিয়া মনে মনে বলিল “বিরজা তুমি, ভাগ্যবতী, তোমায় এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতে হইবে না বলিয়াই কি মোহ হইল।”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*—

নিদারুণ ঘটনা।

বিরজার মোহ ভঙ্গ হইলে বিজলী এ সকল কথা আর তাহাকে বলিল না, কেবল মাত্র বলিল যে অম্বিকাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। অম্বিকাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে এক জন সিপাহী আসিয়া বলিল “অম্বিকা এখন বন্দী, হয়ত যাবজ্জীবন তাহাকে বন্দীভাবে থাকিতে হইবে, সুতরাং তোমরা ইচ্ছামত যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার। সে রাজ আজ্ঞা অবহেলা করিয়া পলাইয়াছিল, তজ্জন্য তাহার তাহার কাজি সাহেবের নিকট বিচার হইবে।”

সিপাহী এই নিদারুণ সংবাদ দিয়া চলিয়া গেলে, বিরজা ও বিজলী উভয়ে মিলিয়া অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিতে লাগিল

বিরজা অগত্যা নৌকা ছাড়িয়া একটী বাসা ভাড়া করিলেন। অম্বিকার অপরাধের কি বিচার হয়, তাহা জানিবার জন্য প্রাণ ওষ্ঠাগত। অম্বিকাকে যে আর দেখিতে পাইবে, সে আশা ত নাই। তবে যদি বিচারপতি সদয় হইয়া এই সামান্য অপরাধের জন্য তাহার প্রাণ দণ্ড না করেন, তাহা হইলেই মঙ্গল। কাজির অসাধ্য বিচার নাই, অসাধ্য কাজও নাই।

বিরজা নিদ্রাহার পরিত্যাগ করিয়াছে, একমাত্র বিভূতি ভূষণ এখন তাহার শান্তি ও সন্তোষের স্থান, যখনই মন অত্যন্ত খারাপ হয়, অম্বিকার সেই বদন মাধুরী, সেই অকৃত্রিম প্রেম হৃদয় পটে উদিত হয়, তখনই বিভূতিকে কোলে করিয়া আকুল নয়নে কাঁদে ও তাহার বদন প্রতি শূন্য নয়নে চাহিয়া থাকে।

এক দিন বালক বলিল "মা কাঁদ কেন?"

বিরজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা কেন কাঁদি তা যে তুমি জাননা।"

বিভূতি। আর কেঁদনা।

বিরজা বালকের বিশুষ্ক বদন দেখিয়া ক্ষণেক রোদন সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না। চক্ষু মানিল না। বালক উপায় না দেখিয়া মাতৃ গলদেশ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মাতা পুত্রে রোদন পরবশ হইলেন।

বালক বিভূতি আবার মধ্যে মধ্যে "বাবা বাবা" করিয়া কাঁদিয়া বিরজা ও বিজলীকে নেত্রাসারে ভাসাইয়া দেয়। তাহার অম্বিকাকে একবার স্মরণ হইলে আর রক্ষা নাই—বালক আর্ত্ত-স্বরে কেবল পিতাকে দেখিবার জন্য কাঁদে। মাতাকে, মাতৃ-স্থানিয়া বিজলীকে, তাহার পিতাকে দেখাইতে বলে। সে

সময়ে কেহই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সক্ষম হয় না। বালক কাহারও সান্ত্বনা মানে না, কাহারও কথায় ভুলে না। আহা, কখন আপনি মাতাকে, তাহার বড় মাকে, সান্ত্বনা করিতেছে, আবার কখন তাহারা উভয়ে সেই দুগ্ধপোষ্য বালককে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছে না! বিভূতি পিতার জন্য কাঁদিলে তাহাকে সান্ত্বনা করা দায়, ক্রন্দন থামিলেও কত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, কতবার ফুঁপাইয়া উঠে। পাছে বিভূতি কাঁদে সেই জন্য বিজলী অনেক কষ্টে আপন যাতনা দমন করে, অনেক কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করে। কিন্তু বিরজা চেষ্টা করিয়াও তাহা পারে না, তাহার চক্ষু মানে না।

নিরপরাধীর এই সামান্য বিচার হইতে দুই মাস কাটিয়া গেল, শেষ হুকুম হইল যে অম্বিকাচরণকে যাবজ্জীবন বন্দীভাবে জীবন কাটাইতে হইবে। সমস্ত দিন রাজ সরকারে কার্য্য করিবে, মাসে ৩৲টাকা মাত্র পারিশ্রমিক পাইবে। মুর্শিদাবাদ ছাড়িতে পারিবে না, পক্ষান্তে এক দিন মাত্র অবকাশ। তাহাও তিন ঘণ্টার জন্য!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—•✱•—

মেঘেতে বিজলী।

অম্বিকাচরণকে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। একমাস অস্থিভেদি পরিশ্রম করিয়া ৩৲ টাকা মাত্র বেতন। আর ৩৲ টাকায় একটী লোকের কি ভরণ পোষণ হয়? তবে তৎকালে সকল দ্রব্য সুলভ ছিল, তাই একরূপে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত হইত।

কিন্তু অম্বিকাচরণ একা নহেন, এখন তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও আর একটী ভরণীয়া আছেন, ইহাদের দশায় কি হইবে? ইহাদের ভরণ পোষণের চিন্তা করা না করা সমান, কেন না তাঁহার আর উপায়ান্তর নাই—তাঁহার ইহজীবন এইরূপ বিষাদেই কাটাইতে হইবে। দুর্দ্দণ্ড জমিদারের কোপে পড়িয়া একটী নীরিহ নিরপরাধীর ইহ জীবন কি ভয়াবহ হইল তাহা দেখ।

বিরজার চলে কি প্রকারে, বালক বিভূতি খায় কি? ঈশ্বর তোমার মহিমা অপার, তুমি যে কি অপূর্ব্ব কৌশলে এই বিশ্বসংসার পরিচালিত করিতেছ, তাহা বুঝিয়া উঠে এমন লোক সংসারে নাই—কিন্তু আমরা তোমার কার্য্যের কূটতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবল বৃথা আর্ত্তনাদ করি। কোন প্রকার শিক্ষা বিষয়ে তাচ্ছিল্য করিতে নাই, কোন বিষয়ের দ্বারা যে কোন সময়ে কি উপকার দর্শিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। বিরজা বাল্যকালে পিতৃভবনে তাহার মাতার নিকট মকমলের

উপর জরির কাজ করিতে শিক্ষা করে। বিরজা সুন্দর কারু‐কার্য্য বড় ভাল বাসিত, সুতরাং তাহা অতি যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়াছিল, এবং ক্রমশ পরিচালনা দ্বারা তাহার সমধিক উৎ‐কর্ষ লাভ হয়, আজি সেই শিক্ষাই বিরজার ভরণ পোষণের উপায় হইল। মুসলমানেরা জরির কাজ কিছু পছন্দ করে, তৎকালে মুর্শিদাবাদে অনেক ধনী মুসলমানের বাস ছিল, সুতরাং সে সময়ে জরির কাজের বিশেষ আদর ও কাটতি ছিল।

বিরজা মকমলে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর সুচারু কার্য্য করিয়া দিত, আর বিজলী তাহা একজন মহাজনকে নগদ মুল্যে বেচিয়া আসিত। একশত টাকার দ্রব্য মহাজন পঞ্চাশ টাকায় কিনিত, তথাপি বিরজার তাহাতে বেশ লাভ থাকিত। মকমল ও জরি কিনিবার টাকায় বিরজা প্রাণান্তেও হস্তক্ষেপ করিত না। এইরূপে তাহাদের সংসার চলিতে লাগিল। কোন আর্থিক বিশেষ কষ্ট নাই—কিন্তু মানসিক বড় কষ্ট, যে বিরজা অম্বিকাকে একদণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, আজি সেই বিরজা অম্বিকাকে পক্ষান্তে একবার মাত্র দেখিতে পায়, এ কষ্ট, এ যাতনা কি অবলার কোমল প্রাণে সহ্য হয়? কিন্তু বিরজার ভালবাসা অনন্ত অক্ষয়, তাহার আদি নাই—অন্ত নাই, অম্বি‐কার ইহাই সেই তাপ দগ্ধ হৃদয়ের একমাত্র শান্তি। বিরজা! তোমার ন্যায় যাহার পত্নী, তাহার কি কোন দুঃখ আছে?

ষোড়ষ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

মন্দের ভাল।

আজি অম্বিকার আসিবার দিন, অভাগিনী বিরজা কত সাধে কত আহ্লাদে কত প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন অম্বিকাকে খাওয়াইবে। তাহার হৃদয় অদ্য আহ্লাদে স্ফীত হইতেছে, একটী পক্ষ অতীত হইয়াছে, সেই প্রেমপূর্ণ স্নেহময় বদন কমল অবলোকন করিতে পায় নাই, আজি তাহা দেখিয়া হৃদয় প্রাণ পরিতৃপ্ত করিবে। বিভূতি ভূষণ "বাবা আসবে বাবা আসবে" বলিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়া বিজলীর মুখ ধরিয়া কত কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আনন্দে কথা বাহির হইতেছে না। বিজলী তাহার সকল কথা বুঝিতে পারিতেছে না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া মাতার নিকট আসিয়া তাহার বদন ধরিয়া আবার কত কথা কহিতেছে, বিজলীকে কত ভৎ'সনা করিতেছে।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই, পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিতেছেন, পূর্ব্বদিকে ম্লান বদনে নিশানাথ সমুদিত হইতেছেন। সন্ধ্যা সমীরণ মৃদুমন্দ বহিয়া যেন প্রকৃতিকে সন্ধ্যা সমাগম সংবাদ পরিজ্ঞাত করিতেছে, কলিকা সকল যেন এই সংবাদে চক্ষু উন্মিলন করিয়া একবার নিশাপতি, একবার বা দিননাথের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিতেছে। মৃদু সূর্য্যরশ্মি আসিয়া যেন তাহাদিগকে বিদায়

কালিন চুম্বন করিতেছে। কুসুমচয় উৎসাহে, সোহাগে, আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেছে—কুমুদিনী নায়ক ইহা দেখিয়াই কি তুমি এত ম্লান ?

সমস্ত দিবসের দারুণ পরিশ্রমের পর বিরজার সাধের ধন, দরিদ্রের অমূল্য বিভব, সতীর সর্ব্বস্ব, অম্বিকাচরণ আসিলেন। বিভূতি ভূষণ "বাবা বাবা"বলিয়া নাচিতে নাচিতে পিতৃসন্নিধানে গমন করিল। অম্বিকাচরণ স্নেহভরে পুত্রমুখ চুম্বন করিলেন, সে চুম্বনে যে কি সুখ তাহা যাহার সন্তান আছে তিনিই জানেন। অনেকক্ষণ পুত্রের নানাবিধ প্রশ্নের ইচ্ছামত উত্তর প্রতি উত্তর দিয়া বলিলেন "বিরজা ভাল আছ ?"

বিরজা। হাঁ ভাল আছি—তোমার শরীর ভাল !

অম্বিকা। বড় ভাল নয় বিরজা, কএক দিন অবধি সন্ধ্যার সময় যেন একটু অসুখ করে।

বিরজা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, মনে হইল "হায় আমি এমনি মন্দ ভাগিনী যে স্বামী সেবা করিতে পাইলাম না, যে স্বামিসেবা সতীর সর্ব্বস্ব, সতীর অক্ষয় স্বর্গ, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল না।" বিরজার সেই ইন্দিবর তুল্য নয়ন যুগল সলিল পূর্ণ হইল। অম্বিকাচরণ স্নেহ ভরে বিরজার মুখ চুম্বণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, অম্বিকা যে তাহাতে কত অনুপম সুখলাভ করিলেন তাহা বলা যায় না। হৃদয়ে কি যেন শূন্য ছিল তাহা পূর্ণ হইল। প্রেমের অঙ্কুর যেন শুষ্ক হইয়াছিল, তাহা সরস হইল।

অম্বিকা বিরজার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বিরজার সেই কোমল সুন্দর কর ধারণ করিয়া বলিলেন "দেখ বিরাজ, এক

পক্ষের এক একটী দিন যেন আমার এক একটী দীর্ঘ বৎসর বলিয়া বোধ হয়, আমি যে কষ্টে যে যাতনায় সে সময় অতি-বাহিত করি তাহা ঈশ্বর জানেন, বিরজা! এ যাতনা যে আর সহ্য হয় না, তাই আর কতকাল এ যম যাতনা ভোগ করিব? আমি জানি যে যতকাল বাঁচিব তত কাল ভোগ করিতে বাধ্য—তাই, তবে আমার বাঁচিয়া সুখ কি? আহা যখন বিভুর চাঁদ মুখ খানি মনে পড়ে, তখন চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, ঈশ্বরকে বলি "হে ঈশ্বর আমার কপালে কি এত দুঃখ লিখিতে হয়, কিন্তু কই আমার কাতরোক্তি ত তাঁহার চরণ কমল স্পর্শ করিতে পারে না। আমার এ অপার দুঃখ ত ঘুচেনা।"

অম্বিকার চক্ষু বহিয়া দর দর ধারে অশ্রু সম্পাত হইতে লাগিল। বিরজা আপন মনে কাঁদিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না, কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে কি ভীষণ শোকোচ্ছ্বাস হইতেছিল, তাহা পাষাণ হৃদয় মানব কি বুঝিবে? যিনি অন্তর্য্যামী তিনি ব্যতীত আর কাহারও তাহা অনুভব করি-বারও ক্ষমতা নাই।

অম্বিকা আবার বলিলেন "আমি সপ্তাহে একবার করিয়াও যাহাতে তোমাদিগকে দেখিতে পাই সেই জন্য কাজির নিকট আবেদন করিয়া ছিলাম, কিন্তু তাহা না মঞ্জুর হইয়াছে—তবে পূর্ব্বে তিনঘণ্টা ব্যতীত থাকিতে পাইতাম না, এখন সমস্ত রাত্রি থাকিতে পাইব।"

বিরজার প্রাণ পুলকিত হইল, অপেক্ষাকৃত অধিক সময় অম্বিকাকে দেখিতে পাইবে ইহাই তাহার আনন্দ।

অম্বিকা বিভূতি ভূষণের সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া ও গল্প করিতে লাগিলেন। এরূপ পরাধীন জীবনে প্রাণাধিক প্রিয় কুমারের সহিত ক্ষণেক কথাবার্ত্তা কহিয়া যে কত সুখ তাহা অম্বিকা উপভোগ করিলেন। পতিব্রতা বিরজা তাঁহার আহারের আয়োজন করিতে গেলেন। আর এক কার্য্য—একটী সুখের কথা বিজলীকে বলিতে—অম্বিকা রাত্রি যাপন করিবে, প্রাতে আবার সে বিধুবদন দেখিতে পাইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অত্যাচার।

এই রূপে দুঃখের জীবনে, দিনের পর দিন মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল। এখন বিভূতির বয়ঃক্রম আট বৎসর, বিভূতি পাঠশালায় যায়, পাঠশালায় বালকেরা তাহার পিতার কথা উল্লেখ করিয়া হাস্য পরিহাস করে, বালক ছল ছল নেত্রে গৃহে আসিয়া মাতাকে বলে ও ক্রন্দন করে। এখন বালকের একটু জ্ঞান হইয়াছে, অজ্ঞান অবস্থায় তাহার যে জীবনটী সুখের ছিল, তাহা ক্রমশঃ দুঃখের হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহাতে নন্দনের পূতঃ সৌরভ বিকীর্ণ ছিল, তাহাতে সংসার নরকের পুতি গন্ধ উদ্গম হইবার সুত্রপাত হইয়াছে।

অদ্য বিভূতি পাঠশালায় গিয়াছে, বিরজার প্রিয়সখী সহোদরা স্থানীয়া বিজলী মহাশয়ের নিকট একটী মখমলের উপর জরির

কাজ করা টুপী বিক্রয় করিতে গিয়াছে, বিরজা গৃহকার্য্য সমাপনান্তে নির্জ্জনে বসিয়া আপন সূচী কর্ম্ম করিতেছেন, এমত সময়ে কে দ্বারদেশে মৃদু আঘাত করিল, বিরজা বিজলী আসিয়াছে ভাবিয়া শশব্যস্তে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল, কিন্তু দেখিল—বিজলী নয়—অপর ব্যক্তি।

বিরজার আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল; বাটীতে কেহ নাই, কিন্তু গৃহ মধ্যে নররূপী রাক্ষস উপস্থিত। আগন্তুক সবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বিরজার যেন সহসা বাক্‌শক্তি বিলোপ হইল।

আগন্তুক বিজয়!

বিজয় বলিলেন "বিরজা, আমি রাক্ষস নহি, আমাকে ভয় কি? আমি এক কালে তোমার প্রতিবাসী ছিলাম, তোমায় প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে ভাল বাসিতাম, ভাল বাসিতাম নয় বিরজা, এখনও সেইরূপ কি তদপেক্ষা অধিক ভাল বাসি—কিন্তু তুমি আমাকে দেখিলে অমন ভীত হও কেন?"

বিরজা নিরুত্তর।

বিজয়। বিরজা আইস।

বিজয় বিরজার হস্ত ধারণ করিলেন।

বিরজা সবেগে হস্তোন্মোচন করিয়া বলিলেন "আপনি আমার গৃহে কেন আসিলেন?"

বিজয়। কেন, বিরক্ত হইলে?

বিরজা। আমার এত অনিষ্ট করিয়াও কি আপনার আশা মিটে নাই, রাক্ষসী ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হয় নাই?

বিজয়। আমার সকল দোষ ক্ষমা কর।

বিরজা দেখিল বিজয় মাদক সেবন করিয়াছে, আরও ভীত হইয়া বলিল "আপনি যান, আপনার এখানে আসা অতি অন্যায়।

বিজয়। কি করিব বিরজা মন যে বুঝেনা।

বিরজার সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িত প্রবাহ হইল, অস্থিতে অস্থিতে শিরায় শিরায় যেন অগ্নি স্রোত প্রবাহিত হইল, হৃদয় অনন্ত শোকে উচ্ছ্বাসিত হইল, মনে মনে বলিল "হে ভগবান আমায় এমনি করিলে যে এ পৃথিবীতে আমার সহায় কেহই নাই।— এত কষ্টে, সংসারের সকল সুখাধার স্বামীর দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত প্রায় হইয়া অতি ক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছি, দীননাথ, তাহাতেও কি বাদ সাধিতে হয়, প্রভো! এ অধিনীকে কি আরও ক্লেশ দিতে তোমার ইচ্ছা আছে?"

বিজয়। বিরজা কথা কও।

বিরজা দেখিল ভয় করায় কোন ফল নাই বরং অনিষ্ট আছে, সুতরাং, হৃদয়ে দ্বিগুণ সাহস করিয়া বলিল "আপনি এখনি যান।"

বিজয়। ও চাঁদ মুখ দেখিয়া কি যাইতে পারি—বিরজা সে ভিখারীটাকে বিস্মৃত হও একবার সখের প্রাণ কর।

বিরজার হৃদয় যেন জ্বলিয়া উঠিল, সক্রোধে বলিলেন "সাবধান হইয়া কথা কহিবেন, আপনি এখনি এখান হইতে যান, নতুবা আমি চীৎকার করিব।

বিজয়। বিরজা আমায় একবার আলিঙ্গন দাও নতুবা আমি যাইব না। আমার বাসনার পরিতৃপ্তি সাধনার জন্য যদি আমার প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়, আমি অম্লান বদনে তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি।

বিরজা সজল চক্ষে বলিল "অনাথিনী দরিদ্রার উপর এত অত্যাচার করিবেন না, ঈশ্বর কখনই এত সহিবেন না।"

বিজয় উচ্চহাস্য সহকারে কহিল "বিরজা, ঈশ্বর আবার কে?"

বিরজা। পরে জানিতে পারিবেন, তাঁহার চক্ষে ধূলা দেওয়া যায় না, তাঁহার বিচারে পক্ষপাত নাই।

বিজয়। ও সকল বাজে কথা যাক, এখন আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, তোমার দারিদ্র্য ঘুচাও, আমি এখনি তোমাকে রাজরাণী করিতে পারি।

বিরজা সক্রোধে কহিলেন "সয়তান, তুমি আমায় অর্থলোভ দেখাইতেছ, এখনি দূর হও।"

বিজয় 'হইতেছি" বলিয়া বিরজাকে আক্রমণ করিল। বিরজা কত চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার দৃঢ় বন্ধন হইতে বিচ্যুত হইতে পারিল না, উভয়ে অনেক ক্ষণ পরস্পরে বল প্রকাশ করিল, কিন্তু ক্রমশঃ বিরজার বল হ্রাস হইতে লাগিল। বিরজার গৃহে কেহ নাই—বাটী পল্লী পার্শ্বে, সেখানে অধিক লোকের বসতী নাই, চীৎকার করিলেও কেহ শুনিতে পায় কি না সন্দেহ, বিজয় উন্মত্ত, বিরজা নিরুপায়, তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, বক্ষ সবেগে দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, চক্ষে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিল "দয়াময়! ঈশ্বর, অধিনীর তোমা বই আর সহায় নাই, বিপদভঞ্জন এ বিপদের সময় উদ্ধার কর দেব।"

বিজয় আবার সবেগে বিরজাকে টানিল, বিরজা ভূমিতে

পড়িয়া গেলেন, তিনি প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, পামর তাহার বদন চাপিয়া ধরিয়া বলপ্রকাশ করিতে লাগিল। আর বিলম্ব নাই, বুঝি বা সতীর সর্ব্বনাশ হয়, বিরজা সবেগে সবলে বিজয়কে পদাঘাত করিতেছে, কত কাকুতি মিনতি করিতেছে, সতীত্ব নাশ ভয়ে উভয় চক্ষু দিয়া শত ধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছে, তথাপি তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, সে আপন চেষ্টায় রত। এমত সময়ে সহসা দ্রুত বেগে সেই গৃহ মধ্যে কে প্রবেশ করিল, বিরজার হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইল, তিনি তখনি মূর্চ্ছিতা হইলেন।

আগন্তুক বিজয়কে টানিয়া আনিয়া প্রহার করিতে লাগিল, বিজয় তাঁহার নিকট ক্ষীণ প্রাণী, সুতরাং সে দারুণ প্রহারে মৃত প্রায় হইয়া উঠিল। তাহাকে, নিদারুণ প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিবা মাত্র সে সাধ্য মত দ্রুত পদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

তখনও বিরজার মোহ ভঙ্গ হয় নাই, আগন্তুক বিরজার চখে মুখে জল দিলেন, থাকিয়া থাকিয়া সেই বদন কমল চুম্বন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে বিরজার জ্ঞান হইল, বিরজা চক্ষু উন্মীলন করিয়া সভয়ে ডাকিল "নাথ, অম্বিক!"

অম্বিকা। কেন বিরজা।

অম্বিকা আবার বিরজার মুখ চুম্বণ করিলেন। বিরজা দেখিলেন, অম্বিকার চক্ষু রক্তবর্ণ, বদন মণ্ডল রক্তাভ, বুঝিলেন যে ক্ষণিক রাগ বশতই এরূপ হইয়াছে। বিরজা স্বামীর উরসে আপন মস্তকটী রক্ষিত করিয়া তাঁহার বদন প্রতি চাহিয়া রহিল। বিরজা যেন স্বর্গ সুখ উপভোগ করিল, তাহার হৃদয় আনন্দে

উছলিত হইতে লাগিল। বিরজা ভাবিল এত সুখ আর কোথাও নাই, ইহাই সংসারের অনন্ত সুখ!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

বাজে কথা।

বিরজার একটী দিন গেল, কিন্তু হতভাগ্য অম্বিকাচরণের বুঝি সকল দিন গেল। বিজয়ের অম্বিকাচরণের উপর ঘোরতর জাতক্রোধ জন্মিল, যে ক্রোধ ছিল তাহা দ্বিগুণিত হইল। নানা উপায়ে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিতে লাগিল। কখন বেত্রাঘাত, কখন অল্প দিন কারাবাস, এই রূপ শাস্তি অম্বিকার নিত্য নৈমিত্তিকের মধ্যে হইয়া উঠিল। অম্বিকা দেখিলেন তিনি নিরুপায়, এ সংসার—এরাজ্য আর তাঁহার সুখের স্থান নয়, এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ ভিন্ন আর তাঁহার শান্তি নাই। এরূপ অত্যাচারে ওয়াসিংটন, ওয়েলিংটন, বোনাপার্টি প্রভৃতি বীরগণের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, তায় অম্বিকা কোন্ ছার্!

অম্বিকার দিনে দিনে সংসারে বৈরাগ্য জন্মাইতে লাগিল। তিনি যেন ক্রমশঃ আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলেন। বিভূতির সেই প্রেমপূর্ণ বদন তাঁহার হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে লাগিল। বিরজার ভালবাসা, সেই অপরিসীম অপরিমেয় স্বর্গীয় ভালবাসা, আর তাঁহার বিদগ্ধ হৃদয়ে প্রীতি বিধানে সক্ষম হইল না!

যে অম্বিকা বিরজার বদন নিরীক্ষণ করিতে উন্মত্ত হইতেন,

যাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া অবনীতে স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন, আজি সেই অম্বিকা আর সে মুখ না দেখিয়া ব্যথিত হন না। দেখি ভাল, না দেখি ক্ষতি নাই, এইরূপ ভাব দাঁড়াইয়াছে; বিরজার যে সুখটুকু ঐ সংসারের আশ্রয়তরু স্বরূপ ছিল, তাহাও বুঝি নির্ম্মূল হইল।

সত্বগুণে নারী হৃদয় পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নারী হইলে অম্বিকার এরূপ ভাবান্তর হইত কি না বলিতে পারি না। বিরজা যে সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তাহাকে ভাল বাসিয়াছে, সংসারের মোহকর চাটুবাক্যে ভ্রূক্ষেপ করে নাই, আজি তাহারই পুরস্কার দিতে বুঝি অম্বিকার এই ভাবান্তর উপস্থিত! কিন্তু বিরজার প্রেম পূর্ব্ববৎ, তাহা অটুট, অক্ষুন্ন। যে অম্বিকা কিসে সংসার চলিবে, কিসে বিভূতি মানুষ হইবে, লেখা পড়া শিখিবে, এইরূপ কত প্রকার চিন্তা করিতেন, আজি আবার সেই অম্বিকা বিভূতি আহার পাইল কি না তাহা ভাবেন না, যদি এক দিন তাহারা মাতা পুত্রে আহার না পায় তাহা হইলেও হয়ত বিরস চিত্ত বা দুঃখিত হন না। মনুষ্য তোমায় বুঝা ভার! বিশেষতঃ পুরুষ তোমার হৃদয়ের বিকৃতি জন্মিলে তুমি না করিতে পার এমন কাজ নাই! কিন্তু কেন এরূপ ভাবান্তর হয় তাহা কি কেহ বলিতে পারেন?

বিরজা বা বিজলীর কথা ছাড়িয়া দি, বালক বিভূতিভূষণও তাহার পিতার এই আকস্মিক ভাবান্তরের বিষয় বুঝিয়াছে, সেও মাতার নিকট কাঁদে—বলে "মা, বাবা আর আমায় ভাল বাসে না, আমার চুমো খায় না।"

বিরজা নানা কথায় তাহাকে ভুলায়, তাহার ভয় পাছে বালক নিরুদ্যম হয়, পাছে তাহার কোমল হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

দুর্গোৎসব।

বঙ্গে দুর্গোৎসব, আজি মহামায়ার পূজা উপলক্ষে অম্বিকা চারি দিবস অবকাশ পাইয়াছেন, গত বারে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, এই চারি দিবস বাটীতে থাকিবে, ষষ্ঠীর দিন আসিবেন।

বিরজার আনন্দের সীমা নাই—চারি দিন স্বামীকে দেখিবে, হৃদয় ভরিয়া দেখিবে, সে আনন্দ কি রাখিবার স্থান আছে? সহর লোকে লোকারণ্য, সকল লোকই যেন আনন্দে উৎসাহিত, সকলেই প্রফুল্ল। মহামায়ার সমাগমে ব্যস্ত, এই সময়ে বাঙ্গালীর হৃদয়ে কিরূপ আনন্দ হয়, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

সন্ধ্যা হইল,বিরজা ঘরবার করিতেছে,অম্বিকা এই আসেন। বিভূতি মাতৃদত্ত পোষাকটী পরিয়া পিতৃ আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। পিতা এখনি আসেন, বালক তাঁহাকে আপন পোষাক দেখাইবে, জুতা দেখাইবে,তাঁহার সহিত পর দিবস কোথায় পূজা দেখিতে যাইবে তাহার পরামর্শ করিবে। এইরূপ কতই ভাবিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, অধিবাসের বাদ্যরোল হইল, অধিবাস শেষ হইল, কিন্তু অম্বিকা আসিলেন না। বিরজা উৎকর্ণ হইয়া আছে, একটী সামান্য শব্দ হইলে—মনে করিতেছে

ঐবুঝি অম্বিকা আসিতেছেন, দুই তিন বার শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কেহই আসিল না।

বিজলী বলিল "আজ শেষ দিন, কাজে অধিক আজকর্ম্ম আছে, তাই এখনও আসিতেছেন না, রাত্রে আসিবেন।" বিরজাও তাহাই বিশ্বাস করিল। বিভূতিকে আহার করিতে বলিল। বালক বলিল "আমি বাবার সঙ্গে খাব।" বিজলী অনেক প্রকারে তাহাকে ভুলাইয়া আহার করাইয়া শয়ন করাইল। বালক পিতার কথা কহিতে কহিতে নিদ্রাগত হইল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রগাঢ় হইল, ক্রমে অম্বিকার আসি-বার আশা গেল। এখনও বিরজাও বিজলী জাগরীত। বিজলী বিরজাকে আহার করাইতে অনেক চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না, সুতরাং বিজলীরও আহার হইল না। ইহা আজি নুতন নয়, প্রায় ছয় মাস হইতে মধ্যে মধ্যে এরূপ হইয়া আসিতেছে। কাহারও নিদ্রা নাই—বিরজা অবিরত কাঁদিতেছে। বিজলী কত প্রকার শান্তনা বাক্য প্রয়োগ করিল, কিন্তু প্রকৃত যাতনার শান্তনা কাছে কি? সুতরাং বিরজার হৃদয় মানিল না, তাহার যাতনার অবসান হইল না।

রাত্রি প্রভাত হইল, সপ্তমী আসিল, বিভূতি নিদ্রা ভঙ্গে ত্রস্ত ভাবে উঠিয়া "বাবা বাবা" বলিয়া ডাকিল। কেহ কোন উত্তর দিল না। বালক নিস্তব্ধ হইল, তাহার বিষণ্ণভাব দেখিয়া বিরজার চক্ষে জল আসিল, বিজলীও চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিল না; কিন্তু পাছে তাহার চক্ষে জল দেখিয়া বিভূতী আরও কাঁদে, এই আশঙ্কায় সে শয্যা হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে গেল।

ক্রমে সপ্তমীও গেল, অষ্টমী আসিল, তাহাও শেষ হইল।

আজি নবমী, বেলা অপরাহ্ণ—এমত সময়ে অম্বিকাচরণ টলিতে টলিতে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিরজার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কিন্তু সতী তাহা সহ্য করিলেন, বিরক্ত হইলেন না, সাহ্লাদে স্বামীর নিকটে গেলেন।

বিরজাকে দেখিয়া অম্বিকা মৃদু হাসিয়া বলিল "আমি এসেছি।"

বিরজা। তুমি না আসিবে ত কে আসিবে—এসংসারে আর আমার কে আছে?

বিভূতি "বাবা বাবা" বলিয়া নিকটে আসিল।

বালক ভাবিল পিতা কত সোহাগ করিবেন, কিন্তু অম্বিক প্রতি উত্তরে বিরক্তি সহকারে বলিলেন "কি?"

বালক স্তম্ভিত হইল, কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া বলিল "আমি—আ—"

অম্বিকা সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "ব্যস্ত করিসনে।"

বালক কুণ্ঠিত ও বিষাদিত হইয়া সরিয়া গেল।

অম্বিকা। বিরজা দশটা টাকা দিতে পার?

বিরজা শশব্যস্তে টাকা কয়টী আনিয়া তাঁহার হস্তে দিল, অম্বিকা টাকা কয়টী লইয়া বলিলেন "আমি কেন টাকা লইতেছি জিজ্ঞাসা করিলে না?"

বিরজা। আবশ্যক আছে তাই লইতেছ, তা আবার জিজ্ঞাসা করিব কি, যতক্ষণ আমার আছে ততক্ষণ দিব। যখন না থাকিলে তুমি দিবে।

অম্বিকা। আমি? না না তা দিব না, কোথায় পাব? আমার টাকার এখন বড় দরকার। প্রায়ই বন্ধুবান্ধব নিয়ে

আমোদ করতে হয়, আর না করে করি কি? সেই জন্য দেখ্তে পাও না যে তোমার কাছ থেকে প্রায়ই টাকা নিয়ে যাই।

বিরজা। ষষ্ঠির দিন আস্‌ব বলে ছিলে এলে না কেন? তোমায় না দেখ্‌লে যে বড় কষ্ট হয়, প্রাণ যে ফেটে যায়।

বিরজা কাঁদিল।

অম্বিকা। এইত এসেছি, কিন্তু এখন চল্‌লাম।

বিরজা। এখনি!

অম্বিকা। হাঁ এখনি।

বিরজা আকুল ভাবে কহিলেন "আজ থাক, তোমার পায়ে পড়ি আজ থাক।"

অম্বিকা ভ্রূকুটি করিয়াকহিলেন "তোমার টাকা কটা নিয়েছি বলে যেতে দিতে কষ্টহচ্চে না কি?"

বিরজা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল "তবে জল খেয়ে যাও।"

অম্বিকা "না" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিরজা ভগ্নোৎসাহ ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া আপন শয্যায় যাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বালক বিভূতী স্তম্ভিত ও ব্যাকুল চিত্ত হইয়া বিজলীকে মৃদুস্বরে কহিল "বাবা কোথা গেল বড় মা।" বিজলী সে কথার আর কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার সজল চক্ষু সে কথার উত্তর দিতে বিরত হইল না। বালক তাহা বুঝিল কি? বুঝিল বই কি, বিভূতী কাঁদিয়া আকুল হইল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

—:০:—

দুঃখের উপর দুঃখ।

দুর্গাপূজা ছয় মাস হইল অতীত হইয়াছে। অম্বিকার এখন আর হিতাহিত জ্ঞান নাই, টাকা পাইলেই লইয়া যায়, এবং টাকা চাহিবামাত্র বিরজাও দেয়। স্বামীর নিকট গোপন করিতে এত শিখিয়াও পারিল না!

বিরজা এখন দিবা রাত্র পরিশ্রম করে, সুদ্ধ আপনার ভরণ-পোষণ ভার নহে, অম্বিকার আর্থিক স্বেচ্ছাচারিতার অভাব মোচন করিতে হয়। এই দুর্নিবার পেষণে কথন কথন বিরজাকে উপবাসে দিন কাটাইতে হয়। এই দারুণ দুশ্চিন্তা ও ক্লেশে আমাদের চিরদুঃখিনী বিরজার দিন কাটিতেছে, ইহাতেও বিরজার স্বামীর প্রতি অনাস্থা নাই, বরং তাঁহার প্রতি আরও ভাল বাসা বাড়িয়াছে,——সহানুভূতি দ্বিগুণিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাকাল, বিজলী বিভূতিকে ক্রোড়ে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছে এবং বিরজা এক মনে একটি জামায় জরির কার্য্য করিতেছে, এমত সময়ে গৃহ মধ্যে অম্বিকাচরণ প্রবেশ করিলেন। বিরজা ব্যস্ত ভাবে কার্য্য ফেলিয়া স্বামীকে বসিতে আসন দিল। এ অম্বিকা আর যেন আমাদের সে অম্বিকা নয়, সেই দেহে যেন অন্য হৃদয়ের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

সে শ্রী নাই, সে লাবণ্য নাই, মুখ ভাবের সেই অপূর্ব্ব সারল্য নাই, সকলেরই যেন ঘোর, পরিবর্ত্তন ঘটিয়া

অম্বিকার হৃদয় হইতে কি ভালবাসা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে? না তাহা নয়—অত্যাচার যাতনায় তাহার মানসিক বিকৃতি জন্মিয়াছে, হৃদয়ের ভালবাসা অবস্থান্তরে অবস্থান্তর ধারণ করিয়াছে, অম্বিকা দেবতা হইতে একেবারে পশুভাবাপন্ন হইয়াছেন।

অম্বিকা বলিলেন "বিরজা, আমি কেন আসিয়াছি বল দেখি?"

বিরজা। বিভূতিকে দেখিতে।

অম্বিকা। বিভূতিকে দেখিয়া কি আমার স্বর্গলাভ হইবে?

বিরজা নিরুত্তর।

অম্বিকা। আমায় কিছু টাকা দিতে পার?

বিরজা নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "টাকা ত নাই।"

অম্বিকা। নাই!

বিরজা। একটী তামার পয়সা নাই।

অম্বিকা। তবে কি কাজ কর?

বিরজার বড় দুঃখ হইল, দিবারাত্র পরিশ্রম, ইহাতেও অভিযোগ। চক্ষে জল আসিল, সে জল বহু কষ্টে দমন করিয়া ভাবিল কাহার উপর বা অভিমান।

অম্বিকা বিরজার হস্তস্থিত জামাটিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "ঐ জামাটা বিক্রি করনাই কেন?"

বিরজা। কাল বিক্রি হবে।

অম্বিকা। আজ আমার আবশ্যক কাল হয়ে হবে কি?

বিরজা। কাজত এখনও শেষ হয় নাই।

অম্বিকা। দেখি।

বিরজা জামাটি স্বামীর হস্তে দিল।

অম্বিকা। আচ্ছা আমি বেচ্‌ব, তোমায় কষ্ট কর্‌তে হবেনা।

বিরজা। ওযে ফরমাশি জামা!

অম্বিকা। তাকে আর একটা তৈয়ার করে দিও।

বিরজা আকুলভাবে সজলনেত্রে কহিল "আমি কোথায় পাব, আমার পুঁজির কয়টী টাকাও যে ঐতে আছে। আমার পরিশ্রমের টাকা তুমি নাও, পুঁজি গেলে আমরা যে না খেতে পেয়ে মারা যাব।"

অম্বিকা তাহার কোন উত্তর না দিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন, বিরজার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল, এতদিন তাহার কিছুতেই দুঃখ হয় নাই, আজি তাহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইল, কি হইবে কি করিয়া বিভূতিকে বাঁচাইবে, এই চিন্তাই তাহার নিদারুণ হইল।

বিজলী নিকটে বসিয়া সমস্তই দেখিল, কিন্তু একটি কথাও বলিল না।

পর দিবস হইতে সামান্য তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল তাহাই বিক্রয় করিয়া আপনারা একসন্ধ্যা অল্পমাত্র আহার করিয়া বিভূতির জন্য ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইল। লোকে বিশ্বাস করিয়া আর কেহ কাজ দিলনা, সকলেই জামিন চায়, কিন্তু অভাগিনী বিরজার জামিন কে?

আর কি, যাহা কিছুছিল তাহাও শেষ হইল, আর দিন চলেনা, কালি কি হইবে তাহার স্থির নাই। দোকানদারেরা যে সামান্য ধার দিত তাহাও বন্ধ করিল, ঘরে এমন কিছু নাই

যাহাতে সে দিন চলে। বিজলী ভিক্ষা করিয়া দুইটি পয়সা আনিয়াছিল তাহাতেই বিভূতি সে দিন উপবাসে রহিল না। আবার রাক্ষসী দিবা আসিল, সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিশা ধীরে ধীরে আপন মোহকর আবরণী উত্তোলন করিয়া পৃথিবীর নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদায় লইলেন। আবার বিরজা ও বিজলীর মস্তক ঘুরিয়া গেল, কি হইবে,কি করিয়া দিন কাটিবে; বালক প্রাতে উঠিয়া "মা ক্ষিধে পেয়েছে" বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে, সে কি জানে যে আহার এত দুষ্প্রাপ্য বস্তু। সে কি জানে যে তাহার পিতা এত পশুভাবাপন্ন হইয়াছেন?

বিরজার চক্ষের জল আর শুষ্ক হয় না। বিজলী আবার ভিক্ষায় বাহির হইল, কিন্তু ভিক্ষা করে কোথায়? স্ত্রীলোক না দেখিলে চাহিতে পারে না। ভিক্ষা করা কি বিরজা বা বিজলীর কর্ম্ম, কিন্তু বিধাতা তুমি তাহাদের ললাটে তাহাও লিখিয়াছ!

বেলা প্রায় দুই প্রহর, এখনও দুধের ছেলে জল খায় নাই—এমত সময়ে গৃহ মধ্যে কে প্রবেশ করিল, বিরজা চিনিল যে তাহার পিতা গোপালচন্দ্র; শশব্যস্তে তাঁহাকে বসিতে আসন দিল।

গোপালচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কেমন বিরজা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা ঘটিয়াছে ত? ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিতে হইল! এই তোমায় অম্বিকা ভালবাসে, এই ভালবাসার জন্য তুমি পাগল, আমি সকল কথাই বিজলীর নিকট এই মাত্র শুনিয়াছি।"

বিরজা তাহার কোন উত্তর দিলনা, কেবল অঝোরে কাঁদিতে লাগিল

গোপাল। এখনও যদি চেতনা হইয়া থাকে তবে আমার সহিত দেশে চল, আমার যাহা কিছু আছে সকলই তোমার।

বিরজা। আমি কি করিয়া যাই?

গোপাল। কেন?

বিরজা। তাঁহাকে ফেলিয়া?

গোপাল। সে হতভাগার সহিত সম্বন্ধ থাকিতে আমি তোমার কোন উপকার করিব না।

বিরজা। আমার না করেন, আমার ছেলের করুন, বাছা আমার এখনও জল খায় নাই।

বিরজা কাঁদিতে লাগিল। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

গোপাল। না বিরজা, আমি ওসকল ভাল বুঝি না তুমি অম্বিকাকে ছাড়িবে?

বিরজা। আমি তাহা পারিব না।

গোপাল। এই কষ্ট ভোগ করিবে?

বিরজা। এই কষ্টই আমার স্বর্গ।

গোপাল। তবে স্বর্গ সুখ ভোগ কর।

বিরজা সরোদনে বলিল "বাবা বিভূতির উপায় করুন।"

গোপাল। তোমার ছেলে আমার কেহ নয়।

গোপাল এই বলিয়া রাগভরে চলিয়া গেলেন। বিরজা সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—•—

সুখের সূত্র।

বিজলী চিরকাল বুদ্ধিমতী, গোপালের একটী কথাতেই বুঝিয়াছিল যে ইহার দ্বারা কোন উপকার সম্ভবিবে না। বিজলী তখন পর্য্যন্ত একটী পয়সাও ভিক্ষা পায় নাই, সুতরাং তাঁহার সহিত অধিক কথা কহিয়া সময় নষ্ট না করিয়া, সজল চক্ষে ভিক্ষা প্রাপ্তি আশায় ছুটিল, গত দিবস হইতে তাহার আহার হয় নাই, তাহা মনেও নাই, বিভূতির আহারোপযোগী কিছু পাইলেই হয়।

অনেক বেলা হইয়াছে, দুইপ্রহর অতীত হইয়া দুই দণ্ড হইয়াছে, বাছা না জানি কি করিতেছে, কিন্তু তখনও ভিক্ষা পায় নাই, রাস্তায় একটী স্ত্রীলোক নাই, হিন্দু অতি অল্প, মুসলমানই অধিক, ভিক্ষা চাহিলে তাহারা পরিহাস বিদ্রূপ করে; অথচ ভিক্ষা চাই-ই! দুই একটী ভদ্রলোকের নিকট ভিক্ষা চাই চাই করিয়া লজ্জায় চাহিতে পারিল না। এবার ভদ্রলোক দেখিলেই চাহিবে, ইহাই স্থির করিল।

বিজলী যাইতে যাইতে একটী সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাইল; দেখিল, বাটিটী বাঙ্গালির।—বাটির সম্মুখ ভাগে প্রহরী ও বহুলোকের জনতা দেখিয়া, কোন বড়লোক যে ইহার অধিকারী তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। অনেক লোক জন দেখিয়া বিজলী প্রথমতঃ প্রবেশ করিতে বড়ই লজ্জা বোধ করিতে লাগিল, আবার ভাবিল আমার লজ্জার জন্য

কি বাছা আমার মারা যাইবে, আবার কি ভাবিয়া নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষ তলে উপবেশন করিল।

বিজলীর দুই গণ্ড হইতে তপ্ত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে; এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল "ওগো, তুমি কে গা?"

বিজলী। কেন মা।

স্ত্রীলোক। রাণী মা তোমায় ডাক্‌চেন।

বিজলী। রাণী মা কে মা?

স্ত্রীলোক। কৃষ্ণনগরের মহারাণী।

বিজলী যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল। বলিল "তিনি কবে এলেন?"

স্ত্রীলোক। তীর্থ কর্‌তে গিয়েছিলেন কাল এসেছেন।

বিজলী আর কোন কথা না কহিয়া তাহার অনুসরণ করিল, দাসী তাহাকে মহারাণীর নিকট লইয়া গেল।

মহারাণী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "বিজলী তোমার এ দশা কেন?"

বিজলী ক্ষণেক কোন কথা কহিতে পারিল না, কেবল তাঁহার বদন প্রতি চাহিয়া অনিমেষ লোচনে কাঁদিতে লাগিল।

মহারাণী। কাঁদিও না, তোমার ক্রন্দন দেখিয়া আমার বড় ক্লেশ হইতেছে।

তখন বিজলী মহারাণীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া সরোদনে সকল ঘটনা বিবৃত করিল।

মহারাণী বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "আমার বিভূতির এমন দশা হইয়াছে, আমরা কি জানি যেনবাব

অম্বিকাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, আমরা মনে করিলাম তোমরা হয়ত আসিলে না।"

মহারাণী আর কোন কথা কহিলেন না, বিরজার অকৃত্রিম স্বামী ভক্তি দেখিয়া, তাহার প্রতি স্নেহ ও মমতা দ্বিগুণিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবিকা ও দাস দাসী পাঠাইয়া বিরজাকে আনিতে পাঠাইলেন। বিজলীও তাহাদের সঙ্গে একখানি স্বতন্ত্র শিবিকা করিয়া গেল। তাহার সহিত প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী ও বসন ভূষণ প্রভৃতি প্রেরিত হইল। যথা সময়ে বিরজা ও বিভূতি আসিয়া মহারাণীর চরণে প্রণাম করিল। মহারাণী সস্নেহে বিভুতিকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং অম্বিকার ন্যায্য বিচার যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন বলিয়া বিরজাকে সান্ত্বনা করিলেন। বিরজা তাঁহার মধুর বাক্যে অনেক আশ্বস্ত হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

দম্পতি-সুখ।

পাঠক। গোপালের বিবাহের কথা আপনি অবগত হইয়াছেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে কি সুখে বিবাহ করিয়াছে ও কি সুখ পাইয়াছে, তদ্বিষয়ে আপনাকে কিছু না বলা ভাল হইতেছে না।

গোপাল চন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর চরিত্র বর্ণিত করিতে

গেলে, অনেক কথা পাঠককে না বলাই কর্ত্তব্য, কিন্তু না বলিলেও সে চরিত্রের প্রস্ফুটন হয় না, সুতরাং পাঠক মার্জ্জনা করিবেন, অশ্লীলতা দোষে দূষিত বলিয়া আমাদিগকে তিরস্কার করিবেন না।

আজ কাল বেশ্যার কথা উত্থাপন করিলে অনেকে "অশ্লীলতা অশ্লীলতা" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন, কিন্তু বেশ্যা চরিত্র কি চিত্রিত করিয়া ফল নাই?—তাই বলি অশ্লীলতা অন্য পদার্থ। পাঠক, সেই কথাটী স্মরণ করিয়া আমাদের মোক্ষদা সুন্দরীকে দেখিবেন। চরিত্র দেখাইতে যদ্যপি অশ্লীলতার ছায়া আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন।

এক দিন সন্ধ্যার সময় গোপালচন্দ্র স্বীয় কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া গৃহে আসিলেন। সযৌবনা স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী আপন রূপালোকে গৃহ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধের সুন্দরী সযৌবনা স্ত্রী যে কি আদরের সামগ্রী, কি আঁধার ঘরের আলোক, কি সাত রাজার ধন মাণিক, তাহা আর বিচক্ষণ পাঠককে বলিতে হইবে না। বৃদ্ধ আসিয়া ক্ষণেক হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

মোক্ষদা সেই গোলাপী অধরে মৃদু হাসিয়া বলিল "আ-মরণ হাঁ করে দেখ্‌ছ কি?"

গোপাল। তোমায় দেখ্‌ছি।

মোক্ষদা। আমায় দেখে কি রাজা হবে? হাত পা ধোওগে না।

গোপাল হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়া বলিলেন "জল খাবার দাও।

মোক্ষদা। ঐ আছে খাওনা।

গোপাল। তুমি দিতে পার না?

মোক্ষদা। আমার অত রস গড়ায় নি?

গোপাল। দেখ তুমি আমায় যত্ন করে খাবার কি পানটী দিলে আমার কত আহ্লাদ হয়, তা দিয়ে কি তুমি আমায় সুখী করিতে পার না?

মোক্ষদা। পার্‌ব না কেন, সব পারি, তোমায় পারিনে।

গোপাল। কেন পারনা মোক্ষদা, আমি কি করেছি?

মোক্ষদা। কর্‌বে আবার কি।

গোপাল। তবে কেন পার না?

মোক্ষদা। আমার ইচ্ছে, আমার খুসী।

গোপাল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "বটে!"

মোক্ষদা। বটে নয়ত কি? বিয়ে কর্‌তে গেছ্‌লে কেন?

গোপাল। তোমার কিসের অভাব, বিয়ে করে তোমায় কি অসুখী করেছি।

মোক্ষদা। তোমার মত যার স্বামী তার আবার অসুখের বাকি কি?

গোপাল। কেন?

মোক্ষদা মুখ নাড়িয়া বলিল "কেন তা আমি জানিনে।"

গোপাল। তা বল্‌তেই হবে।

মোক্ষদা। আ পোড়ায় মুখ, কেবল গিল্‌তেই জান। এই সামান্য কথাটী বুঝ্‌তে পার্‌লে না? তুমি না জান কথা কইতে, না জান ভালবাস্‌তে, না জান সোহাগ কর্‌তে, না

জান মান ভাঙ্গাচ্ছে, তোমার আবার কি গুণ আছে, যে স্ত্রী দড়াদড়ি ছিড়ে ঐ তোবড়া গালের দাসী হবে? স্ত্রীর ভালবাসা স্বামী নিতে না জান্‌লে কি স্ত্রী দিতে জানে, যে নৌকার মাঝি, ভাল, তার সব ভাল, আর যার তোমার মত হস্তি মুর্খ মাঝি, তার মাঝ্‌ দরিয়ায় ভরা ডুবি।

গোপাল। তা আমি জানিনা বটে, আচ্ছা মোক্ষদা তবে তুমি আমায় ওসব শেখাও না কেন?

মোক্ষদা। আ মরণ, আমি শেখাব, বাহাত্তুরে হয়ে মর্‌তে যাচ্চ শিখতে পারনি, এখন শিখ্‌বে। বল্‌তে লজ্জা করে না? আমি আবার শেখাব, তেমন লোক পেলে আমরা কত শিখ্‌তাম।

গোপাল। লোক পাওনা না কি?

মোক্ষদা। মরণ খুঁত ধর্‌তেই জানেন, আমি তা বল্‌লাম, না বল্‌লাম তুমি যদি লোকের মত লোক হতে তা হলে এত দিন কত শিখ্‌তাম। যুবতী আর ছেলে রোজ নুতন নুতন শিখ্‌তে চায়।

গোপাল। তোমার বড় রাগ, আমায় বড় গাল দাও।

মোক্ষদা। সাধে দি,—হাড় জ্বলে বলে দি। নইলে কি সাধ।

গোপাল। লোকে তোমার কত নিন্দে করে।

মোক্ষদা। তোমায় গাল দি বলে?

গোপাল। হ্যাঁ।

মোক্ষদা। তোমার মত বুড়রাই করে,—ছোঁড়ারা হাসে।

গোপাল। সে দিন তুমি যে করেছিলে?

মোক্ষদা। সাধে করে ছিলাম, উনি ওঁর মেয়েকে আন্বেন বাড়িতে রাখ্‌বেন, আর আমি ওঁর পূজো করবো। আ মরণ—

"সতিনের ঘা সইতে পারি।
সতিন্ কাঁটা সইতে নারি॥"

গোপাল। আমি কথার কথা বলেছিলাম বইত নয়।

মোক্ষদা বিকৃত মুখভঙ্গি করিয়া কহিল, "কি আমার কথার কথা, কি আমার কথা কইয়ে রসিক পঞ্চানন রে।"

গোপাল। তুমি যা কর তা কর কিন্তু বিজয় বাবুর সঙ্গে কথা কয়ওনা।

মোক্ষদা। কেন কব না, ইস্ কি আমায় শাস্তে এলেন, আমার খুসী কবো। চিরকাল কথা কয়ে এলাম, এখন কথা কব না, সে ভদ্র লোকের ছেলে কি মনে কর্‌বে, তোমার এত যদি সন্দেহ তবে গোড়ায় বারণ কর্‌তে পারনি। গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা আমার দুচক্ষের বিষ।

গোপাল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মোক্ষদা রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে স্থানান্তরে গমন করিল

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

প্রতিবিধান।

মোক্ষদা স্থানান্তরে গমন করিলে গোপালচন্দ্র অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে—বিবাহ করিয়া কি মহাপাপ করিয়াছি, ছিলাম স্বাধীন, হইলাম পরাধীন, কোথাও যাইয়া তৃপ্তি নাই ; না দেখিলেও থাকিতে পারি না,—দেখিয়াও সুখ পাই না। আমি উহাকে যেরূপ ভালবাসি, মোক্ষদা যদি তাহার একচতুর্থাংশ আমায় ভাল-বাসিত, তাহা হইলে আমার সুখ ধরিত না। কিন্তু সকলই তাহার বিপরীত, মোক্ষদা আমায় দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। মোক্ষদা আমায় কি বলিল বুঝিলাম না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে পাছে আরও অপদার্থ মনে করে বলিয়া কিছু বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসাও করিতে পারিলাম না। কে জানে রমণী তোমার কেমন মন, আর পোড়া পুরুষ তোমার মনও ধন্য, যে এত লাঞ্ছিত হইয়াও ভালবাসিতে চাও। অনেকে বলে আমি স্ত্রী-শাসন করিতে জানি না, সেই জন্য স্ত্রী আমার অবাধ্য—কিরূপে স্ত্রী-শাসন করিব ? প্রহারে ? তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে ! লোকে আমার মত গোবাধা স্ত্রীর হাতে পড়ে, তা হলে বুঝি কেমন তাহারা "স্ত্রী-শাসন" করে। আমারই কি স্ত্রী ছিলনা, সে কত বাধ্য ছিল, আহা সে আমার—"

গোপালের চক্ষে জল আসিল।

গোপাল আবার কি ভাবিয়া বলিলেন "তাইত মোক্ষদা এত ক্ষণ কি করিতেছে, আমি তাহার নিকট যাইব কি, হয়ত মারিতে আসিবে, আসে আসুক, আমি তাহার পায় ধরিয়া বলিব তুমি আমায় ভালবাস, ভালবাসা ব্যতীত কি সুখ আছে, স্ত্রী হাতের পুতুল না হইলে কি তৃপ্তি আছে? আমি যাই, রাগ করে করিবে। মোক্ষদার চরিত্রে আমি কখন সন্দেহ করিব না।"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠিল, নীচের গেল, দেখিল তথায় কেহ নাই, কেবল দাসী গৃহকার্য্য করিতেছে,—গোপাল তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে আরও কতকদূর যাইয়া দেখিলেন যে খিড়কির দ্বার উন্মুক্ত, দ্বারের পার্শ্বে গেলেন, দেখিলেন মোক্ষদা বিজয়ের সহিত মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে।—গোপাল আত্মগোপন করিয়া নিভৃত হইতে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।—তাহা এইরূপ—

মোক্ষদা। বিজয়, প্রাণেশ্বর!

বিজয়। কেন প্রিয়ে, কেন মোক্ষদা?

মোক্ষদা। তোমার আর যাইয়া কাজ নাই, থাক, ও শুলেই ঘুমুবে।

বিজয়। আমি আজ যাই, কাল আস্‌ব, আজ কাল রাত্রে বাবা বড় খোঁজ করেন, তাঁর মনে বড় সন্দেহ হয়েছে।

মোক্ষদা। না বিজয়, তা আমি থাকিতে পারিব না—তুমি হয়ত আসিবে না,—তোমায় না দেখিলে আমার প্রাণ যে কি করে, আমি যে কি দুর্দ্দম যাতনা ভোগ করি, তাহা আমি জানি, আর সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই জানেন।

বিজয়। মোক্ষদা প্রাণেশ্বরি, আমিও যে তোমায় কত ভালবাসি তা কি তুমি জান না, আমি তোমায় নিয়ে বনচারী হ'তে পারি।

মোক্ষদা। তা না হলে আমি তোমার দাসী কেন ?

বিজয়। মিন্‌সে যে নিপাত গেলে আমরা সুখে স্বাম্যভোগ করি।

মোক্ষদা বিজয়ের স্কন্ধে স্বীয় মস্তক ন্যস্ত করিয়া কহিল ও যে ভাই যমের অরুচি, ও কি এখনি যাবে।"

বিজয়। দেখ মোক্ষদা, আমি কেবল তোমার মুখ চেয়ে বিবাহ কর্‌লাম না, তোমায় ছেড়ে আমি এক দণ্ড কোথাও থাক্‌তে পারি না। কুহকিনী তুমি সত্য বল, কি কুহক জান।

মোক্ষদা। সে বিদ্যা তোমার, তা না হলে কুলকামিনী তোমার জন্য এত পাগল।

বিজয়। আমাদের শত মন্ত্র—তোমাদের এক কটাক্ষে লয় হয়, মোক্ষদা তুমি ঘোর মায়াবিনী, আমি তোমার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ।

এই বলিয়া বিজয় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। এই সময়ে গোপালচন্দ্রের মনে যে কি ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা বলা যায় না।—একবার মনে করিল, বাহির হইয়া তিরস্কার করি—আবার ভাবিল, তাহাতে ফল কি ? আবার ভাবিল হত্যা করি, আমার সুখের কণ্টক পরিস্কার করি—আবার ভাবিল, হত্যা করিয়া কি নিজের প্রাণ নষ্ট করিব। শেষ স্থির হইল যদি হত্যা করিতে হয়

তবে গোপনে। কেহ জানিবে না, অথচ কার্য্যসিদ্ধ হইবে। গোপাল আবার নিস্তব্ধ হইয়া কথা শুনিতে লাগিল।

মোক্ষদা বলিল—"ভাই ঈশ্বরের এমন বিচার কেন?—আমায় দিয়েছে ঐ মিন্সেটা—যদি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হত তা হ'লে আমার চেয়ে সুখী এ পৃথিবীতে আর কেউ থাক্‌ত না।

মোক্ষদা কাঁদিল। বিজয় স্বীয় বসন প্রান্ত দ্বারা তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "কেঁদনা।"

মোক্ষদা। না কেঁদে যে থাকৃতে পারি না ভাই; ওকে দেখ্‌লে যে প্রাণ কেমন করে। কি যাতনা যে হয় তা আর কি বল্‌ব। ভাই, কেন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ল না?

বিজয়। এত বিবাহই—

মোক্ষদা। তা বটে তবু—

বিজয় মনে মনে বলিল "কি পাগল! আমার স্ত্রী হবে, আমি একে বিবাহ করব—মরণ আর কি, যে কদিন যৌবন সেই কদিন সোহাগ—মধু নিয়ে ভ্রমরের সম্বন্ধ। লোকে বলে রমণী পুরুষকে বস করে, ছাই করে—সে কেবল দুদিন, তার পর বিতৃষ্ণা, তবে রমণী বটে চিরকাল মরমে মরে—এইত উচিত, যেমন কাজ তেমনি ফল।"—প্রকাশ্যে বলিল—"তবে এখন আসি।"

মোক্ষদা। কাল কখন আসিবে?

বিজয়। ঠিক রাত্রি ১টার সময়।

মোক্ষদা। নিশ্চয়?

বিজয়। নিশ্চয়।

মোক্ষদা। দেখো আমার মাথা খাবে।

বিজয়। বালাই তোমার শত্রুর মাথা খাই, নিজের মাথা খাই।

মোক্ষদা হাসিয়া বলিল "দেখ ভাই যদি পার, আমিত হার মেনেছি।"

বিজয় মোক্ষদাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন। মোক্ষদা একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সোহাগ।

মোক্ষদা সেখান হইতে ধীরে ধীরে রন্ধনশালায় গেল, এই অবকাশে গোপাল স্বীয় হৃদয় ভার বহন করিয়া আপন শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল। গোপাল প্রকৃতিস্থ হইতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; অবাধে নয়নযুগল হইতে বারি সম্পাত হইতে লাগিল। আপন স্ত্রী হইয়া এই কথা! এই কাল ভুজঙ্গিনীর সহিত আমি বাস করি, দুশ্চরিত্রা স্ত্রী অনায়াসে স্বামী হত্যা করিতে পারে। গোপাল অনেকক্ষণ এই সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া, বলিলেন "হত্যা করিতে পারে না, যে সকল পুরুষের চরিত্র মন্দ তাহারা কি আপন স্ত্রীকে

হত্যা করে।" আবার ভাবিলেন "না না সে সতন্ত্র কথা, স্ত্রী পুরুষে অনেক প্রভেদ।"

গোপালচন্দ্র আবার নিস্তব্ধ ভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। তখন তাহার বক্ষ দুব্ দুব্ করিতেছে, নিশ্বাস সঘন বহিতেছে। কপাল উষ্ণ, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সে সময় তাঁহাকে কোন ডাক্তার পরীক্ষা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার জ্বর হইয়াছে বলিয়া স্থির করিতেন।

গোপালচন্দ্রের বিদগ্ধ হৃদয়ে তখন পূর্ব্ব স্ত্রীর সরল মূর্ত্তি উদয় হইল, তিনি সেই পতিপ্রাণার জন্য আকুলভাবে কাঁদিলেন. কিন্তু কাঁদিয়াও সুখ নাই, কত বার ত্রস্তভাবে উঠিয়া মোক্ষদা রন্ধনশালায় আছে কিনা দেখিতে লাগিলেন। গোপাল একবার বিরজাকে ভাবিলেন, তাঁহার অকৃত্রিম পতি-প্রেমের কথা হৃদয়ে আবির্ভাব হইল, কি মনে হইল জানি না, বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিলেন, করপুটে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখনি আবার মোক্ষদাকে স্মরণ হইল, সেই বিদগ্ধ হৃদয় যেন আবার জ্বলিয়া উঠিল, গোপালচন্দ্র তাহার প্রদাহনে অস্থির হইয়া উঠিলেন।

এমত সময়ে নিচে হইতে মোক্ষদা মধুর স্বরে ডাকিল "নাব, পিণ্ডি সেদ্ধ হয়েছে গেলসে।"

মোক্ষদা কি রান্ধিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই, তাহার মনে এতক্ষণ কেবল বিজয়চন্দ্রের মধুর ভাব, মধুর কথা, সুন্দর রূপে জাগিতেছিল, সে রান্ধিবে কি?

গোপালচন্দ্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থিরভাবে যাইয়া আহার করিতে বসিলেন, মুখে একটীও কথা নাই।

মোক্ষদা বলিল "একি, কথা নাই যে, রাগ হয়েছে নাকি, মুখে যে ওলপ্ দিয়েছ।"

গোপাল। বড় অসুখ করেছে।

মোক্ষদা। তবে গিল্‌তে এলে কেন?

গোপাল। আর গিল্‌বো কি, যে রেঁধেছ।

মোক্ষদা। কেন, কি হয়েছে?

গোপাল। মাছের ঝোলে এত নুন্ যে মুখে দেওয়া যায় না। মাছ ভাজা গুলো চুঁয়ে পুড়ে গেছে।

মোক্ষদা। ওঁরই মুখ, আর ত কারও মুখ নয়—তা মামায় বলা কেন, যে ভাল রাঁধতে পারে তাকে আনতে পার না। রোজ খোঁটা, রোজ খোঁটা, আমি যেই মেয়ে তাই এত সই, অন্য কেউ হলে টেরটা পেতে। কথায় কথায় বলা হয় "তোমার সতিন যে রাঁধতো!" তা বলা কেন, যাওনা,—চুলো থেকে তাকে তুলে আনগে না, নয় তো তার কাছে গিয়ে মুখ বদলে এস।

গোপাল। কথা ঠিক বটে।

মোক্ষদা। আর অত আধিক্যেতায় কাজ নাই, খেতে হয় খাও, না খেতে হয় উঠে যাও। হাত পুড়িয়ে মরতে মরতে রাঁদলুম, সেকথা চুলোয় গেল, উনি এখন দোষ ধরতে বসলেন।

গোপাল। হাত পোড়াও কেন, আমি ত এক জন বামুনী রাখতে বলি।

মোক্ষদা মনে মনে বলিল "মনের মত লোক পেলে ত রাখব" প্রকাশ্যে বলিল "আমি কোথা খুঁজবো, তুমি খুঁজে আনতে পার না।"

গোপাল। কালই আসুব;

মোক্ষদা। এস, তার আবার ভয় দেখান কি?

গোপাল। একি ভয় দেখান কথা হল?

মোক্ষদা। তা নয় ত কি?

গোপালচন্দ্র মনে মনে বলিল "এখন কথা কহিবার ভঙ্গি দেখ, এতক্ষণ মধুমাখা কথা বার হচ্ছিল, আমার সঙ্গে কথা কহিতে হইলেই মহা বিপদ। আমার বুকে বসে দাড়ি ওপ্‌ড়াবে একি ভয়ানক স্ত্রীলোক। আমার কর্ম্মোচিত ফল হয়েছে বটে, এ বয়েসে বিবাহ করে যেমন শাস্তি পেতে হয় তেমনি পেলাম।"

গোপালচন্দ্র আর কোন কথা না কহিয়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যাহা পারিলেন আহার করিয়া আচমন করিলেন। ভাগ্য প্রসন্নতায় (?) বড় সরেস পান পাইলেন, সেটা বিজয় বাবুর বাটীতে পদার্পণ হইয়াছিল বলিয়া নয় কি?

আহারান্তে উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিলেন, সেই দুগ্ধ ফেন-নিভ সুকোমল শয্যায় সেই শুভ্রকেশী গলিত দন্ত বৃদ্ধকে শায়িত দেখিয়া, বিজয়চন্দ্রের সেই সুগোল গঠন পরিপাট্য সেই সুন্দর মধুমাখা কথা, সেই প্রাণ ভুলান সোহাগ মনে পড়িল, মোক্ষদা সুন্দরী বড়ই প্রাণে ব্যথা পাইল, বিধাতার এই অন্যায্য বিচারে বড়ই মর্ম্মাহতা হইল, বলিল "আজ যদি নাক ডাকে ত দেখ্‌তে পাবে।"

গোপাল। নাক ডাকা কি করে বন্ধ কর্‌বো!

মোক্ষদা। তবে তুমি একলা শুইও, আমি ওঘরে শোব, সারা দিন খেটে খুটে কি না ঘুমিয়ে থাকা যায়। আর ডাক বলে

ডাক, ওপাড়া থেকে শোনা যায়। তোমার সব বাড়া বাড়ী।

গোপাল আর কোন কথা কহিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে গোপালচন্দ্রের অল্প তন্দ্রা আসিবা মাত্র, মোক্ষদা শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"বাপ বাপ্ বাপ্, এত পড়ারিত মানুষের হয় না। একি বাদ নাকি? নাক মুখ দিয়ে যেন ঝড় বচ্ছে। নি-দন্তে বুড়ো হওয়া কি মহাপাপের কাজ রে। মুখে যেন টানাপাখা খেলচে—ঘড়র ঘপ্, ঘড়র্ ঘপ্, একি!—ছি ছি ছি, কি পোড়া কপাল ই করেছিলাম। মুখের গন্ধে ভূত পালায়, বলি মরুগ্গে—শুই, ওমা তার উপর আবার এত, গোদের উপর বিষফোড়া কি সওয়া যায়।"

গোপাল বড়ই মর্ম্মব্যথা পাইলেন. কোন কথাই কহিলেন না, কিন্তু তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

মোক্ষদা। কাল থেকে ভাল করে মুখ ধুয়ো, যে গন্ধ, থু থু—যেন বমি আসে।

গোপাল। মুখ ধুইনে ত কি?

মোক্ষদা। তবে গন্ধ কেন?

গোপাল। কেন তা কি জানি।

মোক্ষদা। সকল গুনই আছে।

গোপাল। গুণ সকলেরই সমান।

মোক্ষদা। কেন?

গোপাল। মনে এল বল্লাম।

মোক্ষদা। এমন কি বলা, যা মনে আস্‌বে তাই বল্‌বে,

আমি ভেসে এসেছি আর কি। বুড় বয়সে টোপর মাথায় দিয়ে পায় ধর্‌তে গেছ্‌লে কেন?

গোপাল। অপরাধ হয়েছে।

মোক্ষদা। অপরাধ বলে আমার অকল্যাণ কর্‌ছ।

গোপাল। অকল্যাণ আবার কি?

মোক্ষদা। তা বটেত—আমার আবার অকল্যাণ কি, যত কিছু ওঁর, আর ওঁর বিয়ার।

গোপাল। আর ঝগড়ায় কাজ নেই, ঘুমোও।

মোক্ষদা। ঘুমুবো না তো আর কি কর্‌বো।

মোক্ষদা আবার শয়ন করিয়া বলিল "সরো।"

গোপাল। আর কোথায় সরব?

মোক্ষদা। তবে আমি শোব কোথা, পুঁটুলি হয়ে শোয়া যায় বুঝি—তাই বলনা—যে কাছে শুতে দেবে না,—আর কোন শালি তোমার কাছে শোবে।

এই বলিয়া মোক্ষদা অপর গৃহে যাইয়া শয়ন করিল। গোপাল বুঝিলেন যে ইহা কালিকে বিজয়ের সহিত মিলিত হইবার সুবিধা। তিনি আর কিছুই বলিলেন না। এরূপ কলহ মাসের অর্দ্ধেক দিন হইত। প্রতিবারেই কি একরূপ উদ্দেশ্য ছিল?—হইতেও পারে, বিচিত্র কি!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সাহস।

গোপালচন্দ্র পর দিবস যথা সময়ে আপন কার্য্য স্থানে গমন করিলেন, কিন্তু কিছু সকাল সকাল প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আসিতেন, অদ্য বেলা ৩টার সময় আসিলেন।

মোক্ষদা স্বামীকে এরূপ অনিয়মিত সময়ে আসিতে দেখিয়া বলিল "এখনি যে ?"

গোপাল। সহরে যেতে হবে।

মোক্ষদা। কেন ?

গোপাল। বিশেষ আবশ্যক আছে।

আবশ্যক থাক্ না থাক এখন গেলে মোক্ষদা বাঁচে।

মোক্ষদা একটু বিমর্ষের ভাণ করিয়া বলিল "তবে আস্‌বে কবে।"

গোপাল। কাল।

মোক্ষদা। দেখ এস।

গোপাল। আস্‌ব।

মোক্ষদা মনে মনে বলিল "এক মাস থাকিল না কেন ?" মোক্ষদা স্বামীকে জল খাবার দিল। গোপাল জলযোগ করিয়া বস্ত্রাদি পরিধানান্তে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

এদিকে মোক্ষদা কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া মৃদু হাসিয়া কেশ রচনা করিতে বসিল। দর্পণ সম্মুখে অনাবরিত বক্ষে

বসিয়া উত্তম করিয়া মনের সাধে পেটে পাড়িয়া খোঁপা বাঁধিল। প্রিয় পাঠিকাকে বলা আবশ্যক যে তখন আধুনিক ফিরিঙ্গি খোঁপার প্রচলন ছিল না। মাথা বাঁধা শেষ হইলে ক্ষণেক দর্পণে আপন বদনের প্রতিবিম্ব প্রতি স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, বলিল "আমার মুখটা কি মন্দ, কেমন দেখাচ্চে, মাইরি, আমারি মন কেমন কেমন করে, তা আবার পুরুষের!" নীরবে অনেক ক্ষণ নানা প্রকার বদন ভঙ্গি করিয়া আপন রূপের দৌড় দেখিতে লাগিল, কখন দেখিল বঙ্কিম গ্রীবায় কেমন দেখায়, চুম্বন কালে ওষ্ঠাধরের কিরূপ সৌন্দর্য্য হয়—এইরূপ আরও অনেক দেখিল, কিন্তু সকল গুলি লিখিতে লজ্জা করে।

চুলবাঁধা শেষ হইলে মোক্ষদা দিব্য করিয়া শয্যা পাড়িল, উত্তম করিয়া গৃহ পরিষ্কার করিল, সুবাসিত গোলাপজল গৃহ ও শয্যায় ছিটাইয়া দিল। উত্তম করিয়া বেশম ও ময়দা দিয়া আপন অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া অঙ্গ ধৌত করিল। মনের মত গহনা গুলি পরিল, একখানি সুন্দর বসন পরিধান করিয়া অঙ্গে সুগন্ধি আতর লেপন করিয়া নানাবিধ মসলা সংযোগে পান সাজিতে বসিল।

পাঠক! এ সকল আয়োজন কেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি? মোক্ষদার স্বামী আজি বিদেশে গিয়াছেন, এ অবস্থায় তাহার এ বাসরসজ্জা কি ভাল দেখায়? কিন্তু তবে মোক্ষদা এত কেন করিতেছে, অবশ্য কারণ আছে, সে কারণ,—অদ্য তথায় লম্পট বিজয়কৃষ্ণের শুভাগমন হইবে।

গৃহকার্য্য ও বেশ ভূষা সমাপিত হইলে মোক্ষদা ক্ষণেক

ছাদের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে চন্দ্র দেবকে দেখিয়া বলিল "দেখ চাঁদ, তোমায় একলা দেখিতে ভাল লাগে না—জোড়ে! দুইজনে, মনের মতনে—আঁক্ থু, মিন্সের সঙ্গে নয়।—ছাদে শুয়ে চাঁদের পানে চেয়ে থাক্‌তে বড় সুখ।—সন্ধ্যাত হল"— মোক্ষদা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহার দেহ যেন অবশ হইয়া আসিল, মোক্ষদা আবার বলিল—

"বিজয় অনেক রাত্রে আসিবে, তাও কি হয়, এ ঘরে সে না থাক্‌লে কি ভাল লাগে? চাঁদ না দেখলে কি কুমুদ হাসে? দাসীকে ডাকিয়া বলিল "ওলো, ও চিন্তে—চিন্তে"!

"কি মা।"

দাসী আসিল।

মোক্ষদা। একবার বাবুদের বাড়ি যা না।

দাসী। এখন আমি তাঁর কোথা দেখা পাব?

মোক্ষদা। কেন বাড়ীতে।

দাসী। তিনি বুঝি এখন বাড়ীতে আছেন?

মোক্ষদা। আ মরণ, নেইত কি? এই যে দেখ্‌তে পাচ্চি যেন আমার চখের উপর রয়েছ।

দাসী। তোমার চখে রয়েছে বলে কি আমার চখেও থাকবে।

মোক্ষদা। তোর চখে থাকবে কেন লা। ফের যদি. ওকথা মুখে অন্‌বি ত তোর চোক গেলে দেবো।

দাসী হাসিয়া বলিল, "আমার চখেঁ কি থাক্‌তে বল্‌চি।

মোক্ষদা। তা হলেই হল, সে আমার এক্‌চেটে।"

দাসী। জন্ম জন্ম থাক্।

মোক্ষদা হাসিয়া বলিল "তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।"

দাসী। বেশ।

মোক্ষদা। সে কথা যাক্, এখন লক্ষ্মী মা আমার একবার যা। পূজার সময় তোর মেয়েকে এক খানা গহনা দেব।

দাসী। তোমার ত আনু বল্‌লে আর টান সয়না। এখন বল কি বল্‌তে হবে।

মোক্ষদা। বলবি পোড়াকপালে আজ ঘরে নেই—সন্ধ্যা হলেই যেন আসে।

দাসী প্রস্থান করিল।

মোক্ষদা শশব্যস্তে উঠিয়া মুকুরে স্বীয় তাম্বুল রঞ্জিত বদন খানি দেখিতে গেল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

—○*○—

একে আর।

পাঠক! গোপালচন্দ্র কি প্রকৃতই মুর্শিদাবাদ গিয়াছেন? না, তাঁহার সে উদ্দেশ্য নাই, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য বৈর-নির্যাতন, তাঁহার সাধনা শত্রু নিপাত।

গোপাল চন্দ্র বাটি হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার একটি বন্ধুর বাটীতে গমন করিলেন, তথায় পাশা খেলা হইতেছিল,—গোপাল চিরকাল পাশাখেলাতে পটু,—পাশক্রীড়াভক্ত।— কিন্তু

আজি তাঁহার তাহাতেও অনুরাগ নাই, অনেকে তাঁহাকে খেলিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি নানা প্রকার শারীরিক অসুখের ভাণ করিয়া খেলিতে অস্বীকৃত হইলেন। একবার অনেক পীড়াপীড়িতে খেলিতে বসিলেন, কিন্তু হাত আর খুলে না, যদিও বা হাত খুলিল, তথাপি আড়ি মারিতে পারেন না। যাঁহার সে-পাঞ্জা ফাঁক যায় না, তাঁহার আজ পোহাবারয় কচেবার পড়িতে লাগিল। গুটী চালিতে তের ঘরে এগার ঘর হইতে লাগিল।

রাত্রি নয়টার সময় গোপাল তথা হইতে বিদায় লইয়া বাটীর দিকে আসিলেন। বাটীর পশ্চাতেই খিড়কির দ্বার, তাহার পার্শ্বেই একটী ঝোপ। তাহারই অনতিদূরে একটি বৃহৎ বৃক্ষ ছিল, গোপালচন্দ্র একটি শাণিত ভোজালিয়া হস্তে তাহারই পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বৃক্ষটী ঠিক রাস্তার উপর।

তখন চন্দ্রদেব অস্ত গিয়াছেন, সুনীল গগনে অগণ্য নক্ষত্র বাহির হইয়াছে, গোপালচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে অগণ্য ঝিল্লি ডাকিতেছে। গোপাল সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে আপন শয়ন কক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন তাহার বাতায়ণ উন্মুক্ত, গৃহমধ্যে দীপ জ্বলিতেছে। কক্ষের সুধাধবলিত দেওয়ালে মধ্যে মধ্যে মানবের ছায়া পতিত হইতেছে,—বুঝিলেন, যে তাহা পাপিষ্ঠা মোক্ষদার ছায়া, তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের বনিতারূপিনী কালভুজঙ্গিনীর পাপছায়া। মনে করিলেন পাপীয়সী তাহার প্রিয় সমাগমের বিলম্ব হেতু অধীর হইয়া গৃহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাঁহার দন্তে দন্ত সংঘর্ষিত

হইল, চক্ষু জলিয়া উঠিল, দেহ কম্পিত হইল। সেই বৃদ্ধের নিস্তেজ হৃদয় যৌবনের প্রবল বলে বলীয়ান্ হইল, তিনি বজ্রমুষ্টিতে ভোজালিয়া ধারণ করিয়া ভাবিলেন "না হয় উহাকেই শেষ করি"—আবার ভাবিলেন " না না—আগে তাহাকে পরে যেরূপ বিবেচনা হয় করা যাইবে।"

গোপাল আবার নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

এদিকে মোক্ষদা যে দাসী পাঠাইয়া, গোপালের বৃক্ষতলে আসিবার অনেক পূর্ব্বে বিজয়কে আপন কক্ষে আনাইয়াছে, তিনি তাহার বিন্দুমাত্র অবগত নহেন। তিনি পথ চাহিয়া আছেন, আসিলেই এক আঘাতে তাহার জীবন লীলা শেষ করিবেন। কিন্তু গোপাল চন্দ্র ঘোর প্রতারিত হইয়াছেন; তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝি সফল হইল না।

গোপাল নিভৃতে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে দূরে কাহার মৃদু পাদবিক্ষেপ শব্দ হইল, তিনি অস্ত্র লইয়া সতর্ক হইলেন, শব্দ রজনীর ঘোর নিস্তব্ধতায় বোধ হইল ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। গোপাল তাঁহার দক্ষিণ দিকে দেখিলেন,—কে আসিতেছে; সেই অন্ধকার রাত্রে আগন্তুকের শুভ্র বসন তাঁহার নয়ন গোচর হইল। গোপাল বুঝিল—আর কে,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে, যেন তাড়িত বেগে শোণিত সঞ্চারিত হইল, চক্ষু স্থির ও পলক বিহীন হইল, প্রতিকেশ পর্য্যন্ত যেন আপনাপন স্থানে দণ্ডায়মান হইল। আগন্তুক নিকটবর্ত্তী—ক্রমশঃ সম্মুখবর্ত্তী হইল,—গোপাল লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিয়া সেই শাণিত ভোজালিয়ার আঘাত করিলেন।

লোকটী "বাপ রে" বলিয়া চিৎকার করিয়া ধুলি বিলুণ্ঠিত

হইয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে অপর দুইজন ব্যক্তি "কি করিলে, কি করিলে, মহারাজকে হত্যা করিলে" বলিয়া গোপালকে ধরিয়া ফেলিল।

গোপাল ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পরে চিৎকার করিয়া বলিলেন "অ্যাঁ কাকে কাট্‌তে কাকে কাট্‌লাম, আমার শত্রু মরিল না, যে আমার জীবনের সুখ নষ্ট করিতেছে, আমার হৃৎপিণ্ড খাঁক করিতেছে, তাহার নিপাত হইল না।"

গৃহমধ্যে মোক্ষদা স্তম্ভিত হইল, বিজয় বেগে আলোক লইয়া বহির্গত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইল। লজ্জা সরম দূরে গেল, বিজয় পিতৃপদে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। মোক্ষদা ছাতে উঠিল—দেখিতে!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈপরীত্য।

উমাচরণের বামহস্ত একবারে দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, অনর্গল শোণিতস্রাব হইতেছে—তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছে, বিজয়চন্দ্র উমাচরণের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

বিজয় পিতার অবস্থা দেখিয়া ক্রমে রাগে অধীর হইলেন। গোপালকে তখনও দুইজন লোকে ধরিয়া আছে, ভোজালিয়া নিকটেই পড়িয়া আছে। বিজয় আর কোন কথা না কহিয়া সেই ভোজালিয়া দ্বারা গোপালের গলদেশে সজোরে আঘাত করিলেন। গোপালের মস্তক দেহ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইল, গলার কাছে অল্প মাত্র লাগিয়া রহিল। গোপালের মৃত দেহ ভূমিতে পড়িয়া সজোরে ছট্‌ফট করিতে লাগিল। গলদেশ হইতে ফোয়ারা দিয়া রক্ত বহির্গত হইতে লাগিল, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, চক্ষু স্থির হইল।

এই গোলযোগ হইবা মাত্রেই দাসী বাটী ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, সে ভাবিল আমি বিজয় বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া না জানি কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি। কত দেব দেবীর নিকট কতই মানসিক করিল; সে মানসিকের এক আনা অংশ দিবারও তাহার ক্ষমতা ছিলনা।

মোক্ষদা এই সময়ে ছাতের উপরে ছিল, সে এই ঘটনা দেখিয়া "বিজয় কি কর্‌লে, আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

বিজয়চন্দ্র একবার ছাদের দিকে তাকাইলেন মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না। উমাচরণের সমভিব্যাহারী একজন লোক বলিলেন "চিৎকার করিবেন না, বাবু যাইতেছেন, আপনার ভয় নাই।"

মোক্ষদার মৌখিক চিৎকার থামিল।

ক্ষণেক পরে উমাচরণের জ্ঞান হইল, তিনি দেখিলেন

যে গোপালকে কে হত্যা করিয়াছে, জিজ্ঞাসিলেন " এ কার্য্য কে করিয়াছে ?"

সমভিব্যাহারী বলিল "বিজয় বাবু।"

উমা। বিজয় কোথায় ?

তখন বিজয় তাঁহার নিকটেই দণ্ডায়মান, লোকটী বলিল "আপনার সম্মুখে।"

উমা। বিজয়, এ কার্য্য কেন করিলে ? একে নিজের যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছি, আবার তোমার চিন্তা আসিল। নবাব জানিতে পারিলে কি তোমায় দণ্ডিত করিবেন না।

একটী লোক বলিল "মহাশয় সে বিষয়ে চিন্তিত হইবেন না, এ কথা কেহ জানিতেও পারিবেনা। কেবল গোপালের স্ত্রী জানে, তাহাকে বাধ্য করা যাইবে।"

উমা। সে শুনিবে ?

বিজয়। শুনিবে।

লোকটী পুনরপি বলিল " আমরা রটনা করিব যে কোন শত্রুপক্ষীয় লোকে গোপালকে হত্যা করিয়াছে, মহারাজকে আঘাত করিয়াছিল তবে দৈবানুগ্রহে কেবল মাত্র একটী হস্ত ছিন্ন হইয়াছে, জীবনের কোন ভয় নাই।"

উমা। আমি কি বাঁচিব ?

লোক। কেন বাঁচিবেন না।

উমা। বিজয় ! এ সমস্ত কেবল তোমার জন্যই হইয়াছে, গোপাল একদিন আমার নিকট এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করায় আমি তোমায় বলিয়াছিলাম, বোধ হয় স্মরণ আছে; কিন্তু তুমি আমার পায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়াছিলে যে সে সমস্তই মিথ্যা। আমি

আর কোন কথা বলি নাই। পুনরায় শুনিলাম, এবং সেই জন্য সত্য মিথ্যা জানিতে আসিয়া আমার এই দশা।—জল আছে কি?

বিজয় দৌড়িয়া যাইয়া গোপালের বাটী হইতে জল আনিল। আসিবার কালে মোক্ষদা বলিল "শুনিয়া যাও।"

বিজয়। আমি এখনি আসিতেছি।

উমাচরণ জল পান করিতেছেন। এমত সময়ে চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইল। বাটীতে সংবাদ গিয়াছিল, বাটী হইতে লোক জন ও শিবিকা আসিল। উমাচরণকে শিবিকা করিয়া বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। সকলেই শুনিল যে কোন শত্রু লোক এ কার্য্য করিয়াছে। লোকের জনতা দেখিয়া মোক্ষদা বিনাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবাভিনয়।

—০—

উমাচরণ শিবিকায় উঠিয়া বলিলেন "বিজয় সে বিষয় ঠিক করিয়া আইস, নতুবা আমার প্রাণ অস্থির হইতেছে।"

বিজয়। তবে আপনারা যান। আমি সমস্ত ঠিক করিয়া পরে যাইতেছি।

তাঁহারা সকলে গৃহে গেলেন, কতকগুলি লোক গোপালচন্দ্রের শব সৎকার করিতে গেল। মোক্ষদাকে স্বামীর মুখাগ্নি করিতে, আর কেহ ডাকিল না। গোপাল চন্দ্রের লাশ চালান

হইলে বিজয় মোক্ষদার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মোক্ষদার গগনভেদী ক্রন্দনধ্বনি থামিল।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এপর্য্যন্ত কি মোক্ষদাকে শান্তনা করিতে প্রতিবেসিনী কেহই আসে নাই?—আমরা বলি না। উমাচরণ বাবু যে কি প্রকার শান্ত স্বভাবসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহা বোধ করি সকলেই অবগত আছেন; সুতরাং এ রাত্রে আসিয়া একটী বিপদ ঘটাইবার আবশ্যক নাই ভাবিয়া কেহই আসে নাই।—

মোক্ষদা বিজয়ের নিকটে আসিয়া বলিল "তুমি কি করিলে, এখন আমার দশায় কি হবে?"

বিজয়। কেন?

মোক্ষদা। আমি কোথায় দাঁড়াইব?

বিজয়। যেখানে দাঁড়াইয়া আছ।

মোক্ষদা। এ পরিহাসের সময় নয়।

বিজয় দেখিল মোক্ষদা লোক মন্দ নয়। সুতরাং বলিলেন "যেমন ছিলে তেমনি থাকিবে, আমি তোমার সমস্ত খরচ পত্র দিব।"

মোক্ষদা। আমার যাহা আছে তাহাতে এমন বোধ হয় না যে তোমার সাহায্য লইতে হইবে।

বিজয়। তবে কি?

মোক্ষদা। কে আমায় দেখিবে?

বিজয়। আমি।

মোক্ষদা। কে আমার কাছে থাকিবে?

বিজয়। আমি।

মোক্ষদা। তুমি কখন কোথায় থাকিবে তাহার স্থির নাই—কিন্তু আমি যে বিরহিনী পাগলিনী, আমি যে নয়নে নয়নে চাই।

বিজয়। তাহাই পাইবে।

মোক্ষদা। কয় দিন?

বিজয়। যত দিন বাঁচিব।

মোক্ষদা। ইহার পর যদি তুমি আমায় দূর করিয়া দাও তবে কোথায় যাইব?

বিজয়। তোমার ত অভাব নাই—

মোক্ষদা। আমার অর্থের অভাব নাই সত্য, কিন্তু তোমার প্রেমের ত অভাব আছে।

বিজয়। আমি শপথ করিতেছি যে আমি চিরদিন তোমার একান্ত অনুরক্ত থাকিব।

মোক্ষদা। পুরুষের শপথে বিশ্বাস কি?

বিজয়। তবে কিসে বিশ্বাস হইবে?

মোক্ষদা। বলিতেছি;—তুমি বিবাহ করিবে?

বিজয়। সে সব কথা এখন কেন?

মোক্ষদা। এখনি আবশ্যক।

বিজয়। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।

মোক্ষদা। আমার কথা শুনিবে তাহাতে বিশ্বাস কি?

বিজয়। কিসে বিশ্বাস হয় কর।

মোক্ষদা। আমি বলিলে তুমি বিবাহ করিবে?

বিজয়। করিব।

মোক্ষদা। কাহাকে?

বিজয়। যাহাকে বলিবে।

মোক্ষদা। এই গুলি সমস্ত মিথ্যা, যাহার বিবাহের এত সাধ, সে যে আমি যাহাকে বলিব তাহাকে বিবাহ করিবে তা হা কি কখন বিশ্বাস হয়?

বিজয়। কেন হইবে না মোক্ষদা।

মোক্ষদা। তবে বলি?

বিজয়। বল।

মোক্ষদা। শুনিবে?

বিজয়। শুনিব।

মোক্ষদা। আমার মাথা ছুঁইয়া বল শুনিবে।

বিজয় তাহাই করিলেন।

মোক্ষদা। আমায় বিবাহ কর।

বিজয় নিস্তব্ধ হইলেন. মুখে আর কথা ফুটিল না।

মোক্ষদা। কথা নাই যে?

বিজয়। এ বিষয় পরে বলিব।

মোক্ষদা। পরে কেন?

বিজয়। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিব না।

মোক্ষদা। তিনি যদি অসম্মত হন।

বিজয়। তিনি অসম্মত হইবেন না।

মোক্ষদা। তবে কর।

বিজয়। তাহাই করিব?

মোক্ষদা। কাল করিবে?

বিজয়। না হয় কিছু দিবস পরেই হইবে।

মোক্ষা। না বিজয় তাহা হইবে না, যদি তুমি আমায়

কাল রাত্রের মধ্যে বিবাহ কর তবেই উত্তম, নতুবা আমি নবাব বাহাদুরের দরবারে জানাইব যে তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছ। আমি অন্য কোন প্রস্তাবে সম্মত হইব না।

বিজয়। বিধবা বিবাহ কি আছে?

মোক্ষদা। না থাকে হইবে।

বিজয়। তুমি ত বন্ধ্যা, কে আমার বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে?

মোক্ষদা। কে বলিল আমি বন্ধ্যা? আমি তিন মাস গর্ভবতী—আমি আজ এক বৎসর স্বামীর নিকট শয়ন করি নাই; আমার পুত্র হউক, কন্যা হউক, ইহা তোমারই ঔরস জাত। তোমার সন্তান তোমার বিষয়ের অধিকারী না হইয়া আর কে হইবে?

বিজয় নির্ব্বাক নিস্পন্দ।

মোক্ষদা। বিজয় উত্তর দাও, চুপ করিলে চলিবে না, আমি তাহা শুনিব না, আমার গর্ভ না হইলে আমি এত জিদ্ করিতাম না। তোমার ঔরস জাত সন্তান হইয়া আমার গর্ভের দোষে কি সে এই পর্ণকুটীরের উত্তরাধিকারী হইবে? না বিজয়, না, না,—আমি প্রাণ থাকিতে তাহা সহ্য করিতে পারিব না।

বিজয়। কাল ইহার উত্তর দিব।

মোক্ষদা। উত্তম, কিন্তু মনে রাখিও যে কাল শেষ দিন, হয় কাল আসিয়া সুসংবাদ দিবে, নতুবা পরশ্ব প্রাতে আর আমায় এখানে দেখিতে পাইবে না। কুলকামিনী হইয়েও

অপরিচিত বিধর্ম্মী বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। এখন যাও।

বিজয়। কেন থাকিলেই বা।

মোক্ষদা। আমার বাটীতে এ সম্বন্ধে আর থাকা হইবে না, নূতন সম্বন্ধ চাই, হয় এ বাটী তোমার হইবে, তোমার বাটি আমার হইবে; আমি তোমার হইব, তুমি আমার হইবে, নতুবা এই শেষ, আমাকে শত্রু বলিয়া জানিও।

বিজয় অগত্যা ধীর পাদ বিক্ষেপে বিমর্ষ ভাবে গৃহাভি-মুখে গমন করিলেন। মোক্ষদা কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনি কম্পিত করিয়া বলিল "এই আমার একদিন!"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

এই ঘটনার পর দিবস সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বে, মোক্ষদা উত্তম করিয়া বেশ বিন্যাস করিল। তাম্বুল রাগে ওষ্ঠদ্বয় রঞ্জিত করিয়া বসনাঞ্চল দ্বারা ওষ্ঠের কোণ দুটী মুছিয়া বলিল "ও চিন্তে।"

দাসী। কেন মা।

মোক্ষদা। কি করচিস্?

দাসী। এই শলতে পাকাচ্চি।

মোক্ষদা। ঢের শল্‌তে আছে, আর শল্‌তে পাকাতে হবে না, এদিকে আয়।

দাসী আসিল।

মোক্ষদা। কাল যখন এলি, তখন রাত কত?

দাসী। কে জানে মা, বিজয় বাবু বেরুচ্চে এমন সময় আমি এলাম।

মোক্ষদা। আচ্ছা বিজয়ের সঙ্গে যদি আমার বে হয় তা হলে তুই খুসী হস্‌?

দাসী। তা কি হয়!

মোক্ষদা। হয় কি না, এখনি টের পাবি।

দাসী। সে কি গো রাঁড় মানুষের বিয়ে হবে?

মোক্ষদা। ইচ্ছে হলেই হয়।

দাসী। লোকে বল্‌বে কি?

মোক্ষদা। লোকের কথায় ত আর আমি পচে যাব না।

দাসী। তা বটে, আর বড় ঘরের কথা বলেই বা কে? তা হলে কবে বে হবে?

মোক্ষদা। আজ।

দাসী। আজ্‌ কি, মার আমার সব আজ্‌গুবি কথা।

মোক্ষদা। কেন?

দাসী। এক বছর বুঝি বিয়ে কর্‌তে আছে।

মোক্ষদা। শাতেরে তোর মুখশু—আচ্ছা চিন্তে আমায় কেমন দেখাচ্ছে?

দাসী। বেশ!

মোক্ষদা। বেশ কেমন বল্‌?

দাসী। তা আবার কি করে বল্‌ব।

মোক্ষদা। মুনির মন টলানি গোছ না কি তাই বল।

দাসী মনে মনে বলিল "আ মরণ, এই রূপে মুনির মন টলাবেন, কি জন্যে যে বিজয় বাবুর মন টলেছে তা তিনিই জানেন, আ মলো মাগী আবার বলে যে বাবু ওকে বিয়ে কর্‌বে. অমন তর দশ বিশটে তাঁর চাকরাণী আছে। ছুঁড়ি ক্ষেপ্‌ল নাকি,—এমন বুকের পাটা কখন দেখিনি মা। সোয়ামী মলো তা একবার গাঁ গাঁ করে চেঁচিয়ে, সব ঠাণ্ডা— আজ আবার মাথা বেঁধে বলে বিয়ে কর্‌ব। ভাগ্‌গি পাড়ার লোক এ বাড়িতে আসে না, তাই রক্ষে, নইলে নিন্দের আর কাণ পাত্‌বার যো থাক্‌ত না।"

মোক্ষদা। কি লো, হাঁ করে কি দেখ্‌ছিস?

দাসী। এই তোমাকেই দেখ্‌ছি।

মোক্ষদা। আচ্ছা কেমন ফের্‌তা দিয়ে কাপড় পরেছি, দেখ।

দাসী। বেশ!

মোক্ষদা। আ মরণ, সবই বেশ—

দাসী। তা কি বল্‌ব?

এমন সময় বহির্ব্বাটীতে কিসের শব্দ হইল। দাসী বলিল "কে গা?"

"দোয়ার খোল্‌।"

দাসী। তোমরা কারা গা?

উত্তর। রাজবাড়ির লোক।

মোক্ষদা শশব্যস্তে বলিল "খোল্‌ খেঁদি, দোয়ার খোল.

মোক্ষদা মনে মনে ভাবিল যে তাহারা বুঝি তাহাকে লইতে আনিয়াছে।

দাসী দরজা খুলিয়া দিবা মাত্র প্রায় পঁচিশ জন লোক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দুই জনে উত্তম করিয়া মোক্ষদাকে বাঁধিল।

মোক্ষদা রাগ ভরে বলিল "আমায় বাঁধ্‌ছ কেন?"

লোক। কাল নায়েব মশায়কে খুন করেছ, রাজার হাত কেটে দিয়েছ, আবার বাঁধছি কেন? চল্‌ হারামজাদি, কাজি তোর মাথা নেবে জানিস্‌ নে।

মোক্ষদার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার যত আশা সকলই ফুরাইল, বেশ বিন্যাস বৃথা হইল। হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল!

মোক্ষদা বলিল "আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি আর কিছু চাহি না।"

লোক। উনি কর্‌লেন খুন, আর আমরা দি ছেড়ে, কি সুখ রে, চল্‌ না, কাজি ছেড়ে দেবে এখন।

মোক্ষদা দেখিল ঘোর বিপদ! উপায়ান্তর নাই—ভাবিল "ইহারা আবার আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে, কেন এমন কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম, এখন উপায়? একবার বিজয়কে দেখিতে পাইলেও যে হয় তাহার পায় ধরি, তা সেই বা কোথা?

মোক্ষদা বলিল "কুমার বাহাদুর কোথায়?"

লোক। সে খোঁজে কাজ কি, এখন ভালয় ভালয় চল্‌ নইলে টেনে নিয়ে যাব।"

একজন লোক দাসীর প্রতি চাহিয়া বলিল "এ মাগি কেরে?"

দাসী এতক্ষণ কাঁপিতেছিল, বলিল "বাবা আমি বাড়ির ঝি।"

লোক। পালা বেটী—

"হ্যাঁ যাই বাবা" বলিয়া দাসী ছুটিল, যাইবার কালে মনে মনে বলিল "ছুঁড়ি ভাল বিয়ে করলি রে।"

একটী স্ত্রীলোক রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, সে চিন্তে দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল "ওখানে কি গা?"

দাসী সেকথা শুনিতে পাইলনা—কম্পিত স্বরে তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল "কি গায় হলুদের ঘটা মা।"

স্ত্রীলোক। কার গো?

দাসী। ঐ ছুঁড়ির—(মুখভঙ্গি করিয়া) মুকির—মুকির—যাওনা ওদিগে, দেখগে, রাজবাড়ির লোকেরা রাস্তার লোক ধরে ধরে তেল হলুদ বিলুচ্চে।

স্ত্রীলোক। বল কি?

দাসী। ওগো হাঁ হাঁ, আমায় আর বকিও না, আমার টাক্‌রা শুকিয়ে গেছে—

স্ত্রীলোক। তুমি কাঁপ্‌ছ কেন?

দাসী। দেখনা গিয়ে।

এমত সময়ে দেখিল রাজবাড়ীর লোকেরা মোক্ষদাকে বন্ধন করিয়া লইয়া আসিতেছে।

দাসী "ও বাবা আবার ঘড়া বিলুতে যায় রে" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, স্ত্রীলোকটী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

—

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

দুঃখাবসান।

বিরজার দুঃসহ অন্ন কষ্ট ঘুচিয়াছে, এ সংবাদ পাঠক পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার পর অভাগিনীর কি হইয়াছে তাহা অবগত নহেন।

মহারাজ অম্বিকাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু নবাবের লোক তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, সুতরাং তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া একাকী নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

নবাব বাহাদুরের নিকট মহারাজের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, এবং তিনি তাঁহাকে তৎকালে বিশেষ স্নেহ করিতেন, নবাব বাহাদুর মহারাজকে যথেষ্ট সম্মাননা সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজও নবাবকে যথারীতি অভিবাদন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার কথোপকথনের পর অম্বিকার কথা উত্থাপন করিলেন, এবং তাহার অনুপূর্ব্বিক সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন।

নবাব অম্বিকার স্বামী-ভক্তি ও পাতিব্রত্য দর্শনে মুগ্ধ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অম্বিকাকে অব্যাহতি দিবার আদেশ দিলেন। তিনি মহারাজকে বলিলেন যে এরূপ কঠোর নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের বিষয় তিনি কিছুই অবগত নহেন।

নবাব কাজিকে ডাকাইয়া যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন, অম্বিকার বিচার তিনি স্বয়ং করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, যে পর্য্যন্ত না তাঁহার বিচার শেষ হয়, সে পর্য্যন্ত কাজি নজর বন্দিতে থাকে এই আদেশ দিলেন।

উমাচরণ ও তৎপুত্র বিজয়চন্দ্রের উপর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা গেল। এবং বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল।

যে দিন রাত্রে গোপালচন্দ্র কর্ত্তৃক উমাচরণের হস্ত কর্ত্তিত হয়, তাহার পর দিন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। মোক্ষদাকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইবার কিয়ৎকাল পরেই পরওয়ানা লইয়া নবাবের লোক নন্দনপুরে পৌঁছিল।

নবাবের লোকদিগের পৌঁছিবার অল্প পূর্ব্বেই উমাচরণের মৃত্যু হইয়াছে—তাহারা দেখিল রাজার লোকেরা মহাসমারোহে উমাচরণের শবসৎকার করিতে যাইতেছে। নবাবের লোকেরা তাহাতে প্রতিবন্ধকতা করিয়া তৎক্ষণাৎ শব মুর্শিদাবাদে চালান দিল, এবং বিজয়কে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া প্রহরী বেষ্টিত হইয়া লইয়া আসিল।

গ্রেপ্তার কালে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল "কি অপরাধে গ্রেপ্তার করিতেছ?"

প্রহরী। জানি না—নবাব বাহাদুরের হুকুম আমরা তামিল করিতেছি মাত্র।

বিজয় আর কোন কথা কহিল না—সেই রাত্রেই তিনি তাহাদের সহিত আসিতে বাধ্য হইলেন। তখন বিজয়ের মনে যে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু মনুষ্যের সকল সময় সে ভাব মনে

থাকে না। অম্বিকাকে অন্যায়রূপে কত কষ্ট দিয়াছে, এখন তাহা মনে হইল, এবং কথঞ্চিৎ অনুশোচনারও উদ্রেক হইল। কিন্তু এখন যদ্যপি বিজয় অব্যাহতি পায়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে সেই দণ্ডেই, সে সমস্ত বিস্মৃত হয়। আজি দৈবদুর্বিপাকে বিজয়কৃষ্ণের নিয়তি চক্র ঘুরিয়াছে, বিজয় তাহার ফল ভোগ করিতে চলিল।

ক্ষমতাপন্ন মনুষ্য যখন অপরের উপর কোন প্রকার অত্যাচার বা গর্হিত কার্য্য করে, তখন যদ্যপি চিন্তা করে, যে অপরে যদি তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করে তাহা হইলে তিনি কি দুঃখিত হন না? বস্তুত তাহা হইলে আর অত্যাচার হয় না। মনুষ্য আপনা হইতে আপনি সতর্ক হইয়া যায়, কিন্তু মানব তাহা করে না, ক্ষমতা কালে ক্ষমতানুযায়ী বা ততোধিক কার্য্য সম্পাদন করিতে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, পশু ভাব সম্পন্ন হইয়া উঠে;—ইহাই মনুষ্যের অধঃপতনের সূত্র; কিন্তু তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। আজি হউক, কালি হউক, সে ফলভোগ করিতেই হইবে, আজি বিজয় চন্দ্র ঈশ্বরের সেই অপক্ষপাতী নিয়মের অধীন হইয়া আপন পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের ফলভোগ করিতে চলিল।

যথা সময়ে বিজয় প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া মহানগরী মুর্শিদাবাদে পৌঁছিল। যথা সময়ে নবাব বাহাদুর অম্বিকাচরণের ন্যায্য বিচার করিলেন। এত দিন পরে অম্বিকার ভাগ্য প্রসন্ন হইল। এক দিনে চির অভাগিনী বিরজার মনোদুঃখ ঘুচিল। এক দিনে বিজলী মন খুলিয়া হাসিল!

এত দিনে বালক বিভূতি ভূষণ পিতৃ স্নেহের অতুল সুখ পাইল। বলা আবশ্যক যে চিকিৎসকের বিচিত্র ক্ষমতা প্রভাবে ও অত্যাচারের অবসানে, অম্বিকাচরণের বিকৃত ভাব তিরোহিত হইয়াছে, তিনি অবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহারাজের চেষ্টা সফল হইল, মহারাণীর আশ্রয় দানের ফল হইল, তাঁহার মনের মত কার্য্য হইল। সিরাজউদ্দৌলার শত পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হইল, তাহার যম যন্ত্রণার হয়ত কতকটা লাঘব হইল।

পাঠক! এই সময়ে আপনাকে বিজলী সম্বন্ধে দুটী কত কথা বলিব।—বিজলী বাল্যাবস্থাতেই পিতৃ মাতৃ হীনা, দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় গ্রামস্থ দয়াবান লোকদিগের সাহায্যে বিবাহিতা হইয়া, প্রায় চারি বৎসর কাল, স্বামী সম্ভোগ সুখে যাপন করেন। বিজলীর স্বামী একদিন সহসা নিরুদ্দেশ হইলেন, কোথায় গেলেন, কি হইল, এ সংবাদ কেহই পাইল না। সেই পর্য্যন্ত বিজলী স্বামীমুখ দেখে নাই।

বিজলী বিরজার বাল্য সখী, বিজলীর এই আকস্মিক বিপদে, বিরজা মর্ম্মপীড়িতা হইয়া তাঁহাকে আপন গৃহে আশ্রয় দিলেন, এবং তাঁহাকে অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে সহোদরার ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। বিজলী যে বিরজাকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিত, সে কথা আর বলিবার আবশ্যক নাই। সেই পর্য্যন্ত বিজলী বিরজার [illegible] আ...

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—০*০—

পরিশিষ্ট।

বিরজা পিতৃবিয়োগ সংবাদ শ্রবণে বড়ই ব্যথিতা হইল। অম্বিকা ও বিজলী কত যত্নে বিরজাকে শান্তনা করিলেন। অম্বিকা এখন বিরজার নিকট স্বীয় পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য কতই ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া কতই লজ্জিত ও দুঃখিত হন। অম্বিকা পূর্ব্ব কথা পাড়িলেই বিরজা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু বিজলী ছাড়িত না,—সে মধ্যে মধ্যে অম্বিকাকে হাসিতে হাসিতে কত কথা বলিত. অম্বিকা থাকিতে পারিতেন না. কাঁদিয়া ফেলিতেন। বিরজা বিজলীকে ভৎর্সনা করিলে, বিজলী উত্তর দিত, "আমরা কত কেঁদেচি, উনি কি একদিন কাঁদতে পারেন না।"

উমাচরণের গলিত মৃত দেহের দাহ হইল। বিজয়ের তিন শত বেত্রাঘাত হুকুম হইল, বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া যদি বাঁচে তাহা হইলে কুকুর দ্বারা আহার করাইয়া তাহার প্রাণ [illegible] করা হইবে

বিজয় তিন শত বেত্রাঘাতের নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিল না। তাহাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। ইহ সংসারের একটি কণ্টক ঘুচিল!

বিজয়ের সমস্ত সম্পত্তি নবাব বাহাদুরের খাস হইল। তিনি বিরজার উপর বিশেষ প্রীত হইয়া তাহার চতুর্থাংশ তাঁহাকে দিলেন, এবং পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিবার আদেশ রহিল।

বিজয়চন্দ্রের বাটী ও আসবাব ইত্যাদি অম্বিকাচরণ পাইলেন।

উমাচরণের পত্নীর মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল।

মোক্ষদা অব্যাহতি পাইল। বিরজা তাহাকে আপন আবাসে লইয়া গেল। মোক্ষদা আজি হইতে সংসার চিনিল, আপনার চরিত্রের বিষয় ভাবিয়া কতই লজ্জিত হইল।

মহারাণী বিভূতিভূষণকে নিজে একটী বাটী ও কতক ভূসম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন।

অম্বিকা মহারাজ ও মহারাণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সপরিবারে নন্দনপুরে যাত্রা করিলেন।

সেই পর্য্যন্ত আর কেহ কখন মোক্ষদার চরিত্রের কোন দোষ দেখে নাই—মোক্ষদা বিরজাকে আপন কন্যার ন্যায়, বিভূতিকে দৌহিত্রের ন্যায়, অম্বিকাকে জামাতার ন্যায়, এবং বিজলীকে প্রিয় সখীর ন্যায় ভালবাসিতে লাগিল, তাহার জীবনের যেন একটি যুগান্তর হইল।

কিছু দিবস পরে বিজলীর নিরুদ্দেশ স্বামীর উদ্দেশ পাওয়া গেল, তাঁহার রাজ দণ্ডে অন্যায় রূপে কারাবাস হইয়াছিল. মহারাজ বাহাদুরের অনুগ্রহে তাহারও অব্যাহতি হইল। বিজলী স্বামী পাইয়া পরম পুলকিতা হইল।

বিরজার আরও সন্তানাদি হইল। অম্বিকা কখন বা

নন্দনপুরে কখন বা সপরিবারে কৃষ্ণনগরে থাকিয়া রাজসহবাস সুখে ও বিরজার অতুল প্রেমে ডুবিয়া রহিল। এতদিনে [illegible] অনন্ত ফল ফলিল!!!

সমাপ্ত।
